উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোববার

মোজেসের পাঠানো সেই বিশেষ ১২ জন থেকে শুরু করে ইয়ান ফ্লেমিংয়ের সৃষ্ট জেমস বন্ড হয়ে ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। 'গুপ্তচর' জ্যোতিকে নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা। জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও সক্রিয়? এবার প্রচ্ছদে সেই কথা।

১৫ থেকে ১৮-র পাতায় গুপ্তচর

ইউরোপ সেরা প্যারিস সাঁ জাঁ
ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল প্যারিস সাঁ জাঁ। তাদের জয়ের নায়ক উনিশ বছরের ফরাসি উইঙ্গার দেজিরে দুয়ে। তিনি জোড়া গোল করেন। ২০

শমীকদের ঘিরে বিক্ষোভ
কোপেনহেগেনে বিক্ষোভের মুখে ভারতীয় প্রতিনিধিদল। একদল পাকিস্তানি নাগরিক সেখানে ভারত-বিরোধী স্লোগান দেন। প্রতিনিধিদলটিতে রয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

শিশু কিশোর আসর ১১

শিলিগুড়ি ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 1 June 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 14

৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে পাড়ার দাদাদের টাকা দিলেই মুশকিল আসান। প্ল্যান 'রিভাইজড' হয়ে যাচ্ছে আপনাআপনি। জানানোর প্রয়োজনই হচ্ছে না পুরনিগমকে। এমন কর্মকাণ্ডে তিতিবিরক্ত আদি বাসিন্দারা।

টাকা ফেললেই নির্মাণ 'বৈধ'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : বেআইনি নির্মাণ করছেন? বহুতলের দেওয়াল কিছুটা এগিয়ে রাস্তার নিকাশিনালার ওপরে করা গেলে পাঁচ-ছয় বর্গফুটের দাম বেশি পাবেন? চিন্তা নেই, দাদার টিমকে দাবিমতো টাকা দিলেই নিকাশিনালাও আপনার দখলে চলে আসবে। আবার ধরুন চারতলা বাড়ির প্ল্যান পাশ করিয়ে আপনি দোতলা বানিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। সাত-আট বছর পরে এখন কিছু টাকার ব্যবস্থা করে বাকি নির্মাণ করতে চান। কিন্তু সেইজন্য আপনাকে পুরনিগম থেকে 'রিভাইজড প্ল্যান' পাশ করাতে হবে। এই ভেবে পাড়ার দাদার কাছে গেলেন। দাদা কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপনাকে 'নো অবজেকশন' দিয়ে দিলেই ব্যাস। আপনাকে আর আইন মেনে পুরনিগমে যেতে হবে না, পুনরায় ফি দিতেও হবে না।

এমনই সমস্ত কাণ্ডকারখানায় অতিষ্ঠ ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, ওয়ার্ডে দেদারে বেআইনি নির্মাণ চলছে। রাতারাতি অবৈধভাবে ছাদ ঢালাই, ট্রাস বসানো হচ্ছে। কেউ দেখার নেই। ওয়ার্ডে প্রচুর বাংলাদেশি কয়েক বছর ধরে এসে বাড়ি করছেন, ফ্ল্যাট কিনছেন। যার জেরে ওয়ার্ডে ফ্ল্যাটের দামও বেড়ে গিয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলারের পক্ষে তাঁর স্বামী বিবেকানন্দ সাহা অবশ্য দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন, 'আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ভিত্তিহীন। অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ এলে তা সরাসরি বরোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙাও হয়েছে।'

পাঁচ নম্বর বরো চেয়ারম্যান প্রীতিকণা বিশ্বাসের কাছে প্রশ্ন রাখতেই তিনি বললেন, 'এসব ছোট ছোট বাড়ি দেখছেন কেন? বাম আমলে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে কত অবৈধ নির্মাণ হয়েছে, শহরে কত বেআইনি বহুতল হয়েছে জানেন? বাম বোর্ড কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।' আপনিও তো সেই সময় বাম শরিক সিপিএমেই ছিলেন। প্রীতিকণার পালটা, 'আমি এখন তৃণমূল কংগ্রেসে। আমাকে ওসব বলবেন না।' মেয়র গৌতম দেব অবশ্য শহরে প্রচুর অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন।

৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কিছুদিন ধরে প্রচুর বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠছে। এপিসি সরণি সহ ওয়ার্ডের

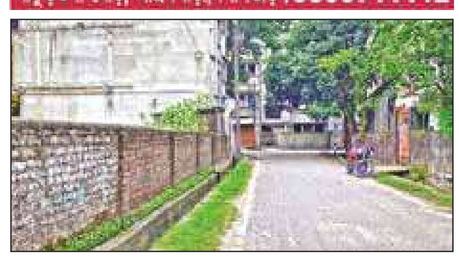

বাড়ি তৈরির জন্য জায়গা ছাড়ার বালাই নেই।

বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে দেখা গেল বেশ কিছু বহুতল একেবারে রাস্তার পাশের নিকাশিনালার ওপরে এসে পড়েছে। কেউ কেউ আবার নিকাশিনালার ওপরে কংক্রিটের ঢালাই করে রাস্তার সঙ্গে বাড়ি এবং ফ্ল্যাট সমান করে নিয়েছেন। স্থানীয়দের অনেকেই বললেন, 'এখন টাকা ফেললে সবকিছুই হচ্ছে। সাত থেকে দশ বছর আগে হওয়া নির্মাণগুলি দেখুন, আর এখনকার নতুন বাড়ি, ফ্ল্যাটগুলি দেখুন তাহলেই ফারাক বুঝতে পারবেন।' পুর আইন বলছে, পাড়ার রাস্তায় ১১ মিটার উঁচু ফ্ল্যাট বা বাড়ি তৈরি হলে রাস্তার নিকাশিনালা থেকে সামনের দিকে কমপক্ষে পাঁচ ফুট জায়গা ছাড়তে হয়। উচ্চতা বাড়লে সেই অনুযায়ী আরও বেশি জায়গা ছাড়ার নিয়ম রয়েছে।

শুধু নিকাশিনালা দখল করাই নয়, এই ওয়ার্ডে এমন বহুতল তৈরি হচ্ছে, যেগুলির অর্ধেক অংশ হয়তো পাঁচ, সাত, দশ বছর আগে হয়েছে। বাকিটা এখন নির্মাণ হচ্ছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পুলিশকে উপেক্ষা কেষ্টর

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ৩১ মে : দলের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন নিঃশর্তে। কিন্তু পুলিশের ডাকে সাড়া দিলেন না। পুলিশের নোটিশকে উপেক্ষা করলেন অনুব্রত মণ্ডল। নিজে না গিয়ে বোলপুরে এসডিপিও অফিসে পাঠিয়ে দিলেন সাত আইনজীবীকে। অসুস্থতার কারণে বীরভূমের একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই নেতা থানায় যেতে পারলেন না বলে আইনজীবীরা জানিয়ে এলেন।

পুলিশ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রবিবার আবার থানায় উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই ডাকে তাঁর সাড়া দেওয়া অনিশ্চিত মনে করা হচ্ছে। অনুব্রতের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, সোমবার আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানাতে পারেন তিনি। সেই আর্জি মঞ্জুর হলে তিনি পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে পারবেন।

বোলপুর থানার আইসি-কে অশালীন গালাগালের নিন্দা করেও তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ইঙ্গিতই করেছেন শনিবার। একটি টিভি চ্যানেলে তিনি বলেন, আবেগ এক জিনিস, কিন্তু আবেগে প্রভাবিত হয়ে আইন চলে না। তাঁর বক্তব্য, 'গালাগাল দিলেই কি কগনিজেবল অফেন্স (গ্রাহ্য অপরাধ) হয় নাকি নন-কগনিজেবল অফেন্স হয়!'

কল্যাণের ভাষায়, 'যে মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে না,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

যুদ্ধে ক্ষতি মেনে সিডিএসের মুখে শিক্ষা ও প্রত্যাঘাত

সিঙ্গাপুর, ৩১ মে : ভুয়ো তথ্য মোকাবিলা সাম্প্রতিক ভারত-পাক সংঘাতের কতটা চ্যালেঞ্জ ছিল, তা স্পষ্ট হল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহানের কথায়। এতদিন পর ভারতের ক্ষতি মানলেন তিনি। তবে ক্ষতির চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিলেন ক্ষতি থেকে শিক্ষা ও প্রত্যাঘাতের সাফল্যের ওপর।

সিঙ্গাপুরে সাংগ্রি-লা সম্মেলনে যোগ দিতে এসে ব্লুমবার্গ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি শনিবার জানান, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীনই পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। এর আগে একটি বিদেশি সংবাদমাধ্যম ভারতের একাধিক ফাইটার জেট ধ্বংস হয়েছিল বলে দাবি করেছিল। নানা মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল, ভারত অন্তত ২টি রাফাল এবং ১টি

পারমাণবিক সংঘাত মানতে নারাজ

মিরাজ হারিয়েছে। তখন ভারত সরকার বা সেনাবাহিনী- কেউ সেই খবর স্বীকার করেনি।

সিডিএসের কথায় একদিনে সেই খবরে সিলমোহর পড়ল। যদিও বারবারই তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'আমাদের কাছে যুদ্ধবিমান ধ্বংস গুরুত্বপূর্ণ নয়। কীভাবে ধ্বংস হল, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আমরা আমাদের কৌশলগত ভুলটা দ্রুত চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। সেই খামতি পুষিয়ে মাত্র দু'দিনের মধ্যে আমাদের যুদ্ধবিমানগুলি উড়েছিল। দূর থেকে আমরা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছি।'

'সাম্প্রতিক সংঘর্ষে পাকিস্তান কি ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে? উত্তর হ্যাঁ হলে, সংখ্যাটা কত'- ব্লুমবার্গের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেননি জেনারেল চৌহান। তবে যুদ্ধবিমান ধ্বংসটা বড় কথা নয় বলে তাঁর মন্তব্যের রেশ ধরে 'তার মানে তো ভারত কমপক্ষে একটি যুদ্ধবিমান হারিয়েছে' বলে আবার প্রশ্ন করা হলে তিনি 'হ্যাঁ' বলেন বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকেন, 'আসল কথা হচ্ছে, বিমান ধ্বংসের তথ্যটাই গুরুত্বহীন। কীভাবে এটা ঘটল এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা কী করলাম, সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

আগামীকাল বনধের ডাক শিলিগুড়িতে

পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা স্থানীয়দের। -সংবাদচিত্র

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : মাটিগাড়ায় গাড়ি জ্বালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বিবাদ শনিবার চরম পর্যায়ে পৌঁছাল। চলল বাড়ি ভাঙচুর, মারধর। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কড়া মনোভাব দেখালে তাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে একপক্ষ। ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সোমবার শিলিগুড়িতে বনধ ডেকেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'একদল লোক একটি বাড়িতে হামলা চালায়। ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমরা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি।'

শুক্রবার মাটিগাড়ায় গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এদিন ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাটিগাড়া থানার সামনে এসে হাজির হয় একদল জনতা। পুলিশ সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেয়। এরপরই ধৃতদের একজনের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় জনতার দল। ভাঙা হয় বাড়িতে থাকা দোকানও। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্রশস্ত্র এনে ওই দলটি বাড়িতে থাকা দুই তরুণ সহ এক মহিলাকে মারধর করে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগেনি। মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়ায়। একদল তরুণ লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে বাড়ি-দোকান ভাঙচুরের প্রতিবাদ করতে শুরু করে। রাস্তা অবরোধ করে দেয়। ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ কর্তারা এলে তাঁদের সঙ্গেও বচসায় জড়িয়ে পড়ে। এরমধ্যেই এলাকায় হাজির হন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। আসেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনও। তিনি বাড়ি ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা দেন। পাশাপাশি যাবতীয় ঘটনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে জানানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন রাজু।

সাংসদের কথায়, 'যারা হামলা চালিয়েছে তারা প্রত্যেকেই দুষ্কৃতী। পুলিশের খাতায় তাদের নাম রয়েছে।' পুলিশকে উদ্দেশ্য করে তাঁর কটাক্ষ, 'পুলিশ এমনভাবে কথা বলছে যেন ওরাই শাসকদলের নেতা।'

ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সোমবার বনধের ডাক দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত। পরিষদের তরফে লক্ষ্মণ বনসল বলছেন, 'পুলিশ বলছে, সকাল তোমাদের, রাত আমাদের। পুলিশের এই ধরনের ভূমিকার

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দেবতা কাঞ্চনজঙ্ঘায় পা নয়, আর্জি সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর

চোদ্দোর পাতায়

রেস্তোরাঁর ভয় শাশুড়ি মহলেও

এসো জামাই বোসো খেতে

শুভ সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : 'আর যা-ই করি না কেন বাবা, জামাইষষ্ঠীতে জামাইকে ওই কমোড বিরিয়ানি খাওয়াতে পারব না', হাসতে হাসতে বললেন রিতা বসু।

প্রকাশনগরের বাসিন্দা রিতা পোড়খাওয়া শাশুড়ি। দুই মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে বছর পনেরো। প্রায় দেড় দশকের 'অভিজ্ঞতা' রয়েছে তাঁর। আবার ছোট মেয়ের বিয়ে হওয়ার পর থেকে ডাবল জামাই সামলাতে হয় তাঁকে বচ্ছরকার এই দিনটিতে। এতদিন রেঁধেবেড়েই জামাইদের খাওয়াতেন। ইদানীং শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না, ভেবেছিলেন পরিশ্রম কমাতে দুই মেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনিদের দিয়ে কোনও একটা হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে যাবেন। তাঁর সেই পরিকল্পনার গুড়ে বালি ঢেলে দিয়েছে শহরের একটার পর একটা রেস্তোরাঁর সাম্প্রতিক পারফরমেন্স। কোথাও বিরিয়ানিতে কুকুরের মাংস মেশানোর অভিযোগ, কোথাও শৌচাগারে রান্না করা খাবার রাখার ভিডিও ভাইরাল। জামাইষষ্ঠীর একেবারে কান ঘেঁষে আবার পুরোনো পরিচিত হোটেলে বাসি খাবারের খোঁজ। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ির খাদ্যরসিক সমাজ রীতিমতো আতঙ্কিত। আর সেই আতঙ্কের রেশ ছুঁয়ে গিয়েছে শাশুড়িদেরও।

অন্য সব ক্ষেত্রে যা-ই হোক না কেন, এমনিতে জামাই আদরের কথা উঠলে শাশুড়িমাত্রই 'রক্ষণশীল'। মানে হোটেল-রেস্তোরাঁয় নয়, জামাইকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ানোতেই স্বচ্ছন্দ। কথা হচ্ছিল দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা মৌসুমি ভট্টাচার্যের সঙ্গে। শাশুড়ি হিসেবে সদ্য ইনিংস শুরু হয়েছে তাঁর। প্রথমবার জামাইষষ্ঠীর আয়োজন করছেন। একটু টেনশনেও রয়েছেন। জামাইকে হোটেলের খাবার খাওয়ানোর প্রসঙ্গ উঠতেই এককথায় উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'নিজের হাতে রান্না করেই খাওয়াব। এমনিতে এখন শহরের রেস্তোরাঁগুলো নিয়ে যা শুনছি, ভরসা উঠে গিয়েছে। তবে এসব না ঘটলেও প্রথম ষষ্ঠীতে জামাইকে বাইরে কোথাও খাওয়ানোর কথা ভাবতেই পারি না।' গরম, রান্নাঘর, পরিশ্রম ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলতেই রে-রে করে উঠলেন, 'একদিনের জন্য করছি। তাতে আবার কীসের পরিশ্রম!'

হোটেলে জামাইকে খাওয়াতে নারাজ অপর্ণা ঘোষও। বাঘা যতীন কলোনির এই শাশুড়ির বক্তব্য, 'বাইরের খাবার কেউ খাওয়ায়! জামাইকে নিজের হাতে রান্না করে না খাওয়ালে আর কোথায় তার আপ্যায়ন করলাম?'

অপর্ণা, মৌসুমিদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, জামাইদের পাতে রবিবার ঘরের রান্নাই ঢুকবে। সত্যিই কি তাই? বিধান মার্কেটের অটোস্ট্যান্ডের গলির উলটোদিকে যে রাস্তাটা

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কালচিনি থেকে হবিবপুরের দূরত্বটা অনেক। দুই জায়গার মধ্যে সেই অর্থে কোনও যোগসূত্রও নেই। কিন্তু শিক্ষার প্রসারে অনন্য প্রচেষ্টা মিলিয়ে দেয় উত্তরের এই দুই জনপদকে। মেন্দাবাড়ির খোলা আকাশের পাঠশালা কিংবা ফুটবল ক্যাম্পে যখন তারা খোঁজেন বিশ্বজিৎ, তখন হবিবপুর থানার বারান্দায় শিক্ষার আলো জ্বালেন উর্দিধারীরা।

আলোর দিশারি

নদীপাড়ে পাঠশালা বিশ্বজিতের

সমীর দাস

কালচিনি, ৩১ মে : ঈশান অবস্তির অসুখটা বুঝতে পেরেছিলেন নিকুম্ভ স্যর। বুঝেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে মানসিক পরিণতির দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকা ছেলেটা ক্যানভাসে রংয়ের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। তাই পরম স্নেহে আগলে রেখে ঈশানকে গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

'তারে জমিন পর'-এর দর্শনে বিশ্বাস করেন বিশ্বজিৎ ঝা। দক্ষিণ মেন্দাবাড়িতে খোলা আকাশের নীচে তাঁর নদীপাড়ের পাঠশালা আর ফুটবল কোচিং ক্যাম্প বা কোচবিহারের স্কুল সবই তাঁর সেই জীবনবোধের ফসল। একদিন এখান থেকে প্রতিভার বিচ্ছুরণ সারা দেশের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, এমন আশাতেই নীরবে কাজ করে চলেছেন বিশ্বজিৎ।

মেন্দাবাড়িতে নদীর পাশে চলছে পড়াশোনা।

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে শৈশব আর কৈশোর কেটেছে বিশ্বজিতের। স্কুলের এক শিক্ষক তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, আপনার ছেলের দ্বারা কিছুই হবে না। ওই একটা কথাই বদলে দিয়েছিল বিশ্বজিৎকে। রামশংকর নিকুম্ভের মতোই তিনি প্রথমে নিজেকে গড়েছেন। তারপর হাত দিয়েছেন আগামী প্রজন্মকে গড়ার কাজে।

স্কুলের পাঠ শেষ করে পরবর্তীতে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে বিশ্বজিৎ পাড়ি দেন দিল্লিতে। সেখানে একাধিক পত্রপত্রিকায়, টেলিভিশন চ্যানেলে সাংবাদিকতার কাজ করেন। ইচ্ছা করলে বাকি জীবনটা মহানগরীতে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু ছোটবেলায় শিক্ষকের সেই অবজ্ঞাটা তাঁকে এ জীবনে আর স্বাচ্ছন্দ্য দেবে না। পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য কিছু করার তাগিদে তিনি ফিরে আসেন রাজগঞ্জে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে পরবর্তীতে তিনি চলে আসেন কোচবিহারে। প্রথমে কোচবিহারে একটি স্কুল চালু করেন। একদিন কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামে ঘুরতে এসে সেখানকার বাচ্চাদের পড়াশোনার

এরপর চোদ্দোর পাতায়

থানায় চক-ডাস্টার হাতে পুলিশ

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ৩১ মে : যাঁরা চোর ধরতে ছোটেন, তাঁরাই এখন বন্দুক রেখে চক-ডাস্টার হাতে খুদেদের পড়াচ্ছেন। সকালসকাল হবিবপুর থানায় গেলে এই ছবিটাই চোখে পড়বে। উর্দিধারীদের কেউ এখানে অঙ্কের, আবার কেউ ইংরেজির শিক্ষকের ভূমিকায়। পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি খুদেদের পড়াতে ব্যস্ত সিভিক ভলান্টিয়াররাও। বছর দশেক ধরে এভাবেই হবিবপুর থানার বারান্দায় শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে 'কিশলয়'।

হবিবপুর থানার আইসি শোভন কর্মকারের কথায়, 'আমি হবিবপুর থানায় যোগদানের আগে থেকেই কিশলয় নামে এই স্কুলটি চলছে।

থানার বারান্দার পাঠশালায় খুদেরা।

আজকের শিশুদের সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে এই স্কুল পরিচালনায় আমার সবরকম সহযোগিতা থাকবে। বাল্যবিবাহ সহ বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছি আমরা। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে মাঝেমধ্যে পড়ুয়াদের ক্লাস নিতে গিয়ে খুব আনন্দ পাই।'

'কিশলয়'-এর তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া জয়শ্রী মণ্ডলের কথায়, 'আমাদের স্যররা খুব ভালো পড়ান। একদিন না এলেই বাড়িতে খোঁজ নেন।' অমৃত নাথ নামে পঞ্চম শ্রেণির আরেক ছাত্র বলে, 'পড়াশোনার পাশাপাশি স্যররা আমাদের ছবি আঁকাও শেখান। কুইজ করান। আমাদের খুব ভালো লাগে।' ষষ্ঠ শ্রেণির রমিতা সিংহ বলে, 'স্যররা আমাদের বিনা পয়সায় বই, খাতা, কলম এমনকি স্কুলের ব্যাগও দেন।' অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রূপা মণ্ডলের কথায়, 'এই স্কুলে এসে স্যরদের কাছ থেকে আমরা আত্মরক্ষার কৌশলও শিখছি। কিশলয়কে কোনওদিন ভুলতে পারব না।'

থানা চত্বরে অবৈতনিক স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য শিক্ষকদের প্রধান ভূমিকায় থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার আস্তিক সিংহ বলেন, 'প্রায় দশ বছর ধরে হবিবপুর থানা চত্বরে দুঃস্থ পড়ুয়াদের জন্য এই স্কুলটি চলছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : চাকরি ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি এবং পদোন্নতির সুযোগ পাবেন। প্রিয়জনের সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। কোনও পুরোনো মূল্যবান দ্রব্য কিনে লাভবান হবেন। ব্যবসায় বাড়তি অর্থাগমে স্বস্তি। প্রেমের ব্যাপারে সমস্যা তৈরি হবে। হৃদয় এবং স্নায়ুরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও উপেক্ষা করতে যাবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বকেয়া পাওনা আদায় হবে। বৃষ : সারা সপ্তাহ চলবে কর্মব্যস্ততার মধ্যে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। মায়ের কাছ থেকে পেতে পারেন প্রয়োজনীয় কোনও সম্পদ। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। সমাজের কোনও গুণী মানুষের সঙ্গে সপ্তাহের বেশ কিছু সময় কাটিয়ে জীবনের নতুন এক আনন্দলাভ। মা ও বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বাড়ি সংস্কারে পড়শিদের বাধা থাকবে। বস্ত্র, লৌহ, পুস্তক ব্যবসায়ে বাড়তি লগ্নিতে কোনও ঝুঁকি নেই। মিথুন : সপ্তাহটি খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। বিদেশ থেকে উপহার সামগ্রী আসায় খুশি। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল হতে পারে। ক্রীড়া ও অভিনয়জগতের ব্যক্তিরা এই সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য সুযোগ পাবেন। ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। ঘাড় ও কোমরের ব্যথায় সমস্যা।

কর্কট : ব্যবসায়ে সপ্তাহের মধ্যভাগে সামান্য মন্দা নামতে পারে। শ্লেষ্মা, পিত্তঘটিত রোগে কাবু হওয়ার আশঙ্কা। প্রেমের সঙ্গীর ব্যাপারে এই সপ্তাহে কোনও স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। দূরের কোনও বন্ধুর খোঁজ পেয়ে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে প্রেমের প্রস্তাব পাবেন। স্নায়ুরোগে ভোগান্তি বাড়বে। সিংহ : চাকরিক্ষেত্রে সমস্যা থাকলেও পদোন্নতির ব্যাপারে তা বাধা হবে না। এ সপ্তাহে পারিবারিক দিক থেকে সমস্যায় পড়বেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। কোনও দূরবর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে শত বিরোধিতা সত্ত্বেও কাজে সফল হয়ে কর্তাব্যক্তির প্রশংসা পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের অবসানে স্বস্তি। প্রেমে শুভ। কন্যা : এ সপ্তাহে শুভাশুভ মিশ্রিত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও দূরবর্তী স্থানে বদলি হতে পারেন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় তীব্র অস্বস্তিতে পড়বেন। সন্তানের বিদেশগমনের ইচ্ছাপূরণে আনন্দ। অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা তৈরি হতে পারে। এ সপ্তাহে কাউকে অযাচিত সাহায্য করতে গেলে অপ্রিয় পরিস্থিতির সামনে পড়তে পারেন। স্নায়ু ও চর্মরোগ বৃদ্ধিতে উদ্বেগ।

তুলা : আপনার আত্মমর্যাদা জ্ঞানের জন্যে অনেকের প্রশংসা ও বিশ্বাস অর্জন করবেন। বাড়িতে আনন্দ উৎসবে অতিথি অভ্যাগতদের আগমন। ব্যবসায়ে বিগত সপ্তাহের আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠে বাড়তি আয় করতে সক্ষম হবেন। পথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সপ্তাহের শেষদিকে জনকল্যাণে কাজ করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। বৃশ্চিক : ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে জটিল কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বাড়বে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একটু সাবধানে থাকতে হবে। সহকর্মীরা সামান্য কারণেই আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারেন। বাড়িতে পূজার্চনায় আনন্দ। বিদেশে চাকরিরত সন্তানের ঘরে ফিরে আসার সংবাদে আনন্দ। স্পষ্টবাদিতার জন্যে কারও অপ্রিয় হয়ে উঠবেন।

ধনু : সর্দিজ্বরে কাহিল হতে পারেন। চাকরিপ্রার্থীরা সুযোগ পাবেন। সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে মনের তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ শেষ সময়ে এসে বন্ধ হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে সপ্তাহের প্রথমভাগেই পদস্থ কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করুন। মা ও বাবার সঙ্গে বিবাদের জন্যে তীব্র মনঃকষ্ট। মূল্যবান কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। মকর : সপ্তাহটি ভালোয়-মন্দে যাবে। প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। পুরোনো কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসার কলেবর বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের লেখাপড়ার কৃতিত্বে শান্তি ও স্বস্তিলাভ। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। সপ্তাহের প্রথমভাগে চলা মন্দাভাব কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য অলসতার কারণে সমস্যা।

কুম্ভ : শারীরিক সমস্যায় কাজ ভন্ডুল হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই। অংশীদারি ব্যবসায় উন্নতি হবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধের আশঙ্কা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের যোগ। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। নানা পথে আয় বাড়বে। কিন্তু কোনও আইনি সমস্যায় অর্থব্যয় হবে। আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলে এ সপ্তাহে কিন্তু সহকর্মীদের সমর্থন হারাতে পারেন। উগ্র ব্যবহারে সমস্যা। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। মীন : এই সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে আপনার ব্যবসা ঘুরে দাঁড়াবে। কোনও আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তির সঙ্গে মিশে আনন্দলাভ। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। সামান্য অবহেলার জন্যে হাতছাড়া হতে পারে নানা সুযোগ এবং অর্থ। জমি ও বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। জমি কেনার ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। দাম্পত্যে কলহ কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১ জুন ২০২৫, ১৭ জেঠ, সংবৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৪ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৫। রবিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ১২।১০। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১।৫৩। ধ্রুবযোগ দিবা ১।৪৫। কৌলবকরণ দিবা ১২।২২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।১০ গতে গরকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১।৫৩ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ১২।১০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১২।১০ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৯।৫৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৫ গতে ২।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।১০ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৯।৫৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৫ গতে ২।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩৪ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১২।১০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১।৪৫ মধ্যে পুনঃ অপরাহ্ন ৪।৭ গতে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জামাইষষ্ঠী। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৩ গতে ৯।২৫ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে ১২।৪২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

ফল প্রকাশের পর দুই সপ্তাহ পার

মার্কশিট মেলেনি ভোকেশনাল পড়ুয়াদের

নাগরাকাটা, ৩১ মে : ফল প্রকাশের ১৫ দিন পরও উচ্চমাধ্যমিকের ভোকেশনাল কোর্সের পরীক্ষার্থীরা মার্কশিট ও শংসাপত্র হাতে পায়নি। তবে অনলাইনে সফট কপি তারা ডাউনলোড করে নিতে পারছে। কী কারণে মার্কশিট পাঠাতে দেরি, তার কারণ অবশ্য স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, উচ্চমাধ্যমিকের ভোকেশনাল কোর্সটি রাজ্যের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদের অধীনে। জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও ভোকেশনাল কোর্সের জলপাইগুড়ির নোডাল অফিসার ও কৌস্তভ দত্ত বলেন, 'মার্কশিট এলেই তা ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

১৬ মে ভোকেশনালের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন থেকেই অনলাইনে মার্কশিট পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইনে ফল দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরেই উচ্চমাধ্যমিকের সাধারণ বিভাগের সঙ্গে ভোকেশনাল বিভাগের ফল প্রকাশিত হচ্ছিল। এবার উচ্চমাধ্যমিকের সাধারণ বিভাগের ফল প্রকাশিত হয় ৭ মে। বানারহাট হাইস্কুলে ভোকেশনাল কোর্স রয়েছে। সেখানকার প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রতিবারই ফল প্রকাশের কয়েক দিন পর মার্কশিট চলে আসে। এবার অনলাইনে মার্কশিট ডাউনলোড করে তা দিয়ে আপাতত ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে নিতে পারছে।'

ভোকেশনাল শিক্ষার সঙ্গে জড়িতদের সংগঠন বৃত্তিমূলক শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও কর্মচারী সমন্বয় সমিতির বক্তব্য, বর্তমানে এই কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা নানা সমস্যার সন্মুখীন। যেমন, তাদের অনলাইনে টিসি বা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এবছর সকলে ট্যাবের টাকাও পায়নি। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি অতীশ সেন বলেন, 'শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের বেতন ৮-১৩ হাজার টাকার মধ্যে। স্বল্প বেতনেও ভোকেশনাল শিক্ষাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে আইডি নম্বর নেই। ফলে সরকারি নানা প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পেতে সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়ারা। মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হলেও উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির নির্দেশিকা আসেনি। কর্তৃপক্ষের উচিত পুরো ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে নতুনভাবে এই শিক্ষাকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে হাজির করা।' ভোকেশনাল টিচার্স, ইনস্ট্রাক্টর্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির প্রধান উপদেষ্টা মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'ভোকেশনাল শিক্ষায় প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং নির্লিপ্ততা রয়েছে।'

পাত্র চাই

■ দে, কায়স্থ, 40/5'-1", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মাধ্যমিক ব্যাক পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8250812017. (C/116543)
■ পাত্রী সুশ্রী, কায়স্থ, পূঃ বঃ, 38/5'-5", ডিভোর্সি, W.B.Govt.-এ কর্মরতা। 40-এর মধ্যে Cent./W.B.govt-এ কর্মরত, অবিবাহিত পাত্র কাম্য। (M) 9832417887. (C/116567)
■ যমজ পাত্রীদ্বয়, মালো হালদার, ৩২+, বিএ, সৎ সঙ্গী ৫'/৫'-৩", ভেজ। কন্যা, নর, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত স্ববর্ণের পাত্র কাম্য। ঘটক/প্রতিষ্ঠান কাম্য নয়। মালদা-7602989894 (W/A). (M/114095)
■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)
■ 29+/5'-7", M.A., সুন্দরী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 9832112814. (C/116578)
■ শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, কায়স্থ, জেনাঃ, 29+/5'-2", ফর্সা, MS Gynee, পাত্রীর জন্য ডাক্তার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার। Cont. 9832046381, সময় (9 A.M. to 10 A.M. and 9 P.M. to 10 P.M.). (C/116591)
■ পাত্রী সাহা, M.A. পাশ, 30+। শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের পাত্র চাই। SC/ST বাদে অন্য কাস্টও চলিবে। সাহা অগ্রগণ্য। (M) 9851633374. (C/116599)
■ দাস, 25/5'-6", M.A., সুন্দরী, কোচবিহার নিবাসী। বাবা-মা নেই, মাসির কাছে মানুষ। সরকারি চাকরি বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 32 পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। ফোন-+917501452595, 7430944589.
■ EB, নমশূদ্র, 31/5'-1", দেবারি, কর্কট, সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা পাত্রীর সঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্র চাই। মালদা, উত্তর ও দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। Mob : 8293933640. (C/116701)
■ বাগডোগরার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় কন্যা, বয়স-৩০, উচ্চতা ৪'-১০", কায়স্থ, ফর্সা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোবাইল-9832047492, 8927742403. (C/116710)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬/৫'-১", শ্যামবর্ণা, M.A. পাশ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7478020317. (C/115881)
■ কায়স্থ, সুশ্রী, বিএ, ৩৮+, দেবারিগণ, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য কেবলমাত্র জলপাইগুড়ির দেবারিগণই পাত্র চাই। (M) 9434027098. (C/115886)
■ কায়স্থ, 39/5'-3", B.A., BP.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mob : 8670517993 (জলপাইগুড়ি)। (C/115887)
■ পাত্রী ৩০, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্নাতক (ইংরেজি), Interior Designing পাঠরতা। সরকারি/বেসরকারি চাকরি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ৩৪/৩৫, সুদর্শন, নির্ঝঞ্ঝাট ঘরজামাই পাত্র চাই। যোগাযোগ-৬২৯৫৯৩৩১৫৭. (C/116702)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ফর্সা, 31/5'-1", M.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। 7439691336. (C/116717)
■ পাত্রী B.Sc. Hons., SC, 5', M.Ed., Net, JRF cleared, M.Sc. pursuing, শান্ত স্বভাবের শিক্ষিত পরিবারের সুপাত্র চাই। Caste no bar. 8250714019. (C/113501)
■ জেনারেল, 5'-3", M.Com., সুন্দরী, গভঃ Health department কর্মরত পাত্রীর জন্য ভালো পরিবারের পাত্র চাই। 9733066658. (C/116377)

পাত্র চাই

■ অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মীর কন্যা, ফর্সা, 5'/26 বঃ, এমকম, স্বঃ/অসঃ, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph.No. 9832497187. (C/116722)
■ পাত্রী ২৮+, বারুজীবী, গভঃ ডাক্তার (MD), পিতা ডাক্তার, মাতা গৃহবধূ, অসম ও শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, পাত্রপক্ষ নিজে যোগাযোগ করুন। M.No. 8638305296, 9832010770. (C/116713)
■ কায়স্থ, 34+/5'-3", (ডিভোর্সি), এমএ পাশ, শিলিগুড়ির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, নিঃসন্তান উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8967665684. (C/116715)
■ শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত, বালুরঘাট নিবাসী, পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা, সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট, 25/5', ব্রাহ্মণ পাত্রীর জন্য উঃ বঙ্গ নিবাসী, অনূর্ধ্ব 32, সঃ চাকুরে, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। Mob.No. 8942941075. (C/116712)
■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, B.Tech., 27/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, হিন্দু পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র চাই। (Caste no bar). 9434688910. (C/116379)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, MCA, B.Ed., কেন্দ্রীয় সরকারি স্কুলের কম্পিউটার টিচার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116379)
■ কায়স্থ, 31/5'-4", MD, ডাক্তার পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে বা উচ্চশিক্ষিত MBA, M.Tech., Ph.D., MD, IIT-IEM পাত্র কাম্য। ঘটক ও ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 8967117963. (C/116376)
■ জন্ম ১৯৯৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী। প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116379)
■ বৈশ্য সাহা, 33/5'-2", Ph.D. পাঠরতা, Central Govt. নবোদয় স্কুলে কর্মরতা (স্থায়ী)। অনূর্ধ্ব 38, নবোদয় শিক্ষক/কেঃ সঃ চাঃ পাত্র চাই (উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য)। (M) 9475039939. (C/116718)
■ পাত্রী রাজবংশী, 39/5'-3", কলেজে পড়ায়। শিক্ষিত পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র অগ্রগণ্য। Phone-9775016493. (C/115949)
■ M.A.(Eng.), সুশ্রী, সংগীত বিশারদ, 5'-4"/30yr. পাত্রীর জন্য Govt./Pvt. অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Mob : 9126320530. (C/116721)
■ পাত্রী রাজবংশী, 35/5'-3", B.Tech., সরকারি চাকরির জন্য চেষ্টা করছে। শিক্ষিত পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র অগ্রগণ্য। Phone : 7908542881. (C/115948)
■ বৈশ্য সাহা, Gen., 42+, রাজ্য সঃ চাকরিরতা, 45-48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9474510576. (C/115892)
■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৭/৫'-১", M.A., পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/বেসঃ ইঞ্জিনিয়ার/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8158979471. (C/115893)
■ পাত্রী ৩৮/৫'-২", বিএ, একটি কন্যাসন্তান আছে। ফর্সা, সুন্দরী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9954319181. (C/116376)
■ কায়স্থ, ২৮/৫', M.A., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। (M) 9635232873. (C/116376)
■ Retired Eng.-এর অমাঙ্গলিক কন্যা, কায়স্থ, ১৯৯৭/৫'-৩", M.Sc., MBA, ফর্সা, অতীব সুশ্রী, ঘরোয়া। শিলিগুড়িতে বাড়ি ও শিলিগুড়িতে MNC-তে কর্মরত। প্রয়োজনে অন্যত্র Switch Over-এ রাজি। নেশাহীন, সরকারি/MNC, স্বঃ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব 33 বছর, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ঘটক নয়। (M) 9475709243. (C/116376)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৯, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ৩৪, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। সন্তান গ্রহণযোগ্য। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116377)
■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, প্রাইভেট ব্যাংক-এ কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116377)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষিকা (২০১০), M.A., B.Ed., 35/5'-3", সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, ৩৮ মধ্যে পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8293585491. (C/115582)
■ জেনারেল, 23/5'-3", B.Sc., সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই, জাতিভেদ নেই। 9734488572. (C/116377)
■ কায়স্থ, ৫'-৩", মাঙ্গলিক, দেবারি, M.A.(H) পাঠরতা, পিতৃহীন পাত্রীর দাবিহীন পাত্র চাই। (M) 9883891964. (C/116377)
■ রাজবংশী, ২৮/৫'-২", B.Sc. নার্সিং-এ সরকারি কর্মরতা, পিতা-মাতা উভয়েই শিক্ষক। সরকারি কর্মরত ৩৪-এর মধ্যে স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্র চাই। দুই দিনাজপুর, মালদা অগ্রগণ্য। মাধ্যম ছাড়াই যোগাযোগ : 7908049486, 8918275341. (C/116729)

পাত্রী চাই

■ B.Tech. Engg., 41/5'-4", প্রাঃ কোঃ ম্যানেজার, নরগণ, ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7501759784. (C/113498)
■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 40/5'-6", স্মার্ট, Store Manager (Slg.), অনূর্ধ্ব 35, শিক্ষিত, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 7407529754. (C/116575)
■ বারুজীবী, 36+, M.A., B.Ed., 5'-7", (গৃহশিক্ষকতা, ব্যবসা) পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9832449424, ময়নাগুড়ি। (S/C)
■ কায়স্থ, কোচবিহার নিবাসী, 34/5'-5", MBA, একমাত্র ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832408334. (C/115578)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য, 24+, B.Com. পাশ, নিজস্ব ঔষধের দোকান, নিজ গৃহ, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য 23-এর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি সন্নিকটে অগ্রগণ্য। (M) 9832096013. (C/116573)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, বয়স-36+, উচ্চতা 5'-1", পেশা-গৃহশিক্ষকতা, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। ফোঃ-9641868541. (C/113497)
■ পাত্র ৩০/৫'-৬", শিক্ষিত ও একমাত্র পুত্র, নিজস্ব বাড়ি, শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে Sanitary Inspector, পাত্রী চাই। 9434871863. (C/113499)
■ SC, বিশ্বাস, 31/5'-7", MCA, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে District Project Manager কর্মরত পাত্রের জন্য স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। 8597437879. (C/116590)
■ কাটিহার বিহার নিবাসী, কুম্ভকার পাল, 32/5'-9", B.Sc. পাশ, দশকর্মা ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 9546313224. (C/116583)
■ মালদা গাজোল নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক), 33/5'-9", পাত্রের জন্য 28 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিতা, 5'-3" পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (M/114100)

পাত্রী চাই

■ Delhi Govt. H.S. স্কুলের শিক্ষক, কায়স্থ, ৩১ বছর, ৫'-৮", M.A., B.Ed., নরগণ, একমাত্র সন্তান, পিতা জলপাইগুড়ি নিবাসী, PSU-এর Manager, স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9434069056. (C/115884)
■ সাহা, 5'-6", হাইস্কুল শিক্ষক, মেইন রোডের পাশে বাড়ি, ফর্সা, সুন্দরী, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7407046435 (রায়গঞ্জ)। (C/116589)
■ শীল, ৩২/৫'-৮", M.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব মার্কেট কমপ্লেক্স, দিনহাটা নিবাসী। স্ববর্ণ/অসবর্ণ, প্রকৃত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029298326, 9851183967. (S/M)
■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/116498)
■ সাহা, 28/5'-9", শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য সাহা সুপাত্রী চাই। 9932142922. (C/116377)

পাত্রী চাই

■ পাত্র রায় (কর্মকার), 31/5'-7", B.A., B.Ed., Deputy Bank Manager, ফর্সা, সুন্দরী, স্নাতক পাত্রী কাম্য। (M) 9593920938. (C/116720)
■ সাহা, 34/5'-8", B.Tech., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একমাত্র পুত্র। শিক্ষিতা, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। M.No. 8158869659. (C/115944)
■ কায়স্থ, ৩৬/৫'-৬", দেবারিগণ, ডিভোর্সি, বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত, উপযুক্ত, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 9434027098. (C/115891)
■ General, 28/5'-6", Civil Engineer, Govt. ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত, ছোট ফ্যামিলির পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8653243203. (C/116377)
■ General, 32/5'-4", গভঃ পদে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের একমাত্র পুত্রের জন্য ভালো পরিবারের পাত্রী চাই। 8653224276. (C/116377)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পূর্ববঙ্গীয় বৈদ্য, ৩৫/৫'-৭", Law-তে মাস্টার্স ডিগ্রি, Advocate, কুম্ভ রাশি, দেবারিগণ, একমাত্র পুত্রের জন্য দাবিহীন, সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব ৩০, পাত্রী চাই। 9475081618, 9434377022. (C/116377)
■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Tech., Railway-তে Grp.-A অফিসার পদে কর্মরত, ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য ঘরোয়া বা চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। 9432076030. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, B.Tech., MBA, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৪৪, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৩, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ৩৭+, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116377)
■ পাত্র Gen. (Divorced), ৩৮/৫'-১০", একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়ি নিবাসী। কলকাতাতে প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত। 8 LPA, (Slg.-Kol. নিয়মিত যাতায়াত আছে)। 23-30'এর মধ্যে সুন্দরী, অবিবাহিত/ডিভোর্সি/বিধবা পাত্রী কাম্য। শুধুমাত্র পাত্রীর অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। মোবাইল ও WhatsApp : 8101338345, 8697366191. (C/116376)
■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩১, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ, নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ রুচিশীল, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116377)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116362)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", B.A., B.Ed., পরমা সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য Govt./প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নেশাহীন, ভদ্র পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/116377)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, ইংলিশ-এ মাস্টার্স পাশ, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. 9C/116377)
■ পাত্রী কুলীন কায়স্থ, 41/5'-5", B.A. Pass, ফর্সা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 6294386264. (C/116378)

■ সম্ভ্রান্ত পরিবার, স্থায়ী চাকরি, MBBS ডাক্তার, সুশ্রী, Slim, ফর্সা, 39/5'-4", ভদ্র, বিনম্র পাত্রীর জন্য সুদর্শন, 40-45'এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, পরিশ্রমী, উপার্জনশীল, সৎ ও নেশাহীন, General Caste যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8240172773. (C/116377)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি, কর্মকার, কায়স্থ, 31/5'-10", B.Tech., WBSEDCL Jr. Eng., পাত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 28 মধ্যে স্বঃ/অসবর্ণ, মানানসই, উত্তরবঙ্গের উপযুক্ত পাত্রী চাই। W/A, M : 9531741641. (C/116723)

■ কায়স্থ, দাস, 39/5'-5", সরকারি চাকরিজীবী (একমাত্র পুত্র)। শিক্ষিকা/সঃ চাঃ পাত্রী কাম্য। (M) 8759573703. (C/116580)
■ 32/5'-5", B.A., ব্যবসায়ী। নিজ বাড়ি, সাহা। শিলিগুড়ি ও নিকটস্থ, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য (সাহা অগ্রগণ্য)। 7 P.M.-10.30 P.M., 8001871079. (C/116584)
■ ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক (গভঃ), 35, সুশ্রী, অদেবারি, অনূর্ধ্বা 30, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই (শিলিঃ, জলঃ অগ্রগণ্য)। (M) 9434233659. (C/116586)
■ কায়স্থ, 41+/5', হাইস্কুল শিক্ষক, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। 8509093479. (C/115882)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 34+/5'-8", ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রী চাই। 9609936062, 9476150551. (C/116592)
■ ব্রাহ্মণ, ৩১/৫'-৩", H.S., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ/বৈদ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7407779864. (A/K)
■ কায়স্থ, 29/5'-7", M.Sc., দেবগণ, নামী MNC-তে কর্মরত। 10-12 লাখ P.A, পাত্রের 22-26, ঘরোয়া/কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9126648129. (C/115885)
■ নমশূদ্র, 37+/5'-7", M.P., ডেকোরেটর শিল্পী পাত্রের জন্য কমপক্ষে M.P., মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া, অসহায় পাত্রী কাম্য। 7477379756. (C/115883)
■ জেঃ, 35/6', M.A. (অসমাপ্ত), একমাত্র পুত্র, ঔষধ ব্যবসা, পাত্রী কাম্য। অভিভাবক ফোন করুন। মোঃ 8145942277. (C/115890)
■ চক্রবর্তী, ভরদ্বাজ গোত্র, 32/5'-10", M.A., বেসরকারি স্কুলে কর্মরত, নিজস্ব সংগীত বিদ্যালয় আছে। এইরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-9832598376, 9734450993. (C/116598)
■ ৪০, কায়স্থ, গভঃ কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9903319516. (K)
■ মালদা, চাঁচল, তিলি, 1991, প্রাথমিক শিক্ষক-2024, 5'-8", চাকরিজীবী অগ্রগণ্য পাত্রী চাই। 9733213124. (C/116600)
■ ব্রাহ্মণ, MBBS, WBHS, MD aspirant, 5'-6"/34+, পাত্রের সুশ্রী, ২৮, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিকমনস্কা পাত্রী চাই। (M) 9474061782. (C/115943)

■ রায়গঞ্জ, দেবনাথ, 33+/5'-7", M.Sc., B.Ed., MB (Cert. Course). HDFC ERGO General Insurance-এ Deputy Manager (Uttar Dinajpur) পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9476282730. (C/116589)
■ পাত্র M.A., 32/5'-8", চৌতল বাড়ি, SC, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। সুদর্শন। ফর্সা, শিক্ষিতা, শান্ত স্বভাবের পাত্রী চাই। Caste no bar. শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8250714019. (C/113502)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯০, স্টেট গভঃ-এর রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত সন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116379)
■ গন্ধবণিক, 29/5'-11", B.Com. পাশ, প্রতিষ্ঠিত বড় ব্যবসায়ী, কাটিহার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলবে। (M) 9905356933, 8527334321. (C/116379)
■ EB, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 40/5'-11", সুদর্শন, 65,000/- PM, 18-34 বছরের সুন্দরী পাত্রী চাই। 8902552680. (C/116714)
■ কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, ক্লাস VIII পাশ, নিজের গাড়ির চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8768076899. (M/M)
■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ডেন্টাল সার্জেন্ট, 39/5'-7", দেবগণ, উক্ত পাত্রের জন্য বয়স 31-এর মধ্যে সাধারণ জাতিভুক্ত সুশ্রী, ফর্সা, স্নাতক, উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : (M) 9434872996, (W) 8389020719 (7 P.M. to 10 P.M.). (C/116378)

মিতালির চাকা কি গড়াবে আর...

২০২২ সালের ১ জুন হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে পুনরায় চালু হয়েছিল মিতালি এক্সপ্রেস। প্রথম দিন মাত্র ১২ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল সৌহার্দ্যের ওই ট্রেন।

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৩১ মে : দীর্ঘ ৫৭ বছরের বিরতির পর ২০২২ সালের ১ জুন হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে পুনরায় চালু হয়েছিল মিতালি এক্সপ্রেস। প্রথম দিন মাত্র ১২ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল সৌহার্দ্যের ওই ট্রেন। এরপর গত বছর ২৯ জুলাই যাত্রী নিয়ে শেষবারের মতো বাংলাদেশের উদ্দেশে পাড়ি দেয় ওই ট্রেন। তারপর থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে খালপাড়া আন্তর্জাতিক সীমান্তের সুদৃশ্য রেলগেট। বর্ষপূর্তির দিনেও প্রকাণ্ড দুটি তালা ঝুলছে ওই গেটে। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল পরিস্থিতি ও প্রতিবেশী দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতির কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে ওই ট্রেন পরিষেবা। তাই ওই গেটের তালা কবে খুলবে সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না। এতেই দ্বিতীয়বারের মতো স্মৃতি হয়ে রয়েছে হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটের যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল। তৃতীয় বর্ষপূর্তির দিনে সেই স্মৃতিচারণা করছেন দুই বাংলার মানুষজন।

হলদিবাড়ির প্রবীণ নাগরিক তথা প্রাক্তন রেলওয়ে ট্র্যাফিক ইনস্পেকটর সত্যরঞ্জন রক্ষিত মিতালি এক্সপ্রেসের কথা শুনতেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'আমি অবিভক্ত বাংলার দুই দেশের ট্রেন চলাচলের যেমন সাক্ষী

তালাবন্ধ খালপাড়ার আন্তর্জাতিক রেলগেট।

ছিলাম, তেমনি মিতালি এক্সপ্রেস চলাচল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই। প্রতিবেশী দুই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধ করে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ও সৌহার্দ্য সুদৃঢ় করতে পুনরায় ওই ট্রেন চালু হোক।' এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমানের কথায়, 'হুজুরের বংশধর সহ উত্তরবঙ্গের অনেকের আত্মীয়স্বজন আজও ওই দেশে রয়েছে। তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য মিতালি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাই পুনরায় ট্রেনটি চালু করা হোক।'

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থান এবং শেখ হাসিনা বিরোধী ওই আন্দোলনের জেরে নিরাপত্তার কারণেই বন্ধ করে দেওয়া হয় দু'দেশের মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী এক্সপ্রেস, বন্ধন এক্সপ্রেস এবং মিতালি এক্সপ্রেস। গত বছর ২৭ জুলাই মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে পৌঁছায়। ট্রেনটি পরদিন ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও গোলমালের পরিস্থিতিতে তা ছেড়ে আসেনি। পরবর্তীতে পাঁচ মাস বাদে ১০ ডিসেম্বর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে খালি ট্রেনটি হলদিবাড়ি স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। সেদিন শেষবারের মতো আন্তর্জাতিক ওই গেটে তালা লাগানো হয়েছিল। তারপর আর সেই তালা খোলার প্রয়োজন হয়নি।

ট্রেন চালু করার ব্যাপারে গত জানুয়ারিতে দিল্লিতে দুই দেশের রেলের আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠক হয়। তাতে অবশ্য সুরাহা মেলেনি। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে ট্রেন পরিষেবা কবে চালু করা কতটা সম্ভব, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। হলদিবাড়ি শহরের বাসিন্দা গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই ট্রেনের প্রথম দিনের যাত্রী ছিলাম আমি। বর্ষপূর্তির দিনে সেই অভিজ্ঞতার কথা খুব মনে পড়ছে।' ট্রেন চলাচলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছিল। আজ সবই অতীত।'

মালদা রেলকে বিশেষ স্বীকৃতি : বিশেষ স্বীকৃতি পেল মালদা ডিআরএম অফিস। পূর্ব রেলের মধ্যে প্রথম এই স্বীকৃতি পেল মালদা বিভাগ। ডিআরএম অফিসের কাজের মান ও পরিষেবা বিবেচনা করে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, আইএসও ৯০০১ : ২০১৫ এবং ফাইভএস অর্জনকারী পূর্ব রেলের মধ্যে প্রথম বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক কার্যালয় হিসেবে মনোনীত হয়েছে মালদা ডিআরএম অফিস। এই উপলক্ষ্যে ডিআরএম অফিসে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শনিবার। আনুষ্ঠানিকভাবে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় মালদা বিভাগের ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্তার হাতে।

State Medical Faculty of West Bengal
14C, Beliaghata Main Road, Kolkata - 700 085
Phone:(033) 2372 0131 & (033) 2372 0181
E-mail: faculty@smfwb.in

Admission to
Para Medical Courses-2025
Session Beginning September, 2025

1. Online applications are invited for admission to **Para Medical Courses** approved by the State Government, will be available from **02-06-2025** to **04-07-2025**. Submission of online application will be closed at midnight of **04-07-2025**. Application Fees for such application form will be Rs. 600/- payable by Debit/Credit Card and Internet Banking.
2. **Eligibility**: (A) Higher Secondary (10+2) Passed with Physics, Chemistry and Biology Individually, or Equivalent Examinations, (B) **Age**: Minimum 17 years as on **31st December, 2025**.
3. For details visit our website : **www.smfwb.in / www.smfwb.formflix.org** from 02.06.2025.

Dated: 28-05-2025 Sd/- Secretary, SMFWB

গর্ত খুঁড়েই দায় শেষ ঠিকাদারের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : সংবাদমাধ্যমের ফোন পেয়ে টনক নড়ল ঠিকাদারের। গতবছর ডিসেম্বরের শেষদিকে ওয়ার্ক অর্ডার বেরোনোর পর ৯০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। ফুরিয়েছে কাজের সময়সীমা। তবুও জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট, অধিকারপল্লি, চতুরাগছ এবং রাজগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় ওয়াটারপ্ল্যান্টের নির্মাণ শুরু হয়নি। কেন শুরু হল না, তা জানতে জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন ও ঠিকাদারি সংস্থার কর্ণধার বিনয় বাজাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। দুজনেই কাজ শুরুর আশ্বাস দেন। তারপর শুক্রবারই রাজীবপাড়ায় কাজে হাত দেন সংস্থার কর্মীরা। এখানে নির্মাণ কবে শেষ হবে, বাকি জায়গায় শুরু হবে কবে-সে ব্যাপারে বিনয়ের সদুত্তর মেলেনি। কিছু মাস আগে কয়েকটি জায়গায় গর্ত খুঁড়ে চলে যান সংস্থার কর্মীরা। তারপর থেকে শুক্রবার অবধি আর কারও দেখা মেলেনি কোথাও।

পুরো কাজের বরাত দেওয়া হয় শিলিগুড়ির ওই ঠিকাদারি সংস্থাকে। এর আগে কাজে টালবাহানার অভিযোগে একই সংস্থাকে 'ব্ল্যাকলিস্ট'-এ নথিভুক্ত করে জেলা পরিষদ। সেই সংস্থাকে কেন ফের বরাত দেওয়া হল? এমন নানা প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

সভাধিপতির কথায়, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে।' ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়ের গলায় বিরক্তির সুর। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'আমি জেলা পরিষদকে চিঠি লিখেছি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে।' অন্যদিকে বিনয়ের সাফাই, 'মাঝে কিছু সমস্যা হয়েছিল, তাই কাজ শুরু করতে দেরি হল।'

গত কয়েকদিনে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেই জল জমেছে ওয়াটারপ্ল্যান্টের জন্য খুঁড়ে রাখা গর্তে। বর্ষা সবে শুরু। আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেতে পারে। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকারপল্লির বাসিন্দা বাপ্পা মোহন্তর আশঙ্কা, 'পাড়ার ভেতরে এক জায়গায় বিশাল গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। জল জমে থাকলে দেখে বোঝার উপায় নেই। বাচ্চারা তো আর এতকিছু মাথায় রাখতে পারে না, খেলতে খেলতে ওদিকে গেলে বড় বিপদ হবে।'

ফুলবাড়ি-২'এর বাসিন্দা রিংকু রায়ের কটাক্ষ, 'জানুয়ারিতে ঘটা করে কাজের শিলান্যাস হল। বলা হয়েছিল, মাস দুয়েকের মধ্যে পরিস্রুত জল পাওয়া যাবে। বাকি সব প্রতিশ্রুতির মতো এটাও বোধহয় চোখে ধুলো দেওয়ার মতো।'

'সামান্য খরচে' এলাহি আয়োজন

৭ কোটির বেশি খরচ মোদির সভায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩১ মে : জার্মান হ্যাংগার দিয়ে মঞ্চ। আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম। জায়গায় জায়গায় জায়েন্ট স্ক্রিন। তিন-তিনটে হেলিপ্যাড। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে জেলাজুড়ে। সভার জাঁকজমক দেখে সবার একটাই প্রশ্ন, সভা করতে খরচ কেমন পড়ল?

প্রতিবছরই প্যারেড গ্রাউন্ডে ডুয়ার্স উৎসব হয়, অনেকসময় রাজনৈতিক বড় সভাও হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সভা যেন আড়ম্বরের দিক দিয়ে সবকিছুকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। খরচ কত হয়েছে, প্রশ্ন করলে অবশ্য সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন না বিজেপির নেতারা। জেলা বিজেপির তরফে দাবি করা হচ্ছে, সভায় খরচ হয়েছে 'সামান্য'। তবে সূত্রের খবর, এই সামান্যটা আসলে সাত কোটি টাকার মতো। আর এই সংখ্যাটা বাড়বে বই কমবে না। তবে সেটা নিশ্চিত করে বলতে চাইছেন না কেউই। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'সভার আয়োজনের বিষয়টি আমরা দেখিনি। দিল্লি থেকে সবটা দেখা হয়েছে। জেলায় গাড়িভাড়া সহ কয়েকটা বিষয় কর্মীরাই দেখেছেন। আমি শুধু সাহায্য করেছি।'

সত্যিই বিজেপির জেলা নেতৃত্ব এই সভার আয়োজনে তেমন ভূমিকা নেয়নি। প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভার আয়োজন করেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড। অন্যান্য খরচও ওই সংস্থার মাধ্যমেই করানো হয় বলে খবর। এছাড়া, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন এজেন্সিকে দিয়ে জনসভার কাজ করিয়েছে। বেশিরভাগ খরচ দিল্লি থেকে এবং রাজ্য বিজেপির মাধ্যমে করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, জার্মান হ্যাংগারের প্রতি স্কোয়ার ফুটের ভাড়া ৫০ টাকা। প্যারেড গ্রাউন্ডের প্রায় সাড়ে ৩

প্যারেড গ্রাউন্ডে তৈরি হয়েছিল এই মঞ্চ।

কোথায় কত

- জার্মান হ্যাংগার লাগাতে খরচ প্রায় দুই কোটি
- ১৫ হাজার মিটার ব্যারিকেড দিতে খরচ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা
- তিন জেলা মিলিয়ে গাড়িভাড়ার খরচও কোটির ঘরে
- পেভার্স ব্লক, হেলিপ্যাড, মাটি, বালি-বজরি, প্লাই ইত্যাদি মিলিয়ে খরচ এক কোটি টাকার মতো
- খাওয়াদাওয়া, হোটেল, জাতীয় পতাকা, মাস্ক, টি-শার্ট, প্ল্যাকার্ড খরচও রয়েছে

লক্ষ স্কোয়ার ফুটে তাহলে খরচ হয়েছে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৫ হাজার মিটার ব্যারিকেড দেওয়া হয়। এক মিটার ব্যারিকেড দেওয়ার ক্ষেত্রে ২০০ টাকা করে দর ঠিক হয়েছিল বলে জানা যায়। সেখানে খরচ হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এছাড়া, কয়েক গাড়ি পেভার্স ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে হেলিপ্যাড। আনা হয়েছিল মাটি, বালি-বজরি, প্লাই। এই সব মিলিয়েও খরচ হয়েছিল এক কোটি টাকার মতো।

এছাড়া, আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, জায়েন্ট স্ক্রিন, ক্যামেরা, আলোকসজ্জা, শতাধিক ফ্লোর স্ট্যান্ড এসি লাগানো হয়েছিল। বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছিল তিন জেলা মিলিয়ে ৩ হাজার গাড়িভাড়া করা হয়েছিল। সেগুলোর ভাড়াও কোটির ঘর ছুঁইছুঁই। এছাড়া খাওয়াদাওয়া, হোটেল খরচ তো রয়েইছে।

জনসভার আগে প্রচারের ক্ষেত্রেও বড় খরচ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারের সভার জন্য ১০ হাজার বিজেপির পতাকা এবং ১০ হাজার জাতীয় পতাকা পাঠানো হয় রাজ্য বিজেপি থেকে। বাজারে দলীয় পতাকার একেকটির দাম ১০ টাকা, জাতীয় পতাকার দাম ২৫ টাকা করে। এছাড়াও মাস্ক, টি-শার্ট, প্ল্যাকার্ডও রয়েছে। শুধু জেলা নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পতাকা, পোস্টারও পাঠানো হয় রাজ্য বিজেপি থেকে। বাকি সব খরচ মেলালে সাত কোটির কম হচ্ছে না একেবারেই। আলিপুরদুয়ার শহরের এক প্রবীণ ডেকোরেটার্স ব্যবসায়ীর কথায়, 'এই খরচ কোটিতে হিসেবে করতে হবে। এরকম আয়োজন আগে আলিপুরদুয়ারে হয়নি।'

জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা)
১৩০০, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কসবা, কলকাতা : ৭০০১০৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের অর্থানুকূল্যে
পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান নিয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মেধাবৃত্তি পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষার তারিখ : ২৪ আগস্ট, ২০২৫ (রবিবার)
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় মোট ৩৪ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে

আবেদন করার সময়সীমা (অনলাইন): ১ জুন থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৫

সফল ছাত্র/ ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি ও বই কেনার অনুদান দিয়ে সম্মানিত করা হবে

- **জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা:** ২০২৫ সালে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৭৫% (সামগ্রিকভাবে)/ সমতুল CGPA মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য।
- **জুনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি:** শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য, যারা ২০২৫ সালে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৭৫% (সামগ্রিকভাবে)/ সমতুল্য CGPA মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পাঠরতা। **জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই এই নির্বাচন করা হবে।**
- **সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা:** যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং মৌলিক বিজ্ঞান (সাম্মানিক)/ বি এস-এম এস/ কারিগরি বিদ্যা/ চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্নাতকস্তরে পাঠরত/ পড়াশোনা করবে।
বিশেষ আকর্ষণ: সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম দশজন ছাত্রী ও প্রথম দশজন ছাত্রকে মেধাবৃত্তি ব্যতীত ল্যাপটপ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।
- **সিনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি:** শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য, যারা ২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং মৌলিক বিজ্ঞান (সাম্মানিক)/ বি এস-এম এস/ কারিগরি বিদ্যা/ চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্নাতকস্তরে পাঠরত/ পড়াশোনা করবে। **সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই এই নির্বাচন করা হবে।**

আবেদন করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন - **www.jbnsts.ac.in**
ই-মেল : **senior-talent-search@jbnsts.ac.in / junior-talent-search@jbnsts.ac.in**
ফোন নং: ০৩৩ ২৪৪২ ৮২৭০/ ২৪৪১ ৭৫৪২/ ৯০৩৮০৪৬৩৪৪

ডিএইচআরের ফিল্ম ফেস্টিভাল

ঘুমে সাতদিনের অনুষ্ঠান

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : বল পয়েন্ট ডুডল, নাচ-গান-আঁকা থেকে আবৃত্তি আর সিনেমা, থাকছে রকমারি আকর্ষণ। প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের জন্য রয়েছে আর্থিক পুরস্কারমূল্যও। সবটাই পর্যটনের স্বার্থে। ফের সামার ফেস্টিভাল আয়োজন করছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। ৮ জুন থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। ঘুমে ভারতের সর্বোচ্চ রেলস্টেশনে বসবে আসর।

এই প্রথম দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ইউনিভার্সাল মোশন আর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল (ধ্রুমা) আয়োজিত হতে চলেছে। সামার ফেস্টিভাল চলাকালীন ১৪ জুন ফিল্ম ফেস্টিভালটি হবে কার্সিয়াংয়ের আরপিএস বয়েজ হাইস্কুলে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন আঞ্চলিক সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত এক ঝাঁক পরিচিত মুখ। এব্যাপারে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'প্রতিবছরের মতো এবারও আমাদের সামার ফেস্টিভাল হবে। উৎসবসূচিতে নতুন সংযোজন

ফিল্ম ফেস্টিভাল, যা ডিএইচআরের ইতিহাসে প্রথম।' রয়েছে ডকুমেন্টারি প্রতিযোগিতাও। আঁকা প্রতিযোগিতা হবে কার্সিয়াংয়ে ডিএইচআরের সদর দপ্তর এলিসিয়া প্যালেসে।

কোভিড ঝড় সামলে উঠতে না উঠতেই ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রেললাইন। দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল টয়ট্রেন পরিষেবা। হতাশ হয়েছিলেন যাত্রী ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বিকল্প হিসেবে ব্রেক জার্নি চালু করলেও সেবার পর্যটকদের মন পায়নি ডিএইচআর। সে কারণে মাঝেমধ্যেই নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং অবধি টয়ট্রেন পরিষেবা বাতিল করতে হচ্ছিল।

বছরদুয়েক আগে উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় ডিএইচআর। পর্যটনের পাশাপাশি পাহাড়ের সংস্কৃতি ও খাবারকে প্রচারের আলোয় আনা ছিল লক্ষ্য। প্রথমবার উইন্টার ফেস্টিভালে ব্যাপক সাড়া মেলে। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটক টানতে ব্যাপক প্রচার চালানো হয় উৎসব চলাকালীন। তারপরই রেকর্ড পরিমাণে আয় বাড়ে রেলের। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, প্রতিবছর এই দুটো উৎসব হবে। সেইমতো চলতি বছরের জুনের ৮ তারিখ থেকে আটদিনব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হতে চলেছে ঘুমে।

> প্রতিবছরের মতো এবারও আমাদের সামার ফেস্টিভাল হবে। উৎসবসূচিতে নতুন সংযোজন ফিল্ম ফেস্টিভাল, যা ডিএইচআরের ইতিহাসে প্রথম।
>
> **ঋষভ চৌধুরী**
> *ডিরেক্টর, ডিএইচআর*

রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি ফের চালু

রায়গঞ্জ, ৩১ মে : প্রায় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর শনিবার নতুন করে চাকা গড়াল রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি জংশন ডিইএমইউ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের। এদিন সকাল ৮টা ৮ মিনিটে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছেড়ে ট্রেনটি রাধিকাপুরে পৌঁছায় সকাল ১১টা ২৬ মিনিটে। ফিরতি পথে ট্রেনটি রাধিকাপুর থেকে রওনা দেয় সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ। গত ২৪ মে থেকে ট্রেনটির চলাচল বন্ধ ছিল। যার জন্য চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের। গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনটি চালু না থাকায় যাত্রীদের মধ্যে রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রেলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, রেক সমস্যার জন্য ট্রেনটি বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে নতুন করে ট্রেনটি চালু হওয়ায় খুশি যাত্রীরা। যদিও ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার নতুন করে কবে চলাচল করবে, তা শনিবারও স্পষ্ট হয়নি।

ডাঃ বিসি রায় কৃতি সম্মান

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : ডাঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২২ মে তাদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডাঃ বিসি রায় কৃতি সম্মান শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ বছর প্রথম এই সম্মান চালু হল। অনুষ্ঠানটি কলেজ ক্যাম্পাসের দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রে আজীবন অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ভিরিঙ্গি টিএন, সুশীল ভট্টাচার্য, পাপিয়া মুখোপাধ্যায় ও কালিমূল হককে সম্মানিত করা হয়। সেইসঙ্গে দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন বোর্ড থেকে ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সঞ্জয় এস পাওয়ার।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বিসি রায় সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক তরুণ ভট্টাচার্য, সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক সৈকত মিত্র প্রমুখ।

ডাইনি অপবাদে বিবস্ত্র করে মারধর

আশ্রয় দেওয়ায় মেয়ে, নাতিকে বিতাড়ণ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩১ মে : ডাইনি অপবাদে এক বিধবা আদিবাসী বৃদ্ধাকে বেধড়ক মারধর করল গ্রামবাসীরা। শুক্রবার রাতে জোর করে বাড়িতে ঢুকে, মারধর করতে করতে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে টেনেহিঁচড়ে গ্রামের বাইরে একটি ফাঁকা মাঠে ফেলে আসা হয়। তাঁকে আশ্রয় দেওয়ায় তাঁর বিধবা মেয়ে ও নাবালক নাতিকেও গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামে ফিরলে তাঁদের জীবন্ত জ্বালিয়ে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে অভিযুক্তরা।

প্রাণভয়ে চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালডাঙ্গা এলাকা থেকে ২৬ কিলোমিটার হেঁটে গভীর রাতে বালুরঘাট শহরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছান নির্যাতিতারা। গ্রামের লোককে খেপিয়ে তুলে ওই অভিযুক্তরা তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করছে বলেও এদিন অভিযোগ করেছেন ওই বৃদ্ধা। গত বছর জুন মাসেও তাঁর ওপর হামলা হয়েছিল। তবে সেই সময় পুলিশ ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের সালিশিতে মেটে। কিন্তু এবার মারধর করে গ্রামছাড়া করে দেওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। শনিবার বিকেলে নির্যাতিতা বৃদ্ধা বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট থানার চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোবরা শামপুর এলাকার বাসিন্দা মেরি হাঁসদা তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে বিধবা মেয়ের বাড়িতেই থাকতেন। ওই বৃদ্ধা পূজার্চনা করেন বলে গ্রামের কয়েকজন তাঁকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এর আগে বিষয়টি নিয়ে গ্রামে সালিশি সভাও হয়েছিল। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ চালাতে থাকে বলে অভিযোগ। গতকাল রাতে জোর করে বাড়িতে ঢুকে ওই মহিলাকে টেনেহিঁচড়ে, বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়। তাঁকে ও তাঁর বিধবা মেয়েকেও গ্রামছাড়া করা হয়।

মেরি হাঁসদার দাবি, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে নির্যাতন করে যাচ্ছে। আমাকে ওই গ্রামে থাকতেই দেবে না। তাই ওরা গ্রামের মানুষকে খেপিয়ে তুলছে। আমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করেই বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছি।

বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখে, যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।' পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বালুরঘাট ব্লক সম্পাদক সুবীর দে বলেন, 'ডাইনি অপবাদ একেবারে কুসংস্কার। পারিবারিক বা গ্রাম্য বিবাদে অনেকে এই ধরনের কুসংস্কারকে হাতিয়ার করে। কিছু গুনিন বা মাতব্বররা তাতে মদত দেয়। আমরা এর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে সারা বছরই সচেতনতা প্রচার চালাই। গ্রামে যাতে এই ধরনের কুসংস্কার না ছড়ায়, তা নিয়ে ফের সচেতন করা হবে।'

চলবে দুটি সামার স্পেশাল

মালদা, ৩১ মে : গ্রীষ্মকালে যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি এবং মালদা টাউন স্টেশন থেকে আনন্দবিহার পর্যন্ত দুটি সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। বিজ্ঞপ্তি জারি করে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ০৩০২৭ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি সামার স্পেশাল ৪ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহের বুধবার হাওড়া থেকে ছাড়বে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে। বৃহস্পতিবার সেটি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাবে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে। অন্যদিকে, ০৩০২৮ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া সামার স্পেশাল ৩ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। এবং তা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাবে রাত ১২টা ১০ মিনিটে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ডেমু শেড এবং প্রশাসনিক ভবনের হাউসকিপিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১১/মেক/ডেমু/এসজিইউজে/কেমইয়ার/হাউসকিপিংডেমু/২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : ০৩ (তিন) বছরের জন্য ডেমু শেড এবং প্রশাসনিক ভবনের হাউসকিপিং। টেন্ডার মূল্য: ৮৫,৯৪,১৭৩.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৭১,৯৭০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-০৬-২০২৫ তারিখের ১৮.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৮-০৬-২০২৫ তারিখের ১৮.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই/ডেমু, শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/০৬, ০৭ ও ০৮, তারিখঃ ২৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.: এপি-এসটি-০৬-২০২৫-২৬; কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের লেভেল ক্রসিং গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা এবং তার নেটওয়ার্কিং। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,০০,১৯,৩২৮.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,০০,১০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ২। ই-টেন্ডার নং.: এপি-এসটি-০৭-২০২৫-২৬; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে পুরানো সংস্করণ আইপিএস (ভিইআর ২০০৪) এর সাথে সর্বশেষ সংস্করণের প্রতিস্থাপন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,১৫,৬৬,০৪১.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,০৭,৮০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ৩। ই-টেন্ডার নং.: এপি-এসটি-০৮-২০২৫-২৬; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এসএসই/এস/ আইসি/নিউ মালগুড়ি সেকশনের অধীনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ।। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮২,১৬,৬৩৪.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৪১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৫-০৬-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

কেমন কাটবে **পরশুরামের** জামাইষষ্ঠী? রাত ৮.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ফিরিয়ে দাও, দুপুর ১.০০ শুভদৃষ্টি, বিকেল ৪.০০ সঙ্গী, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ বিবাহ অভিযান, ১.০০ শত্রু ধ্বংস
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ জামাই ৪২০, বিকেল ৩.৪৫ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৬.৪৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ৯.৪৫ হিরোগিরি
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পবিত্র পাপী, দুপুর ১.৩০ পূজা, বিকেল ৪.৩০ বদনাম, রাত ৯.৩০ চৌধুরী পরিবার, ১.৩০ বাবার নাম গান্ধিজি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
জি সিনেমা : সকাল ১০.৫০ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, দুপুর ১.৪০ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১৭ খুঁখার, সন্ধে ৭.৫০ সিম্বা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ স্যামি-টু, দুপুর ২.০৬ লাডলা, বিকেল ৪.৫২ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.৩০ সূরয়া
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১২ কার্তিক কলিং কার্তিক, ২.৩১ নাম শবানা, বিকেল ৫.০৪ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৭.০৬ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ তুফান
স্টার মুভিজ : দুপুর ২.৩০ ফ্রি গাই, বিকেল ৫.৪৫ জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ, সন্ধে ৭.১৫ গডজিলা ভার্সেস কং, রাত ১১.৩০ ব্ল্যাক প্যান্থার

জামাইষষ্ঠী স্পেশাল

ঘরজামাই
দুপুর ২.০০ কালার্স বাংলা

জামাই ৪২০ দুপুর ১.০০
জলসা মুভিজ

জামাইবাবু বিকেল ৩.০৫
আকাশ আট

হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য চেম্বার অফ সিক্রেটস
দুপুর ১২.০০ এবং রাত ৯.০০ স্টার মুভিজ

তেরোটি ট্রেনের কিছু স্টেশনে সংশোধিত সময়সূচী

নিম্নলিখিত তেরোটি ট্রেনের সময়সূচী সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে নিম্নরূপে সংশোধিত হবেঃ-

ট্রেন নং. এবং নাম	স্টেশন	সংশোধিত সময়সূচী পৌঁছবে	সংশোধিত সময়সূচী ছাড়বে
১৫৭২১ দীঘা-নিউ জলপাইগুড়ি পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বারসোই	০৫.১৫	০৫.১৭
	কিষাণগঞ্জ	০৬.১০	০৬.১২
১২৩৪৩ শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	কিষাণগঞ্জ	০৬.১৫	০৬.১৭
	নিউ জলপাইগুড়ি	০৭.৫০	০৮.০৫
	জলপাইগুড়ি	০৮.৪৫	০৮.৪৭
১৩১৬৩ শিয়ালদহ-সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (ভায়া মালদা) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	একলাখি	০৪.৫৫	০৪.৫৭
	সামসী	০৫.১০	০৫.১২
	ভালুকা রোড	০৫.২৩	০৫.২৫
	হরিশচন্দ্রপুর	০৫.৩৫	০৫.৩৭
	কুমেদপুর	০৫.৫৮	০৬.০০
	লাভা	০৬.১০	০৬.১২
	কাটিহার জং.	০৭.১৫	০৭.৩০
১৩১৬৯ শিয়ালদহ-সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (ভায়া পূর্ণিয়া) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	একলাখি	০৪.৫৫	০৪.৫৭
	সামসী	০৫.১০	০৫.১২
	ভালুকা রোড	০৫.২৩	০৫.২৫
	হরিশচন্দ্রপুর	০৫.৩৫	০৫.৩৭
	কুমেদপুর	০৫.৫০	০৫.৫২
	লাভা	০৬.১০	০৬.১২
	কাটিহার জং.	০৭.১৫	০৭.৩০
১৩১৪৭ শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	সামসী	০২.৪৮	০২.৫০
	কুমেদপুর	০৩.১৩	০৩.১৫
	আজমনগর রোড	০৩.৩০	০৩.৩২
১৩১৪৯ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	ভালুকা রোড	০৩.৪৫	০৩.৪৭
	হরিশচন্দ্রপুর	০৩.৫৮	০৪.০০
	বারসোই	০৪.৩০	০৪.৩২
১৫৬৫৭ দিল্লী-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	সামসী	০০.১৩	০০.১৫
	বারসোই	০১.০৫	০১.০৭
১৫৯৫৯ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস (ভায়া গুয়াহাটি)(যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	সামসী	০১.৫৩	০১.৫৫
	হরিশচন্দ্রপুর	০২.১২	০২.১৪
১৫৯৬১ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস (ভায়া রাঙ্গাপাড়া নর্থ)(যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	হরিশচন্দ্রপুর	০২.১২	০২.১৪
১৩১৪৫ কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	সামসী	০৩.০৮	০৩.১০
	ভালুকা রোড	০৩.২১	০৩.২৩
	হরিশচন্দ্রপুর	০৩.৩৩	০৩.৩৫
	বারসোই	০৪.০৮	০৪.১৩
১২০৪১ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বারসোই	২০.৩০	২০.৩১
১৩১৪৮ বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	নিউ জলপাইগুড়ি	১৭.৩০	১৭.৪০
	আলুয়াবাড়ী রোড	১৮.২৩	১৮.২৫
১৩১৫৯ কলকাতা-যোগবানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর)	সামসী	০৫.২৩	০৫.২৫
	হরিশচন্দ্রপুর	০৫.৫০	০৫.৫২

দ্রষ্টব্যঃ এই ট্রেনগুলির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুষ্কৃতীরা সব তৃণমূলের আশ্রয়ে : সুভাষিণী

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়িতে এসেছেন সংগঠনের সহ সভাপতি সুভাষিণী আলি। অধিবেশন শেষে এই সিপিএম নেত্রী রাজ্যে মহিলাদের বর্তমান পরিস্থিতি সহ নানা বিষয়ে মতামত তুলে ধরলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি পূর্ণেন্দু সরকারের কাছে।

প্রশ্ন : বাম আমলের তুলনায় তৃণমূল শাসনে রাজ্যে মহিলাদের পরিস্থিতি কি ভালো?

উত্তর : এই রাজ্যে বাম আমলে যে একেবারে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিখুঁত ছিল তা বলব না। তবে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বদমাস, দুষ্কৃতী, ধর্ষকদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাই মহিলাদের উপর নির্যাতন বাড়ছে।

প্রশ্ন : আরজি কর-এর মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন নিয়ে কি বলবেন?

উত্তর : সিভিক পুলিশকে শিখণ্ডী করে বড় মাথাদের আড়াল করা হয়েছে। এখনও স্বাস্থ্যকর্তা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরজি করের ঘটনা সংগঠিত অপরাধ। এই ধরনের সংগঠিত অপরাধ যারা করছে তাদের মদত দিচ্ছে রাজ্যের সরকার।

প্রশ্ন : আরজি কর নিয়ে বিরোধীরা প্রতিবাদে স্বক্রিয় ছিল। কি বলবেন?

উত্তর : এই রাজ্যে আর জি করের ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তুলোধনা করেছিল বিজেপি।অথচ দিল্লির এইমসে আন্দোলনকারি চিকিৎসকদের গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছিল সরকার। বিজেপির দ্বৈত চরিত্র ছিল আরজি কর নিয়ে।

প্রশ্ন : স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিবেশ কি অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে?

সুভাষিণী আলি, নেত্রী, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি।

উত্তর : এই রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের একাংশে অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়ে গিয়েছে। সরকারি হাসপাতালের ওষুধ বাইরে বিক্রি হচ্ছে। ব্যবহৃত ইনজেকশন পুনরায় ব্যবহার হচ্ছে। মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টি সহ অন্যান্য রোগ বাড়ছে।

প্রশ্ন : কিন্তু মহিলাদের কাছে তো মুখ্যমন্ত্রী প্রিয়। কারণ কি শুধুই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার?

উত্তর : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তৃণমূলের ভোট ব্যাংক বাড়ানোর চমক মাত্র। মনে রাখতে হবে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নিয়েও অনেক মহিলাই তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছেন না।

প্রশ্ন : অপারেশন সিঁদুর দিয়ে কী মোদি মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন?

উত্তর : অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের পাকিস্থানে জঙ্গীঘাঁটি ধংস করার ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু কীভাবে জঙ্গিরা কাশ্মীরে ঢুকল? ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলে পহলগামের ঘটনা ঘটত না। আজ সেনাবাহিনীর সোফিয়া কুরেশীকে নিয়ে বিজেপির মন্ত্রী কোন সাহসে বলেন যে পাকিস্থানের জঙ্গিদের বোন কুরেশী। কেন বিজেপির সেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দল কড়া পদক্ষেপ করল না? বিজেপি সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করছে তা আমজনতা বুঝে গিয়েছে।

শিক্ষা/দীক্ষা

■ দ্রুত ও সহজে L.L.B (3 years) পাশ করুন পেশাগত শিক্ষা সহ। M-96419-27520. (C/116705)

শিক্ষা

■ Private tutor of legal studies (CBSE 11-12) All law subjects. Siliguri : 9832302513 (WhatsApp) 8918567998. (K)

টিউশন

■ CBSE, ICSE, 5-6 (all-sub), 7-10 (Eng, Beng. S.st etc.) 11-12 (Eng, Beng, Hist, Pol Sc.) by Exp. Tcr. (M.A.-Triple, B.Ed.) Slg. M-9564244215. (C/116380)

স্পোকেন ইংলিশ

■ একটি মাত্র বই পড়ে ও চর্চা করে ৩ মাসে নির্ভুল ইংরেজি শেখো, স্বচ্ছন্দে বলো। ডাকযোগে/ক্লাসে। M-9733565180, শিলিগুড়ি। (C/116379)

অ্যাফিডেভিট

■ আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 63 2015 0959439 নাম ভুল থাকায় গত 28.05.25, সদর কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sushanta Barman এবং Susanta Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ছাট গুড়িয়াহাটি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115946)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/116378)

চিকিৎসা

■ পাইলস/অর্শ-গোড়া থেকে নির্মূল মাত্র 7/15 দিনেই। (প্রাচীন আয়ুর্বেদিক) ডাঃ পি মণ্ডল - 9433183487. (C/116374)

বিনামূল্যে চিকিৎসা

■ বোধিস পলিক্লিনিক, বিধান রোড, শিলিগুড়ি, ৮ই জুন আয়োজন করছে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির। উপস্থিত থাকবেন অভিজ্ঞ ফিজিশিয়ান, গাইনিকলজিস্ট, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং দন্ত চিকিৎসক। ফোন : 9614655466.

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

■ 2 BHK 920 Sq.ft ও 3 BHK 1080 sq.ft. 1st floor গ্যারাজ সহ Flat বিক্রয়। বিদ্যাপীঠ রোড, Lake Town, Siliguri. M : 9064773518. (C/116571)

■ শিলিগুড়ি, সুকান্তপল্লিতে নিজস্ব বাড়ির 3rd ফ্লোরে 840 sft, 2 BHK নতুন ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয়। মূল্য সাক্ষাতে। M : 9832463171. (C/113496)

■ ফাটাপুকুর সারদামণি হাইস্কুল সংলগ্ন ফোরলেনের ধারে দু'বিঘার একটি জমি অতিসত্বর বিক্রয় হইবে। M : 9547776058. (C/115874)

■ Flat for sale 2 BHK, 3rd floor, 960 sq.ft E.V. Pally, near Friends Union Club. M : 6294594693 /9434059042. (C/116593)

■ লেকটাউনে ৩ কাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। দাম- 1.3 Cr. দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 8927208668. (C/116716)

■ 60 (Sixty) Katha land at Dagapur (NH-55) on sale opp. Hyundai Show Room, H.C. Road, Siliguri. M : 9733001666. E-mail: slgpksimpex@gmail.com (C/116375)

■ 3 BHK flat for sale at Saktigarh. Siliguri. M : 9832011433. (C/116376)

বিক্রয়

■ হাকিমপাড়া, শিলিগুড়িতে থার্ডফ্লোরে 850 বর্গফুটের একটি সুসজ্জিত ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। M : 7501424162. (C/116580)

■ শিবমন্দির B.Ed. কলেজের নিকট 3 কাঠা জমির উপর 3 তলা বাড়ির নীচতলা সত্বর বিক্রয়। 98324-03595. (C/116372)

■ শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটের নিকট তিলক রোডের পুরোনো বাড়ি সহ ২ কাঠা 1.75 ছটাক জমি অতিসত্বর বিক্রয় হইবে। দাম 1.5 কোটি। M : 6294433198. (C/116378)

■ 10 katha property with boundary wall, steel gate, electric connection for immedidate sale at Radhajote (Rangapani). Contact 7318755638. (C/116709)

■ আমবাড়ি ব্যারেজ মেইন রোডে প্রাচীর দেওয়া এক বিঘা জমি সত্বর বিক্রয়। Mob : 7001610826, শিলিগুড়ি। (C/116376)

■ শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ১০ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেইন রাস্তার ওপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেইন, পার্মানেন্ট সোলার লাইট, পুরো জমিতে সম্পূর্ণ বাউন্ডারি করে জমি বিক্রয় করা হচ্ছে 93324-92359. (C/116378)

■ Good condition Wagon R (2018) for sale. Tax-2028. M : 7001373985. (C/116376)

■ Brand new condition Maruti S-Presso (Red), Private. Fixed 3.5 lac, (46000KM) WB72Z7450. Cell -9733031366. (C/116378)

আয়া/সেবিকা

■ বাচ্চা/রোগীর যত্নের জন্য দিন/রাতের অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আয়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 'আরোগ্যালয়'। M: 9832332028. (C/116719)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ স্ক্যাবার প্যাড উপলব্ধ- কমদামে কিনে বেশি লাভে বেচুন, কিনুন- বেচুন নিজেই করুন। (মোঃ) ৮০১৬৩২১২০৬- শিলিগুড়ি। (C/116711)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 27/9, অরুণাচল 26/9, রাজস্থান 8/10, হিমাচল+অমৃতসর 8/10, কেরল10/10, গুজরাট 17/11, থ্যাইল্যান্ড 28/9, ভিয়েতনাম 5/11, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

আইন/আদালত

■ ব্যাংক/সিভিল/ক্রিমিনাল ও অন্যান্য আইনগত সমস্যায় সুরাহা পেতে যোগাযোগ-96419-27520. (C/116704)

ভাড়া

■ 50,000 SQFT (Fifty) Warehouse available on rent at Dagapur (NH-55) Opp : Hyundai Showroom, H.C. Road, Siliguri. (M) 9733001666, E-mail-slgpksimpex@gmail.com (C/-116375)

কর্মখালি

■ জলপাইগুড়ি আনন্দম স্কুলে স্থানীয় পুরুষ অফিস কর্মী চাই। ডিউটি ঃ 9AM - 6 PM. W/AP CV - 7407452164.(C/116595)

■ E-commerce কোম্পানিতে কমপক্ষে ২-৩ বছরের Last-mile Operation-এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ প্রার্থী চাই। উপযুক্ত দক্ষতার সাথে Administration এবং Manpower সামলানো এবং নতুন DA আনার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এরিয়া ঃ সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। আয় ঃ কমপক্ষে 16000+PF+ESI এবং ৬ লাখ টাকার Insurance-এর সুবিধা। যোগ্যতা ঃ স্নাতক। বয়স ঃ ২৪-৩০। যোগাযোগ ঃ hr.support@zodiacexpress.com. 9830043270, 9830741640. (K)

■ প্রসিদ্ধ হোম অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানি 'কুচিনাতে' শিলিগুড়ি, শিবমন্দির, জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চের জন্য ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ পদে লোক নেওয়া হবে। যোগ্যতামান 12 পাশ। কাজ শিখিয়ে নেওয়া হবে। Fixed Salary 10,000/-। ফ্রি-তে থাকার + খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। Extra Sale কমিশন, বোনাস, মেডিকেল ইত্যাদি দেওয়া হবে। Ph : 8170033133. (ফোন করুন 10 A.M. to 7 P.M. -এর মধ্যে) (C/116377)

■ Need Experience Accountant having Tally knowledge with 5 yrs Experience for Siliguri. 9476294702. (C/116376)

■ Urgent requirement for Painter, Service Advisor for Bodyshop/Mechanical. Siliguri, 9832047445.(C/116725)

কর্মখালি

■ ম্যাট্রিমনি প্রতিষ্ঠানে telecaller -এর জন্য যোগ্য মেয়ে চাই। কেবলমাত্র যাঁরা কাজ করতে চান তাঁরাই যোগাযোগ করবেন। 9635924555. (C/116377)

VACANCY FOR WAITER / HOUSEKEEPING STAFF

■ Interview everyday.Time 11 A.M. - 1 P.M. Adress Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph : 9083536619.(C/116382)

Delhi Public School

■ (DPS- Dooars) Walk In Interview for the post: PGT: English & Economics, TGT: English & Mathematics, MP Ed. PRT: English & Math, Date : 8.06.2025, Time: 10 A.M. to 1.30 P.M., Venue : DPS Dooars Campus, Ethelbari, Alipurduar. You are required to bring along handwritten application, complete bio-data and photocopies of all marksheets. -Principle.

অফিস বয় চাই

■ শিলিগুড়িতে নামী অফিসে লোকাল ছেলে চাই। বেতন 15000/- to 17000/-, নিজস্ব টুহুইলার আবশ্যক। ইন্টারভিউ সোমবার 02/06, 4 P.M to 6 P.M যোগাযোগ ঃ প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (C/116377)

কর্মখালি

■ Salesman with Bike, Driver and Computer Staff for Siliguri, Lodging available. 9144433325. (C/116378)

■ School Vacancy in Gangtok 1. Librarian, 2. PE Teacher, 3. Admin Staff. Email : sakhaacademicfoundation@gmail.com(C/116378)

■ কম্পিউটারে বেসিক জানা কোচবিহার শহরের ডিজিটাল প্রিন্টিং-এর দোকানে কাজের জন্য ছেলে চাই। M : 8101630083. (C/115947)

■ Wanted graduate Sr. Civil engineers for periodical road inspection jobs at Sikkim by a Guwahati based consultancy firm. For details please contact : 8638012496. (K)

Requirement of Teacher

■ At MGM Sr. Secondary School Saharghat Madhubani Bihar,Regd. No. 83/14. Application for Librarian, PTI, Wellness teacher(M.A Psychology) with B.Ed, special educator (B.Ed Special), Principle (M.A. + B.Ed with min, 5year experience), PGT, TGT, D.EL.Ed with English, Hindi, SST Phy, Chem, Bio, & Math. Exp. 2 year and above. Cont. 9199944230, 7903179796, 9800203840. (C/116377)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিঁদুরে মামলা

হুগলির চুঁচুড়ায় কর্তব্যরত মহিলা পুলিশকর্মীদের সিঁদুর পরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করল চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

ধৃত ছাত্রী

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পোস্টে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য গুরুগ্রাম থেকে শর্মিষ্ঠা পানোলি নামে এক আইন ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। শনিবার তাকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়।

বিপাকে কৌস্তভ

প্রয়াত দীপক ঘোষের লেখা বইয়ের প্রসঙ্গ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা আক্রমণ করার অভিযোগে বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল।

বাড়িতে হাত

তৃণমূল ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত সিংয়ের বেআইনি বাড়ি ভাঙতে ই-টেন্ডার ডাকল কামারহাটি পুরসভা। সম্প্রতি আদালত প্রাসাদসম ওই বাড়িটি দ্রুত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল।

তিন দফায় নথি যাচাই পরীক্ষায়

নিয়োগে পুলিশের সাহায্য চেয়ে চিঠি এসএসসি'র

কলকাতা, ৩১ মে : নতুন নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকেই স্বচ্ছভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনার কথা ভাবছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। উদ্দেশ্য, স্বচ্ছতা বজায় রাখা। এবার চাকরিপ্রার্থীদের নথি ও শংসাপত্র পরীক্ষায় বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে এসএসসি। দফায় দফায় এসএসসি ভবনের সামনে ঘেরাও কর্মসূচি এড়াতে চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার রাজ্য পুলিশকে চিঠি পাঠিয়েছেন। আবেদন করেছেন এসএসসি কার্যালয় পুনরায় সচল করার। তাছাড়া ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে ভারসাম্য আনতে রাজ্য সরকার ১৯৩ জন শিক্ষকের বদলির অনুমোদন পাঠিয়েছে এসএসসিকে। এবার বদলি হবে জেলাভিত্তিক।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, চাকরিপ্রার্থীদের নথি তিনটি পর্যায়ে পরীক্ষা করবে এসএসসি। অনলাইনে আবেদন করার পর প্রথম পর্যায়ে তাঁদের নথি পরীক্ষা করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ইন্টারভিউয়ের সময় পরীক্ষার্থীদের নথির ভেরিফিকেশন করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে কাউন্সেলিংয়ের সময়। বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হবে ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও। দফায় দফায় চাকরিহারাদের বিক্ষোভের ফলে কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছিল এসএসসি অফিসে ঢোকার এবং বেরোনোর দরজা। তা পুনরায় সচল করার অনুরোধ জানিয়ে রাজ্য পুলিশকে চিঠি পাঠিয়েছেন এসএসসি চেয়ারম্যান। অফিসের কর্মচারীদের কাজে অসুবিধা না ঘটার অনুরোধও জানানো হয়েছে চিঠিতে। এমনকি বিগত এক মাস ধরে অবস্থান বিক্ষোভের কারণে দপ্তরমুখী হচ্ছেন না সিদ্ধার্থ। তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা সংক্রান্ত বহু কাজ। তাই নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে এসএসসি দপ্তরের কোনও অসুবিধা যাতে না হয়, সেই মর্মেই তিনি রাজ্য পুলিশকে চিঠি পাঠিয়েছেন।

চলতি বছরের এপ্রিলে শিক্ষকদের 'সারপ্লাস ট্রান্সফার'-এর আওতাধীন বদলি প্রক্রিয়ার নির্দেশিকা প্রত্যাহার করেছিল রাজ্য। বৃহস্পতিবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির পর রাজ্য সরকার প্রথম দফায় ১৯৩ জন শিক্ষকের নামে নতুন করে বদলির অনুমোদন পাঠিয়েছে এসএসসিকে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, এবার বদলি এক জেলা থেকে অন্য জেলায় হবে। এর আগে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রশাসনিক বদলির নামে দূরবর্তী স্থানে বদলি করা এবং স্বাস্থ্যজনিত কারণে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার বদলির আবেদন খারিজ করা নিয়ে বহু অভিযোগ জমা পড়েছিল শিক্ষা দপ্তরে। তাঁরা সরকারের কাছে জেলাভিত্তিক বদলি চালুর আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আর্জি মেনেই রাজ্য সরকার এবার নতুন করে ১০০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার বদলির তালিকা তৈরি করেছে।

শনিবার চাকরিহারাদের ওপর অমানবিক পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে কোচবিহার জেলায় ধিক্কার মিছিল হয়। রবিবার কলকাতায় থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি শনিবার রাতেই পৌঁছে গিয়েছেন। শাহি সফরের দিন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ধিক্কার মিছিলের ডাক দিয়েও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। জামাইষষ্ঠীর দিন রাস্তাঘাটে মিছিলের কারণে যাতে কাউকে অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেজন্য এই সিদ্ধান্ত বদল।

বাড়তি সতর্কতা

- অনলাইনে আবেদনের পর প্রথম পর্যায়ে নথি পরীক্ষা করা হবে
- ইন্টারভিউয়ের সময় দ্বিতীয় পর্যায়ে নথির ভেরিফিকেশন করা হবে
- তৃতীয় পর্যায়ের ভেরিফিকেশন হবে কাউন্সেলিংয়ের সময়
- বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হবে ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও

আলু উৎপাদনে পেরুর সংস্থার সঙ্গে চুক্তি

কলকাতা, ৩১ মে : ভাইরাসমুক্ত বীজ আলু উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে চায় রাজ্য। এই নিয়ে পেরুর আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের চুক্তি হয়েছে। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ির মোহিতনগর, কৃষ্ণনগর, আনন্দপুরে গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এতদিন পঞ্জাবের বীজ আলুর ওপরে নির্ভর করতে হত বাংলার কৃষকদের। এখন স্বনির্ভর হতে চাইছে রাজ্য। গবেষণা কেন্দ্র তৈরি ও পেরুর গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বীজ আলু উৎপাদন হলে এই নির্ভরতা কমবে বলে মনে করছে নবান্ন।

আলু উৎপাদনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় আলু গবেষণা কেন্দ্র ও ২০২৪ সালের পেরুর আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের হাত ধরে উৎপাদন শুরু করেছে। টিস্যু কালচার সহ নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বীজ তৈরি করছে রাজ্যের গবেষণা কেন্দ্রগুলি। বিভিন্ন প্রজাতির আলু বীজ উৎপাদন করা

স্বনির্ভরতার লক্ষ্য রাজ্যের

হচ্ছে। সূত্রের খবর, অনেক সময় নিয়ম না জেনে পঞ্জাবের সাধারণ আলুকে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ফলে অধিক ফসল ফলানোর জন্য সার ও ওষুধের জন্য খরচ বাড়ছে। এতে আর্থিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা রয়েছে।

২০১৭ সালে সিমলার কেন্দ্রীয় আলু গবেষণা ইনস্টিটিউট বা সিপিআরআই-এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তি হয়েছিল। সেখানে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নতুন পদ্ধতিতে বীজ আলু উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। তাই পেরুর সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে রাজ্য। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলুর চারার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে সেই চারাগুলি দিয়ে বিভিন্ন সমবায়, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও এফপিও'র মাধ্যমে উন্নত বীজ আলু তৈরির চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য। সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে শংসাপত্রের মাধ্যমে বীজ তৈরি হচ্ছে। কৃষকদের জন্য অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। সেই অ্যাপের মাধ্যমে আলুর বীজ তৈরিতে প্রযুক্তিগত সাহায্য পাবেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পেরুর ওই সংস্থা ভাইরাসমুক্ত আলুর বীজ তৈরি করে। এপিকাল রুটেড কাটিং পদ্ধতিতে দ্রুত বীজ তৈরি করা যায়। শেকড় কেটে কেটে বীজ তৈরি হবে। এই সিস্টেমে কাজ করলে আমাদের ধারণা ২০৩০ সালের মধ্যে আর বাইরে থেকে বীজ আনতে হবে না।'

কলকাতায় শা, আজ সাংগঠনিক সভায় বুদ্ধিজীবীদের ডাক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ মে : '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে, রাজ্য বিজেপির সংগঠন নিয়ে কী বার্তা দেন অমিত শা, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। রবিবার নেতাজি ইন্ডোরে সাংগঠনিক সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দু-দিন আগেই উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে বাংলায় '২৬-এর বিধানসভা ভোটের রাজনৈতিক দিকনির্দেশ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার দু-দিন পরেই কলকাতায় সাংগঠনিক সভা করতে এলেন অমিত। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির নেতা-কর্মীদের কাছে এই সভা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মূলত দুটি বিষয়ে অমিত শা কী বার্তা দেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। প্রথমত পরবর্তী রাজ্য বিজেপির সভাপতি নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়ে রয়েছে, সেই বিষয়ে শা কী বলেন তা নিয়ে দলের সকলে উদগ্রীব। উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে রাজ্যের সরকারকে নির্মম সরকার, দুর্নীতি ও তুষ্টিকরণের অভিযোগে বিঁধলেও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সেভাবে আক্রমণাত্মক হতে দেখা যায়নি মোদিকে। বিরোধীদের সেটিং অভিযোগের আবহে এবার শা কলকাতার সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেককে নিশানা করেন কি না সেই দিকেও নজর রয়েছে দলের নেতা-কর্মীদের।

রবিবার নেতাজি ইন্ডোরে দলের সাংগঠনিক সভায় মণ্ডল স্তর থেকে শুরু করে রাজ্যের পদাধিকারী ও সাংসদ, বিধায়করা যোগ দেবেন। সাকুল্যে সংখ্যাটা হাজার পাঁচেক হতে পারে। তার সঙ্গে বিশেষ আমন্ত্রিত ও এবং বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজের একাংশও থাকবেন। সাম্প্রতিককালে দলের মণ্ডল স্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের নিয়ে এত বড় মাপের সভা করেননি শা। এরই মধ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ ও সাংগঠনিক নির্বাচনের জেরে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সংগঠন কার্যত দিশাহীন। '২৬-এর ভোটের আগে রবিবারের সভা থেকে দলের নীচুতলার সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে বার্তা দিতে পারেন শা। তার ইঙ্গিতও এদিন পাওয়া গিয়েছে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কথায়। শা-র সভা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এদিন সুকান্ত বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর পর এবার অমিত শা-র সভাকে ঘিরে কর্মীরা উৎসাহে ফুটছে।'

দিলীপ ব্রাত্যই

কলকাতা, ৩১ মে : আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার পর এবার অমিতের সভাতেও ব্রাত্য রইলেন দিলীপ।

শনিবার প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়ে দিলীপ বললেন, 'ওখানে হাজার দশেক নেতাকে ডেকেছে। তার বাইরে দলের ১০ লাখ নেতা-কর্মী আছেন। তাঁদের মতো আমিও টিভিতে দেখব।' সাংবাদিকদের প্রশ্নে দিলীপ বলেন, 'বড় নেতারা না ডাকলে আমি যাই না। আমার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁদের দরকার পড়লে তাঁরা ডাকেন। আমার কাজ তাঁদের নির্দেশ পালন করা। এইটুকুই।'

আন্তর্জাতিক তামাক বিরোধী দিবসে ধর্মতলায় সচেতনতা প্রচার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কালীগঞ্জ থেকেই জোটের পথ প্রশস্ত

কলকাতা, ৩১ মে : কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে কাবিলউদ্দিন শেখকে প্রার্থী করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাতে সমর্থন রয়েছে বামেদের। এতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তাদের জোটের রাস্তা প্রশস্ত হল বলেই মনে করছে দুই পক্ষ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে শুভঙ্কর সরকার দায়িত্ব পাওয়ার পর এই প্রথম কোনও নির্বাচনে জোট হয়েছে দুই পক্ষের। আগামী বছর নির্বাচনের আগে এই সমঝোতা আগামীর ইঙ্গিত বলেই মনে করছে অনেকে। প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের একাংশের মত, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বজায় রাখতে বামেদের হাত ধরাই শ্রেয়। তৃণমূল ও বিজেপির বাইনারি রাজনীতির অভিযোগও করেছেন তাঁরা। তবে কংগ্রেসের আরেক অংশ এই সমঝোতাকে মেনে নিতে চাইছে না। রাজনৈতিক মহলের মতে, গত লোকসভা নির্বাচনে দু-পক্ষের আলোচনার পরও জোট হয়নি তাদের। এবার উপনির্বাচনে সমঝোতা ছাব্বিশের পথ প্রশস্ত করেছে।

কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের হাতে হাত রেখে চলতে হবে। বিজেপি ও তৃণমূলের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ বজায় রাখতে আমাদের একসঙ্গে চলতে হবে।'

শুভেন্দুর মন্তব্যে ক্ষোভ চিকিৎসকদের

আন্দোলন মানেই রাস্তায় থাকা নয়

কলকাতা, ৩১ মে : রাস্তায় থাকা মানেই আন্দোলন নয়। শুভেন্দু অধিকারীকে এই বার্তাই দিলেন আরজিকরের আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো, চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া পোস্টিং বিতর্কে আইনি লড়াইয়ে নেমেছেন। তবে তা থেকে দূরত্ব বজায় রাখার বার্তাই দিয়েছেন শুভেন্দু। এমনকি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের ভুল রাজনীতির কারণে 'আরজি কর আন্দোলন খতম হয়েছে' বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। পালটা বিরোধী দলনেতাকে বার্তা দিয়েছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরাও। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তায় নেমে কর্মসূচি করলেই তাকে আন্দোলন বলা যায় না। আইনি পথে ও অন্যান্যভাবেও আরজি করের নির্যাতিতার বিচার পাইয়ে দিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বলে স্পষ্ট করেছেন তাঁরা।

শুভেন্দু চিকিৎসকদের আইনি লড়াইয়ের প্রসঙ্গে বলেন, 'ওঁরা আদর্শগতভাবে খুব শক্তিশালী। ওঁরা বিচারধারার ওপরে থাকেন। ভুল রাজনীতির জন্য একটা আন্দোলন তো খতম হয়েছে। অভয়ার আন্দোলন।' তবে পোস্টিংয়ের বিষয়টি নিয়ে তিনি চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আরজি কর আন্দোলনের সময় বিজেপির সাংসদ, বিধায়কদের গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু। জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন এসইউসিআই দ্বারা প্রভাবিত বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদারকে কটাক্ষ করে শুভেন্দুর দাবি, 'দেবাশিস হালদারবাবু আপনার বক্তৃতা আমি শুনেছি। আপনি যে দল করেন, সেই দলও এই সরকার আনার পিছনে ছিল।'

পালটা বিরোধী দলনেতাকে আন্দোলন প্রসঙ্গে নিজেদের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া বলেন, 'কোনও আন্দোলনের শেষ বা শুরু বলে কিছু হয় না। সবই স্বতস্ফূর্ত। অন্যায় হলে মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই বিচার যতদিন না সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন আন্দোলন চলবে। আন্দোলন মানে সবসময় রাস্তায় থাকা নয়। তার বিভিন্ন ধাপ থাকে। তার মাধ্যমে এগোতে হয়। এটা কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। আমরা আদালতে লড়ছি। আমরা আন্দোলন থেকে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে প্রথম থেকে দূরে থাকার কথা বলেছিলাম। তাই বিরোধী দলনেতার বামপন্থী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার মন্তব্য যথাযথ নয়।' চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বক্তব্য, 'একজন বিরোধী দলনেতা যদি এই মন্তব্য করেন তাহলে কিছু বলার নেই। আমাদের আন্দোলন এখনও শেষ হয়নি।' চিকিৎসক দেবাশিস হালদারের মন্তব্য, 'আন্দোলন কখনও শেষ হয় না। আমরা প্রথম থেকেই নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পাশে ছিলাম।'

আরজি কর আন্দোলনকে সক্রিয় করতে ফের পথে নামার ডাক দিয়েছে ছাত্র সমাজ। বেহালায় তাদের একটি কর্মসূচিতে আরজি কর আন্দোলনের নানা বিষয় ও রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেখানে বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যায়। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তারপরই এই সংগঠনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও বিধায়ক ও ওই সংগঠন রাজনীতির বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন।

বৌদির কাটা মুণ্ডু নিয়ে থানায় দেওর

কলকাতা, ৩১ মে : এক হাতে কাটারি। অন্য হাতে কাটা মুণ্ডু। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ নেই। বৌদিকে গলা কেটে খুন করে এভাবেই তাঁর মুণ্ডু নিয়ে এলাকায় ঘুরলেন দেওর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শেষপর্যন্ত ওই অবস্থায় নিজেই থানায় আত্মসমর্পণ করেন অভিযুক্ত। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে প্রকাশ্য রাস্তায় এভাবে অভিযুক্তকে ঘুরতে দেখে রীতিমতো আঁতকে ওঠে স্থানীয়রা। তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হয়। অনেকে ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ।

জামাইবরণে রোবট শাশুড়ি

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৩১ মে : জামাই সেজে সপরিবারে গিয়েছেন রেস্তোরাঁয়। দরজা খুলে ঢুকতেই বরণডালা হাতে এগিয়ে এলেন শাশুড়ি। জামাই বরণের পর টেবিলে সারি সারি খাবার সাজিয়ে দিলেন শাশুড়ি নিজেই। পোলাও, ইলিশ মাছ, খাসির মাংস, ফল, মিষ্টি, কী নেই সেখানে! পঞ্চব্যঞ্জনের আসর নিয়ে শাশুড়ির দিকে ভাল করে হাসিমুখে তাকালেই বুঝবেন, এ তো মানুষ নয়, রোবট। ঠিকই শুনেছেন। কলকাতার এক অভিজাত রেস্তোরাঁয় এমনই অভিনব রোবট শাশুড়ি মায়ের হাতের আদরের সাক্ষী হবেন জামাইরা।

এই কথা বলা রোবট শাশুড়ির নাম 'উমা'। বাঙালি রীতিনীতি মেনেই জামাইদের আপ্যায়ন করে তিনি বলেন, 'আপনাদের স্বাগত।' উমা ঘুরে বেড়ান নিজের মতো। অতিথির সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, তাঁর নজর কাউকেই এড়ায় না। তাঁর কাঁধে হাজারো জামাইয়ের দায়িত্ব। কখনও পরিবেশন করছেন ২৪ রকমের পদ নিয়ে 'মহারাজা থালি', কখনও বা জামাইদের পাতে বেড়ে দিচ্ছেন 'আনলিমিটেড বুফে'। মহিলা পরিচালিত এই রেস্তোরাঁর তরফে পর্ণা পাল বলেন, 'আমরা মায়েদের কথা বলি। মায়েদের কোনও জাত বা বর্ণ হয় না। সেই ছবি তুলে ধরতেই ১১ মাস আগে আমরা মায়ের প্রতিমূর্তি হিসেবে এই রোবট শাশুড়ির উদ্যোগ নিয়েছিলাম। জামাইষষ্ঠীতে হিট এই রোবট। বুকিং বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। সবথেকে বেশি খুশি হচ্ছে বাচ্চারা।' কোনও শাশুড়ির হাঁটুর ব্যথা, কেউ আবার কোমরের ব্যথায় নাজেহাল। আবার কারোর জামাই থাকেন শাশুড়ির থেকে অনেক দূরে। এই সমস্যা সমাধানেই পাশে দাঁড়িয়েছেন 'উমা'।

এই চমকের বাইরেও শহরজুড়ে জামাইষষ্ঠী নিয়ে আরও অনেক জায়গায় সাজো সাজো রব। রেস্তোরাঁগুলিতে সকালে আম-কাঁঠালের ফলাহার থেকে শুরু। তারপর দুপুরের পাতে লোভনীয় সব খাবারের সমাহার। কলকাতার পরিচিত এক রেস্তোরাঁয় বিশেষ জামাইষষ্ঠী থালিতে কাঁচা আমের শরবত, কাঁচকলা ও রাঙাআলুর পপকর্ন, হায়দরাবাদি বিরিয়ানি প্ল্যাটার, লেবুপাতা দিয়ে মুগের ডাল, ভেটকি চিংড়ি ভুনা পাতুড়ি ও ফলের ক্ষীরের আয়োজন রয়েছে। পরিচিত চাইনিজ রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী সুকল্যাণ দত্ত জানান, 'আমরা জামাইদের চাইনিজ খাওয়াই। নতুন পদ হিসেবে বাটার গার্লিক চিকেন সহ পনিরের একাধিক পদ আনা হয়েছে। চাইনিজ মাটন রেসিপি আনার কথাও ভাবছি।' অপর ব্যবসায়ী সিদ্ধার্থ বোস বলেন, 'বিশেষ থালি কিনতে জামাইদের খরচ হয় প্রচুর। মধ্যবিত্ত শাশুড়িদের কথা ভেবে আমরা কম দামে আলাকার্ট মেনু, চিকেন থালি, মাটন থালি সহ অন্যান্য খাবারের আয়োজন রাখি। শিলিগুড়িতেও আমাদের আউটলেটে একই ব্যবস্থাপনা রয়েছে।'

জামাইষষ্ঠীর সংজ্ঞাবদল ঘটল কীভাবে? আজকের এই কর্পোরেট চাকরি, সিঙ্গল ফ্যামিলি, সুগার চিন্তা, খাওয়ার স্টাইল বদল, রিলস, মোবাইলের পৃথিবীতে, যৌথ পরিবার বর্জিত বাঙালির দুনিয়ায় জামাই বা শাশুড়িরাই বা কতটা আন্তরিক? ষষ্ঠীর পুজো গুরুত্বহীন কি হয়ে গিয়েছে অনেকদিন? আজ উত্তর সম্পাদকীয়তে দুই প্রজন্মের বিশ্লেষণ।

জামাইষষ্ঠীর বিবর্তন

জামাই আদর অথবা গুষ্টির ফিস্টি

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

'কী সুজনবাবু কোথায় চললেন এতগুলো ব্যাগ নিয়ে?'

'ব্যাগ নিয়ে সকালসকাল মানুষ কোথায় যায় বলুন দিকি? বাজার বাজার!'

'আপনি, আর বাজার! তাও এই সাতসকালে আর এতগুলো ব্যাগ নিয়ে? ও দপ্তর তো বৌদির!'

'না মশাই, তিনি তার গাইদের নিয়ে ব্যস্ত আর আমার ঘাড়ে এই গুরুদায়িত্ব তাদের জামাইষষ্ঠীর জন্যই'

'গাই? গোরু পুষেছেন নাকি বৌদি? গোরুদেরও জামাইষষ্ঠী হয় বুঝি?' ঘোষবাবু হাঁ হয়ে যান!

''আরে দূর মশাই! গোরু কেন পুষবেন! এ হল গাইজ! গাইজ! তার ইউটিউব চ্যানেলের গাইজরা! আপনি সাবস্ক্রাইব করেছেন তো 'বাংলার গুস্টির ফিস্টি' চ্যানেলটা? করে নেবেন।"

'বলেন কী? ইউটিউব চ্যানেলে ষষ্ঠীপুজোর এত আয়োজন?'

'আর বলবেন না! নিজের শ্বশুরবাড়ির পাট কোনকালে চুকেছে, আর এত খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারও ছিল না সেখানে মশাই। দুজ্ঞাষষ্ঠী থেকে জামাইষষ্ঠী সবেতেই নিরামিষ! নিজের মেয়েও নেই জামাইও নেই। এই বুড়ো বয়সে তোমাদের বৌদি কোত্থেকে পাতানো জামাইদের ধরে এনেছেন ইভেন্টের জন্য! এই চড়া বাজারে এখন গচ্চা দাও কয়েক হাজার! কোনও মানে হয় বলুন তো?'

ঘোষবাবু চমৎকৃত চিত্তে বাজারে ঢুকে ছ্যাঁকা খান। ইলিশ চিতল কাতলের পেটি তো না যেন পেটি পেটি সোনার বাঁট! যাঁরা সেগুলো ব্যাগস্থ করছেন আজ তাঁদের র‍্যালাই আলাদা। ভাবছিলেন ভেটকির ফিলে নেবেন অল্প করে, তা সবই না কি বুকড! অল্প দেওয়া যাবে না! কারা এত খায়, রাঁধে আর খাওয়ায়! তাঁর নিজের মেয়ে জামাই, ছেলে বৌমা সবাই প্রবাসে। গিন্নি ভিডিও কলে কীসব হাওয়া বাতাস দিয়ে কাজ সারেন। দু'পক্ষেরই অনলাইনে উপহার আদানপ্রদান। বহু আগেই নিজের শ্বশুর-শাশুড়ি গত হয়েছেন। আর ওই জিলিপির প্যাঁচওয়ালা শালাবাবুকে মনে মনে ঘোষমশাই 'বাবু' বাদ দিয়েই ডাকেন। তাই ও পর্ব চুকেছে।

তাঁর নিজের ছোট বোন শাশুড়ি হবার পর জামাইষষ্ঠীটি অবশ্য দেখার মতোই ছিল! লাল সিল্কের ধুতি হলুদ পাঞ্জাবি পরা, গলায় সোনার চেন, হাতে আটখানা দামি আংটি বালা শোভিত প্রভাবশালী জামাই, সঙ্গে তার বিরাট ক্যামেরা আর ছবি তোলার লোক! প্রি-ওয়েডিং ইত্যাদির মতো মেয়ের আবদারে নাকি জামাইষষ্ঠী স্পেশাল ফোটোগ্রাফার ভাড়া করতে হয়েছে। টাকার অঙ্কটা বাড়ি ফিরে গিন্নির কাছে শুনে চমকে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাধের ভাগ্নিটি এই উপলক্ষ্যে মুম্বই থেকে এসেছে প্রচুর উপহার সহ। সেসবই হাইটেক। তা জামাইবাবাজির মাথায় ডালা ঠেকানো আর পাখার হাওয়া দেওয়ার ছবির গোটা সাতাশ টেক হয়েছিল বটে! ফোটোগ্রাফার ছেলেটি বারবার কাকিমা পিসিমা বৌদি গোত্রীয়দের ধমকে সরাচ্ছিল তারা ফোটোফ্রেমে চলে আসছিল বলে। জামাই আর মেয়ের সঙ্গে পাঁচবার পোশাক বদলে উঠোন বারান্দা ছাদ বাগান ঘুরে ঘুরে বরণডালা নিয়ে শাশুড়ি মায়ের স্ট্রোক হওয়ার জোগাড় জ্যৈষ্ঠের কাঁঠাল পাকা গরমে! তারপর কেটারার আয়োজিত পিলে চমকানো নামের সব রেসিপি! 'সুক্তোর সুখসায়র' থেকে 'মটমটে মাটন' হয়ে 'দে দমাদম দই' আর তাদের ফোটোসেশন হাতে মুখে প্লেটে শোভিত হয়ে নানাভাবে। সারা পাড়া আত্মীয় মহলের তাক লেগে গিয়েছিল এ হেন আয়োজনে। যাঁরা নিমন্ত্রিত ছিলেন না, সোশ্যাল মিডিয়ায় চিত্র প্রদর্শনী দেখে হিংসায় বেনিয়াসহকলা দশা তাঁদের!

একে রবিবার তায় আবার ষষ্ঠী! মুরগির দোকানে ভয়ে ভয়ে প্রবেশিলেন ঘোষবাবু যেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ! ঝপাঝপ গলা নামানোর ফাঁকে নিতাই চিৎকার জুড়েছে—'সোসটিপূজা ইস্পেশাল মুরগি! নিয়ে যান শ্বশুরেরা। আজ আপনারা বড় মুরগি না এরা হয়ে যাক চ্যালেঞ্জ!' 'কী রে ব্যাটা, তোর ষষ্ঠীপুজো নেই? যাবি না?' খদ্দেরের প্রশ্নের উত্তরে নিতাই খ্যাঁক খ্যাঁক হাসে 'বৌ-ই তার ষষ্ঠী! তবে নাই আমি হোটেলে গিয়ে ইস্পেশাল জামাই থালা সাঁটিয়ে আসব। তবে জামাই না বলে আপনের মতো কামাই হবে না আমার'

এ ব্যবস্থা অবশ্য মন্দের ভালো। বাজার দোকান এসবের ঝামেলা নেই, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল! থরে থরে বুটিক রেস্তোরাঁয় রেস্ত ফেললেই থিম অনুযায়ী থালি। গাঁদা ফুল গোলাপ ফুল প্রদীপ সব পাবেন, এমনকি শ্বশুরের হাড়ে গজানো দুব্বোও। দেদার ছবি তোলো আর পোস্টাও। একবার নাকি কোন একটা গ্রুপে 'আমার জামাইষষ্ঠীর রান্না' থিমে দেখা গিয়েছিল নিজের রান্না বলে তিনজন একই রেস্তোরাঁর আইটেম লটকে দিয়েছে! এডিটের পরেও টেবিল আর প্ল্যাটার সাজানো দেখে গ্রুপের গোয়েন্দা বিভাগ সেসব ধরে ফেলে। তারপর ঘটনাপ্রবাহের জেরে গ্রুপটাই উঠে যায়। ঘোষগিন্নি সমাজমাধ্যম খুঁজে জামাইষষ্ঠীর পোস্টে কোন জামাই নাকি খালি গায়ে হাফ প্যান্ট আর কোন শাশুড়ি ম্যাক্সির ওপর ওড়না গায়ে জড়িয়ে থাকায় হেব্বি নিন্দার ঝড়, সে সব শোনাবেন আজ আবার। কেউ কেউ লিখবেন, 'ম্যা গো! লোকে প্লাস্টিকের টেবিলে কীভাবে খায়!' 'শিট! ফুলছাপ টেবিল কভারে স্টিলের থালা দিয়ে জামাইষষ্ঠী!' এর নাম না কি খাপ বসানো। একেবারে খাপে খাপ জামাইয়ের বাপ যারে কয়! আচ্ছা 'জামাই আদর' কথাটার মধ্যে আদরের থেকে শ্লেষই কিঞ্চিৎ বেশি না?

মর্নিং ওয়াকে আসা নতুন প্রজন্মের ডায়েট সচেতন ছেলেমেয়েদের কাছে শুনেছেন জামাইষষ্ঠীর খাওয়া অনেকের কাছেই উপদ্রব বিশেষ। চিয়া সিডের পুডিং আর ওটস স্মুদি জায়গা নেয় লুচি বেগুনভাজার। এই দিনটি নেহাত সবাই মিলে জমায়েত হয়ে আনন্দ অজুহাত খুঁজে নেওয়া ছাড়া কিছু নয় আর। সেখানে জামাই বা বৌমা দুই-ই ইদানীং সমান আদরণীয় অনেকের ঘরেই। বেশ ভালো লাগে এই পরিবর্তনটুকু। আদিখ্যেতা আর আদেখলামো বাদ দিয়েও তো আজও চোরা চাপ থাকে অনেক আর্থিক সংগতিহীন বাড়িতে জামাই আপ্যায়নের। ঘোষবাবু একটা গন্ধরাজ গাছের চারা কেনেন, অরণ্যষষ্ঠী পালন করা গিন্নির জন্য।

গলিতে ঢোকার মুখে দেখা যায় সুবীরবাবুর বাড়ির সামনে জটলা। জানুয়ারিতে বিয়ে হয়েছে তাঁর একমাত্র কৃতী মেয়েটির। আজ তো তবে উৎসব সুবীরবাবুর বাড়িতেও। ভিড় থেকে উড়ে আসা কথায় জানা গেল সুবীরবাবুর হার্ট অ্যাটাক। 'ইসস মেয়ে জামাই দুজনের স্কুল চাকরি একসঙ্গে চলে গেল! এত ব্রিলিয়ান্ট ওরা!' বাবার হার্ট অপারেশন, মায়ের ডায়ালিসিস সামলানো মেয়েটির অসহায় মুখ ধাক্কা মারে বুকে।

ঘোষবাবুর হাতের ব্যাগটা হঠাৎ খুব ভারী মনে হয়। ঘাম হয় খুব। রাস্তার পাশে বট গাছের নীচে ভবঘুরে পাগলিটা আর তার পোষা বেড়ালটা। পাগলি হাততালি দিয়ে হাসতে থাকে-ভারী মজা, ভারী মজা। বেড়ালটা নির্বিকার থাবা চাটে, হাওয়া শোঁকে। আহা, পাড়াজুড়ে আঁশটে গন্ধ! আজ খোরাকটা মন্দ মিলবে না যা হোক!

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

উত্তর ও দক্ষিণে এখানেও ফারাক

চিরদীপা বিশ্বাস

'নিয়ে নিলাম টাটকা হিমসাগর আম... বিয়ের পর প্রথম জামাইষষ্ঠী, বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা, মেয়ে-জামাইয়ের খাতিরদারিতে কোনও কমতি চলবে না'- ব্যস্ত ভরা বাজারে 'জেন জি' শাশুড়ির এমনতরো জামাইষষ্ঠী স্পেশাল ভ্লগিং দেখে চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। এই মডার্ন আয়োজন মনে করিয়ে দিল ছোট্টবেলার নিজের দিদিমার বাড়ির জামাইষষ্ঠীর কথা। সে যেন এক বিশাল পারিবারিক রি-ইউনিয়ন। ভূরিভোজ, নতুন জামার গন্ধ, বায়নায় পাওয়া কাঁঠাল পাতা, সিঁদুর লাগানো আম, কলা- সবমিলিয়ে জমজমাট একটা দিন কাটত প্রতিটা বছর।

দিদার কাছে মা ষষ্ঠীর ব্রতকথা শোনা, বিড়ালের গল্প এবং প্রতিবারের 'এই আজকে কিন্তু বিড়ালের গায়ে একদম হাত দিবি না' সতর্কবাণী শোনা সত্ত্বেও পরমুহূর্তেই যে কোনও একটা বিড়াল খুঁজে তাকে উত্ত্যক্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠা- আজকালের রিল বা ভিডিওতে এসবের দেখা মেলা কিঞ্চিৎ দুষ্কর।

মাত্র বছর কয়েকের মধ্যেই চালচিত্রের এতটা বদল ঘটে গেছে যে এই আন্তরিকতাগুলো, নিয়মরীতির চোখরাঙানি সত্ত্বেও ভালোবাসার বাঁধনগুলোর অভাব বড্ড বেশি করে অনুভূত হয়। দিদিমাহীন সেই বাড়িটাতে এখন আর জামাইষষ্ঠীর আড়ম্বর নেই, নেই হলুদ সুতো বা ষাটের জল। অন্যদিকে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের কল্যাণে নবীন প্রজন্মের জামাইষষ্ঠীর যে ঝলক উঠে আসে, ছোটবেলার সেই দিনটার সঙ্গে তার অমিল অনেকটাই। ইউটিউব খুললেই 'জামাইষষ্ঠী স্পেশাল থালি' বা 'ষষ্ঠীর অফার' জাতীয় শর্টস, ভিডিওতে ভরে যায় ফিড। তার কোনওটা হদিস দেয় 'বেস্ট কম্বো থালি'র তো কোনওটা আবার সকল উপকরণ সহযোগে কোনও এক বাংলোয় পূর্ণাঙ্গ আয়োজনের একশো শতাংশ ভরসার।

ফার্স্ট-ফরওয়ার্ড এই যুগে, সময় সকলের হাতেই বড্ড স্বল্প। মেয়ে, জামাইয়ের অফিসের চাপ, অতএব ভিডিও কল আর শাশুড়ির অর্ডার করা জোম্যাটোর ফুডই কোনও কোনও জামাইষষ্ঠী উদযাপনের সঙ্গী হয়। অন্যদিকে, অনেক শাশুড়িমা-ই পুজোআচ্চা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁশেল ঠেলে, জামাইবরণের ঝুঁকি আর নেন না। তার চেয়ে বাড়ির বাইরে বন্দোবস্ত করেন জামাইয়ের জন্য, এই স্পেশাল দিনে কোনও এক ট্রেন্ডিং বাঙালি রেস্তোরাঁয়। বাবাজীবনও জোড়া ইলিশ, মিষ্টির হাঁড়ির তথাকথিত ছক ভেঙে আধুনিক উপহারে ভরিয়ে তোলেন শাশুড়িমাতার ওয়ার্ডরোব।

এভাবেই বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে আধুনিকতার মিশেল ঘটে চলেছে। বর্তমানে মহিলা মহলও খুব বেশি আবেগে না ভেসে প্র্যাকটিকালি বিষয়টিকে দেখে নিজেরাই হয়তো মায়েদের বলে, কী দরকার অত ধকল নেওয়ার, চলো একটা দিন বাইরে কাটিয়ে আসি বরং। এর পাশাপাশি 'বৌমাষষ্ঠী'র কনসেপ্টও আজকাল জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এতেও অবদান খানিকটা সমাজমাধ্যমের তো বটেই। সেলেব্রিটিদের ষষ্ঠী সেলিব্রেশন, তাদের আয়োজন ইত্যাদি নিত্যনতুন আইডিয়া আজকের চিন্তাচেতনাকে প্রভাবিত করে ভীষণরকম।

নিঃসন্দেহে একুশ শতকের উদারমনা নারীরা এই জামাইষষ্ঠীকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিমূর্তি ঠাওরাতেই পারেন। তাই স্টিরিওটাইপ ভেঙে 'বৌমারাও কম কীসে' ধারণার বিপুল জনপ্রিয়তা আজকের যুগে।

সময়ের অভাবে রেডিমেড হাতপাখা, হলুদ সুতো দিয়েই আজকাল কাজ চলে। গাছ থেকে আনা তালপাতার তৈরি পাখার বাতাস আর হলুদ বাটা ও সর্ষের তেলে মাখানো সুতোর হলদে রং-এর স্পর্শ আর ক'জন পায় এখন! খুব পুরোনো তো নয়, যখন ষষ্ঠী শুধুই কনটেন্ট ছিল না। ছিল মেয়েদের ঘরে ফেরার এক উৎসব। অনুষ্ঠান একদিনের হলেও দিন চার-পাঁচেক আগে থেকেই চলত তার তোড়জোড়।

আজকের কনটেন্ট নির্ভর জীবনযাপন দেখে তাই কোথাও গিয়ে যেন মনে হয়, উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছি না তো আমরা! সেই আন্তরিকতা, ঘরের মেয়ের ঘরে ফেরার উচ্ছ্বাস, ঐতিহ্যের ছোঁয়া, বাঙালিয়ানা সত্যি ধরে রাখতে পারছি কি? দ্রুততার এই যুগে, প্র্যাকটিকালি ভাবতে ভাবতে এসব ভুলে যাচ্ছি না তো? গুটিকয়েক যে উদাহরণ পুরোনো বাঙালিয়ানা, উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা ধরে রেখেছে সেখানে স্পষ্টতই বয়োজ্যেষ্ঠরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন আজও। ষাটের জল, পাখার বাতাস, তেল-হলুদ মাখানো সুতো- প্রতিটারই একটা নির্দিষ্ট গুণাগুণ রয়েছে। বিড়ালের অনুষঙ্গ শুধুই একটা গল্প তো নয়, পশুপ্রেমের প্রথম পাঠ ওর থেকেই পাওয়া।

ছোট থেকে আবেগ, আন্তরিকতা আঁকড়ে বড় হওয়ার পর মহানগরের ব্যস্ততাময় জীবন বাস্তব চিনিয়ে চলেছে অবিরাম। ঐতিহ্য, প্রাচীনতা সেখানে ঠোকর খায় আধুনিক নগরজীবনের গতির সঙ্গে। বাংলার লোকাচার পালনেও তাই সামান্য হেরফের থাকা অস্বাভাবিক বা দোষের নয়। কল্লোলিনীর ব্যস্ততাময় নগরজীবনে নব্য জামাইবরণের প্রচলন একটু বেশি পপুলার, যা এখনও উত্তরে সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি।

উত্তরবঙ্গের ঢিমেতালে চলা জনজীবন কিন্তু আজও খানিকটা সেই প্রথাগত ঐতিহ্য মেনে চলারই পক্ষপাতী। কোচবিহার শহরের কোনও এক উমা তাই দিব্যি কাজ গুছিয়ে পতিদেব, ছেলেপিলেদের সঙ্গী করে দিনহাটা বা মাথাভাঙ্গায় নিজের বাড়িতে দুটো দিন কাটিয়ে আসার সুযোগ পেয়ে যায় অনায়াসে। মেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনিদের মাথায় ষাটের জল, পাখার বাতাস দিয়ে তৃপ্ত হন বয়স্কা মা-ও। যেখানে কর্পোরেটের চোখরাঙানির ভয়ে কলকাতানিবাসী কোনও কন্যা হয়তো দূরবর্তী বাপের বাড়ির বদলে কাছাকাছি কোনও রেস্তোরাঁর স্পেশাল ভোজের থালি দিয়েই নমো-নমো করে কাজের সমাপন ঘটাতে বাধ্য হয়, বাবাজীবনও শাশুড়ি মায়ের হাতের ছোঁয়া রান্নার স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাকে, সেখানে হয়তো উত্তরবাংলা চুটিয়ে জামাইষষ্ঠীর রি-ইউনিয়নে মেতে ওঠে হইহই করে। মহানগরীর '৫৯৯ টাকার বাঙালি থালি'র মাটন কষা, ইলিশ, চিংড়ির কম্বো পাতে দিতে না পারলেও, বিলের রুই মাছের মাথা দিয়ে ডাল, কচি মুরগির ঝোল, ঘরেপাতা দই আর আন্তরিকতা সহযোগে এক বিশাল আত্মিক সংযোগ গড়ে তোলে উত্তরের কোনও গ্রামবাংলার জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠান।

অবশ্যই এক্ষেত্রে খানিক অন্যরকম উদাহরণ থাকতেই পারে। তবে, এসব মিল-অমিলের ঊর্ধ্বে থাকে একাগ্রচিত্তে সন্তানের মঙ্গলকামনা। বদলাতে থাকা এই সময়ে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ একমাত্র তখনই সম্ভব যখন প্রাচীনতা এবং আধুনিকতার মিশেল ঘটে সঠিকভাবে। শুধুই ট্রেন্ডে চলা কম্বো থালির ভিডিও নয়, বরং তথ্যবহুল সৃজনশীল প্রচেষ্টার মাধ্যমেও বাংলা ও বাঙালির কৃষ্টি নবপ্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তাই প্রাচীনতাকে ভুরু কুঁচকে ব্যাকডেটেড না বলে, আবার হালফিলের দেখনদারি সর্বস্ব মডার্ন জামাইষষ্ঠীকে খোঁটা না দিয়ে, প্রয়োজন দুয়ের মধ্যে একটা সঠিক সামঞ্জস্য তৈরি করার। তবেই তো বাংলা ও বাঙালির নিজস্বতা অটুট থাকবে, আর বাঙালি বলতে পারবে 'বাংলা বুকের ভিতরে, বাংলা ভুলি কী করে?'

(লেখক কোচবিহারের মেয়ে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মেডিকেলে পৃথক জায়গায় রেজিস্ট্রেশন ও নমুনা সংগ্রহ

রক্ত পরীক্ষায় হয়রানি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : রক্ত পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন এক জায়গায়, পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে হচ্ছে অন্য জায়গায়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই কাণ্ডকারখানায় রোগীদের নাজেহাল অবস্থা। পুরোনো হাসপাতাল, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে ছোটাছুটি করতে গিয়ে দালালদের খপ্পরে পড়ছেন রোগীরা। এমনকি একদিনে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে পারছেন না অনেকেই। প্রতিদিন ৩৫০ জনের বেশি রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে না। গোটা বিষয়টি নিয়েই রোগী এবং পরিজনদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'সুপারস্পেশালিটি ব্লকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য কাউন্টার তৈরি করতে হবে। রোগীদের সমস্যার কথা ভেবে দ্রুত পদক্ষেপের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

এতদিন মেডিকেলে সেন্ট্রাল ল্যাব এবং রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার একসঙ্গে ছিল। বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখিয়ে এসে রোগীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হত। প্রতিদিন হাসপাতালে কয়েক হাজার মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। চিকিৎসকরা বহু রোগীর রক্ত, মল-মূত্র পরীক্ষার জন্য লিখে দেন। অথচ সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে মাত্র ৩৫০ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, ল্যাব টেকনিসিয়ান সহ স্বাস্থ্যকর্মী থাকলেও কেন সমস্ত রোগীর নমুনা নেওয়া হয় না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ফলে রোগীরা ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশনের লম্বা লাইনে দাঁড়ালেও কাউন্টার পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ৩৫০ জন হয়ে যাওয়ায় অনেককে বাড়ি ফিরে যেতে হয়। তাঁদের পরীক্ষার জন্য আবার অন্যদিন সকালে এসে লাইন দিতে হয়। এভাবেই এতদিন মেডিকেলে সেন্ট্রাল ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা চলছিল।

সম্প্রতি সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি সুপারস্পেশালিটি ব্লকে স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার পুরোনো জায়গাতেই রয়ে গিয়েছে। ফলে রোগীদের আগে রেজিস্ট্রেশনের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন করাতে পারলে আবার সেখান থেকে কয়েকশো মিটার দূরে গিয়ে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের সেন্ট্রাল ল্যাবের বাইরে দাঁড়াতে হচ্ছে। সেখানেও লম্বা লাইন পড়ছে। সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বাইরে রোদ, বৃষ্টির মধ্যেই খোলা আকাশের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছেন রোগীরা। ফলে তাঁরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

শনিবার মাথাভাঙ্গা থেকে আসা রোগী সুফলা বর্মন বললেন, 'এক সপ্তাহ আগে ডাক্তার দেখিয়েছি। তারপর শুক্রবার এসে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে এখানে নমুনা দিতে এসে দেখি লম্বা লাইন। তাই হোটেল ভাড়া করে থেকেছি। এদিন খুব সকালে এসে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে রক্ত দিলাম। সবাই বলেছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভালো চিকিৎসা হয়। কিন্তু এখানে এত হয়রানি হবে জানলে আসতাম না।' এই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন মাটিগাড়ার খাপরাইল বাজারের সুবল প্রধান। তিনি বললেন, 'একদিন ডাক্তার দেখিয়েছি। একদিন লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছি, এদিন রক্ত পরীক্ষার জন্য এসেছি। আমার বাড়ি থেকে যাতায়াতে প্রতিদিন ১০০ টাকার বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে মেডিকেলে বিনামূল্যে পরীক্ষা করিয়ে লাভ কী?'

রক্ত পরীক্ষার লম্বা লাইন মেডিকেলে। শনিবার।

হালহকিকত

- সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি সুপারস্পেশালিটি ব্লকে স্থানান্তর করা হয়েছে
- রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার পুরোনো জায়গাতেই রয়ে গিয়েছে
- ফলে রোগীদের আগে রেজিস্ট্রেশনের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে
- এরপর আবার দাঁড়াতে হচ্ছে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের সেন্ট্রাল ল্যাবের বাইরে

শুক্রবার মাঝরাতে প্রবল বর্ষণ এবং হড়পায় বিধ্বস্ত আলিপুরদুয়ার জেলা। বীরপাড়ার কাছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগান্ডা নদীর পশ্চিমদিকের অ্যাপ্রোচ রোডের বড় অংশ ভেঙে গিয়েছে।

জাল আধারচক্রের পর্দা ফাঁস, ধৃত ২

শিলিগুড়িতে অবৈধ কারবার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : জাল আধারচক্রের পর্দা ফাঁস শিলিগুড়িতে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি)। ধৃতদের একজন সুশীল রায়। সে এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। অভিযুক্ত টিকিয়াপাড়ার মাতঙ্গিনী কলোনি এলাকায় রেলের একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে থাকত। জাল আধার তৈরির ক্ষেত্রে সুশীল মূলত লিংকম্যানের কাজ করত। মূল পান্ডা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকেও গ্রেপ্তার করেছে ডিডি। অভিযুক্ত ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় একটি আবাসনে থাকছিল। শুক্রবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর সমস্ত তথ্য। পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করলেই নাকি তৈরি করে দেওয়া হত জাল আধার কার্ড। সুশীলের কাজ ছিল মূল পার্টি জোগাড় করা। এরপর সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যোগাযোগ করিয়ে দিত ইন্দ্রর সঙ্গে। বিনিময়ে ইন্দ্রর থেকে হাজার টাকা করে পেত সুশীল। শুক্রবার প্রথমে ক্রেতা সেজে লিংকম্যান সুশীলকে মাতঙ্গিনী কলোনি থেকে পাকড়াও করেন গোয়েন্দারা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল পান্ডাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ইন্দ্রর ল্যাপটপে তল্লাশি চালিয়ে ভুয়ো আধার কার্ডের ডিজাইনের হদিস পেয়েছে ডিডি। এই চক্রে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, ধৃত সুশীল তৃণমূল কর্মী জানাজানি হতেই অস্বস্তিতে পড়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সম্প্রীতা দাসের বক্তব্য, '২০২২ সালের আগে অবৈধ কাজকর্মের অভিযোগে সুশীলকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলের সঙ্গে ওর কোনও যোগ নেই।'

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরে পুলিশের কাছে খবর আসছিল টিকিয়াপাড়া এলাকায় জাল আধার কার্ডের রমরমা কারবার শুরু হয়েছে। সেইমতো এলাকায় রেইকি শুরু করেন গোয়েন্দারা। এরপরই মেলে লিংকম্যানের খোঁজ। সুশীলকে জালে তুলতে ফাঁদ পাতে ডিডি। ছবি ও বাড়ির ঠিকানা দিলেই জাল আধার কার্ড তৈরি করে দিত অভিযুক্তরা। সেটা মাথায় রেখে গোয়েন্দারা ক্রেতা সেজে সুশীলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে তার কাছে আধার বানাতে দেন। পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আধার কার্ড নিতে শুক্রবার মাতঙ্গিনী কলোনিতে সুশীলের বাড়িতে আসেন গোয়েন্দারা। জাল আধার তুলে দিতেই তাকে পাকড়াও করা হয়। তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ডিডি কর্তারা বেশ কয়েকটি জাল আধার বাজেয়াপ্ত করেছেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এরপর রাতেই ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন আবাসনে অভিযান চালান গোয়েন্দারা। সেখান থেকে মূল পান্ডা ইন্দ্রনারায়ণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা কতদিন ধরে এই চক্র চালাচ্ছিল, কোনও অনুপ্রবেশকারীর হাতে জাল আধার পৌঁছেছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে ডিডি।

ধৃত সুশীল ও ইন্দ্রকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শনিবার।

কী অভিযোগ

- পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করলেই নাকি তৈরি করে দেওয়া হত জাল আধার কার্ড
- সুশীলের কাজ ছিল মূল পার্টি জোগাড় করা
- এরপর সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যোগাযোগ করিয়ে দিত ইন্দ্রর সঙ্গে
- বিনিময়ে ইন্দ্রর থেকে হাজার টাকা করে পেত সুশীল

চুরিতে ধৃত

নকশালবাড়ি, ৩১ মে : শুক্রবার রাতে নকশালবাড়ির হাতিঘিসার রঘুরামজোত এলাকায় চুরি করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক দুষ্কৃতী। আটক করা হয়েছে একটি পিকআপ ভ্যান। গত বৃহস্পতিবার জনস্বাস্থ্য ও কারিগর দপ্তরের একটি নির্মীয়মাণ জলাধারের প্রায় ৬০ হাজার টাকার লোহার সামগ্রী চুরি হয়ে যায়। চুরির ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ডও হয়। সেখানে দেখা যায়, পাঁচজনের একটি দল পিকআপ ভ্যানে চুরি করা সামগ্রী তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এদিনও তারা ফের চুরির উদ্দেশ্যেই আসে বলে পুলিশের বক্তব্য। পিকআপ ভ্যানটিকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই চারজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বাকিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে ধৃতের নাম প্রকাশ করেনি পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

কর্মশালা

চোপড়া, ৩১ মে : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে শনিবার দাসপাড়া প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের কর্মশালা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে দলীয় নেতৃত্ব। কর্মশালায় বুথ স্তরের পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। পাশাপাশি, দলের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনোয়ারউল হক, রাজ্য কমিটির সদস্য উত্তম পাল প্রমুখ। জেলা সম্পাদক বলেন, 'রাজ্যজুড়ে এ ধরনের কর্মশালা চলবে।' পরবর্তীতে এরিয়া কমিটি ও বুথভিত্তিক কর্মশালা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণ শিবির

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : বন্যপ্রাণী-মানুষ সংঘাত রুখতে বনবস্তি ও চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির করল বন বিভাগ। শনিবার সুকনা বনবস্তিতে ওই শিবিরে নিউ চামটা, গুলমা, দাগাপুর, মোহরগাঁও চা বাগান, খৈরানি বস্তি, দেবীডাঙ্গা, শিসাবাড়ি, সুকনা, চামটা সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা অংশ নেন। রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি জানান, বন্যপ্রাণ ও মানুষের সংঘাত মেটাতে কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিম লোকালয়ে বন্যপ্রাণী ঢুকলে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। এছাড়াও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রধানদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করা হয়েছে।

অর্থসাহায্য

নকশালবাড়ি, ৩১ মে : হাতির হানায় মৃত নকশালবাড়ির কলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা পোশবাহাদুর ছেত্রীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করল বন দপ্তর। শনিবার রাজ্য সরকারের সহায়তায় মৃতের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ ও পানিঘাটা বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ।

গ্রেপ্তার

চোপড়া, ৩১ মে : পকসো মামলায় চোপড়া থানা এলাকা থেকে শনিবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত রফিকুল খান মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোলানি গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, এক নাবালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়।

পদ্মার নয় ফরাক্কার

জামাইষষ্ঠীর বাজার মাত করছে ফরাক্কার ইলিশ। মালদায় অরিন্দম বাগের তোলা ছবি।

ফল প্রকাশের পর ২৫ দিন পার

কলেজে ভর্তি শুরু না হওয়ায় উদ্বেগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের পর ২৫ দিন পার হয়ে গেলেও রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করেনি। ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে জটিলতা তৈরি হতেই কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া বিশবাঁও জলে। এমন পরিস্থিতিতে কবে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে তা নিয়েও উচ্চশিক্ষা দপ্তর স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। যে কারণে চিন্তায় পড়েছেন শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকরা। কেননা ভর্তির ক্ষেত্রে সময় নষ্ট হলে পড়াশোনায় নিশ্চিতভাবে ক্ষতি হবে।

রাজ্যে ৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে, সেই বিষয়ে কলেজগুলির কাছে কোনও খবর নেই। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, 'রাজ্যে একসঙ্গেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু কবে থেকে ভর্তি শুরু হবে সেই বিষয়ে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। সোমবার বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নেব।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথ বলেন, 'যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে, তাঁরা সরকারের নির্দেশিকার জন্য বসে থাকবেন না। তাঁদের অনেকেই বেসরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে যাবেন। সুযোগ পেলে অনেকে ভিনরাজ্যেও পড়তে চলে যাবেন।' তাঁর সংযোজন, 'ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় রাজ্য সরকার নোটিফিকেশন জারি করেনি। তবে জুন মাসে সেই নির্দেশিকা জারি হয়ে যাবে বলেই আমাদের আশা।'

কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে অভিভাবকদেরও অনেকে চিন্তিত। শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা রমেশ সরকারের ছেলে মার্গারেট হাইস্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। রমেশের কথায়, 'রেজাল্ট বের হওয়ার পর কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় ছেলে বাড়িতেই বসে রয়েছে। এভাবে বাড়িতে বসে থাকলে পড়াশোনার প্রতি ঝোঁক কমে যাবে।' অনেকটা একই কথা বলেছেন হায়দরপাড়ার বাসিন্দা ঝিমলি সেনগুপ্ত। তাঁর মেয়ে চলতি বছর শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। ঝিমলির কথায়, 'কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সময়ের এত ফারাক তৈরি হলে সমস্যা। রাজ্য সরকার হয়তো স্কুল, কলেজ আর চালাতে চাইছে না।'

> রাজ্যে একসঙ্গেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু কবে থেকে ভর্তি শুরু হবে সেই বিষয়ে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। সোমবার বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নেব।
>
> **ডঃ সুজিত ঘোষ**
> *অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি কলেজ*

রবীন্দ্রমূর্তির বেদি ক্ষতিগ্রস্ত

খড়িবাড়ি, ৩১ মে : অবহেলায় পড়ে খড়িবাড়ি কদমতলা মোড়ের রবীন্দ্রমূর্তি। মূর্তির নীচে কংক্রিটের বেদির লোহার কাঠামোর উপর টিনের ছাউনিটি ভেঙে পড়েছে। ভেঙে গিয়েছে লোহার কাঠামোও। খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহের অভিযোগ, 'রাতে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ না থাকার সুযোগে দ্রুতগতির অনেক ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেদিতে ধাক্কা মারায় সমস্যা হয়েছে।'

খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি এবং খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া রাজ্য সড়কের সংযোগস্থলে ওই মূর্তিটি ১৯৯৯ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বসানো হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে জরুরি ভিত্তিতে শনিবার ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তিটি সংস্কার শুরু হয়েছে। প্রধান জানিয়েছেন, রবীন্দ্রমূর্তিটি স্থানান্তরের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। কেননা, ওই স্থানে মূর্তিটি আর নিরাপদ নয়।

খড়িবাড়ি হয়ে বিহার থেকে দূরপাল্লার পণ্যবাহী ট্রাকের চলাচল রাতের দিকে বেশি হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, এর ফলে খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রায়ই যানজট হচ্ছে। শনিবার মর্নিংওয়াকের সময় এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের নজরে আসে, রবীন্দ্রমূর্তির বেদির ছাউনি ভেঙে পড়ে আছে। এরপর শুরু হয় প্রতিবাদ।

পেশায় শিক্ষক দেবব্রত সিনহা বললেন, 'সকালে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির উপর টিনের ছাউনি ভেঙে পড়ে আছে। লোহার কাঠামোর একই দশা।' স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ সরকার বললেন, 'মোড়ের মাথায় গাড়ি ঘোরানোর সময় কোনও ট্রাকচালক এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।' রবীন্দ্রপ্রেমীদের দাবি, আবক্ষ মূর্তিটি সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তর করা হোক।

রবীন্দ্রনাথের মূর্তির উপরের ভাঙা ছাউনি।

সাপ নিয়ে হাসপাতালে

ইসলামপুর, ৩১ মে : জলে নেমে মাছ ধরার সময় সাপের ছোবল খান এক ব্যক্তি। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারেন সে সাপ বিষধর নয়। তবে, সাপটিকে তিনি বস্তাবন্দি করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সাপকে ইমার্জেন্সির গেটের বাইরে ফেলে রেখেই চম্পট দেন তিনি। শনিবার এমন ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। যদিও আইনি জটিলতা এড়াতে সেই রোগী বা তাঁর পরিবার নাম-পরিচয় ও ঠিকানা জানাতে অস্বীকার করে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খবর দেয় এক পরিবেশপ্রেমীকে। তিনি এসে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। সাপটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে সেই পরিবেশপ্রেমী জানিয়েছেন। হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সাপের ছোবল খাওয়া এক ব্যক্তি বস্তায় ভরে সাপটি এনেছিলেন বলে জানতে পারি। সাপটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছে।'

৫০ হাজার বাড়িতে যাবে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : ঘুম ভাঙছে বামেদের। ছাব্বিশের লক্ষ্যে সাজানো হচ্ছে ঘুঁটি। শহর থেকে গ্রাম-একাধিক ইস্যুতে এবার পথে নেমে আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে সিপিএম। শনিবার দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাসে ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানিয়েছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। ২০ জুন মহকুমা পরিষদ অভিযান ও ৪ জুলাই পুরনিগমে বিক্ষোভ কর্মসূচি করবেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা।

চলতি মাস থেকে 'বুথে চলো' কর্মসূচি শুরু করেছে সিপিএম। যেখানে গ্রাম ও শহরের প্রতিটি বুথে বুথে গিয়ে জনসাধারণে সমস্যার কথা শুনছেন কর্মী-সমর্থকরা। লক্ষ্য, দু'মাসে ৫০ হাজার বাড়িতে গিয়ে মানুষের সমস্যা শোনা।

এদিনের বৈঠকে সমন বলেন, 'জুন ও জুলাই এই দুই মাস লাগাতার সমাবেশ, আলোচনা সভা, নাগরিক সভা, বাগানে বাগানে চা শ্রমিকদের নিয়ে সভা, আন্দোলন করা হবে। গ্রাম ও শহরের মানুষ সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন না। সাধারণ মানুষের হয়ে আমরা আন্দোলনে নামব। পাহাড়েও আন্দোলন জারি থাকবে। জিটিএ শিক্ষক দুর্নীতি নিয়েও আমরা রাস্তায় নেমে লাগাতার প্রতিবাদ জানাব।'

বৈঠকে উপস্থিত চা শ্রমিক নেতা গৌতম ঘোষ জানান, চা বাগানগুলোতে সরকারি স্কুলে শিক্ষক নেই। কাজের অভাবে তরুণদের বাইরে যেতে হচ্ছে। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও সরকারের নজর নেই। প্রত্যেকে মানুষের সমস্যার কথা শুনে তা নিয়ে আন্দোলন করা হবে। বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী, দলের বর্ষীয়ান নেতা দিলীপ সিং।

শুক্রবার রাতে হাতির ভয়ে ত্রস্ত থাকলেন ফালাকাটা থেকে বীরপাড়ার কয়েক হাজার বাসিন্দা। একদিকে যখন কুঞ্জনগরে দাপিয়ে বেড়িয়ে একই পরিবারের তিনজনের প্রাণ নিল হাতি, তখন বীরপাড়া শহরেও চাঞ্চল্য ছড়াল একজোড়া দাঁতালকে ঘিরে।

এক পরিবারের তিন জনের মৃত্যু

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৩১ মে : জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে হাতির হানায় অভ্যস্ত ফালাকাটার কুঞ্জনগরের বাসিন্দারা। তবে হাতির আক্রমণে যে একই পরিবারের একরত্তি সহ তিনজনের মৃত্যু ঘটবে তা যেন ভাবতেই পারছেন না গ্রামের কেউ। শুক্রবার রাতে এমনই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে কুঞ্জনগরের সভাপতি মোড় এলাকায়। হাতির হানায় একই পরিবারের মনজিৎ দাস (৩২), তাঁর মা বৃদ্ধা মাখনরানি দাস ও মনোজিতের ৩৫ দিনের শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার মাঝরাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ির বাইরে বের হওয়াটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় মনজিতের। আর ছেলের চিৎকার শুনে একরত্তিকে কোলে নিয়ে উঠোনে চলে আসায় প্রাণ যায় বৃদ্ধা ও শিশুটির।

শনিবার সকালে এনিয়ে কুঞ্জনগরে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়। একাধিক জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। একাধিক জনপ্রতিনিধি এলাকায় গিয়েও ক্ষোভ সামাল দিতে পারেননি। তবে বন দপ্তরও দুঃখপ্রকাশ করেছে। বিকেলে ওই বাড়িতে আসেন জলদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত ডিএফও হরিকৃষ্ণান পিজে, সহকারী ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন নবজিৎ দে। পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকার তিনটি চেক তাঁরা তুলে দেন। নবজিতের কথায়, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। চেক দেওয়া হয়েছে। পরিবারের দুজন চাকরিও পাবেন।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত ১২টা নাগাদ হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। ছিল না বিদ্যুৎ। কুঞ্জনগরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতির দলের থেকে একটি দলছুট হাতির প্রতি নজর রেখেছিলেন বনকর্মীরা। সেটি এলাকায় দুজনের ঘরের বেড়াও ভাঙে। পেশায় টোটোচালক মনজিৎ সেই সময় ঘর থেকে বাইরে আসেন। কেউ বলছেন, তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হন। আবার কারও মতে, এলাকায় হাতি ঢুকেছে বুঝেই তিনি বের হন। মুহূর্তের মধ্যে হাতিটি মনজিৎকে আক্রমণ করে। তাঁর কোমরে গুরুতর চোট লাগে। চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হন বছর পঁয়ষট্টির বৃদ্ধা মা। তাঁর কোলে ছিল শিশুটি। হাতিটি বাড়ির পূর্বদিকে কিছুটা ঘুরে একেবারে উঠোনে চলে আসে। বৃদ্ধাকে পিষে দেয়। তখনই বৃদ্ধার কোল থেকে একরত্তি ছিটকে পড়ে। পাশে পাকা দেওয়ালে ছিটকে পড়ে তার মাথায় গুরুতর চোট লাগে। ঘটনাস্থলেই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। জখম পিতা ও শিশুকন্যাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পথেই শিশুটির মৃত্যু হয়।

কুঞ্জনগরে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ।

গভীর রাতে বীরপাড়ায় দুই দাঁতাল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৩১ মে : শুক্রবার গভীর রাতে বীরপাড়ার কলেজপাড়ায় ঢুকে পড়ল একজোড়া দাঁতাল হাতি। বেশ কিছুক্ষণ অলিগলিতে ঘোরাঘুরি করে হাতিগুলি। উদরস্থ করে কলা গাছ। হাতিগুলি বাড়িঘর ভাঙচুর না করলেও ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী।

গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা হলেও আদতে বীরপাড়া অনেকটাই শহর। বিশেষ করে, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি এলাকাগুলি ঘন জনবসতিপূর্ণ। শনিবার দিনভর হাতির হানা নিয়ে চর্চা চলে এলাকায়। বন লাগোয়া এলাকাগুলির মতো বীরপাড়াতেও গভীর রাতে পথে বেরোনো বিপজ্জনক হয়ে পড়ল, বলছেন স্থানীয়রা। এলাকায় নজর রাখা হবে, জানান বন দপ্তরের দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায়।

কয়েকবছর আগেও কলেজপাড়ায় হাতি ঢুকেছিল বলে জানান এলাকার গৃহবধূ উর্মিলা শা। শনিবার তিনি বলেন, 'সেবার হাতি আমাদের দোকান ভেঙে দিয়েছিল। এরপর ঘটনাটি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। শুক্রবার রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল। এলাকায় জল ঢুকে পড়ে। পরিস্থিতি দেখতে আমি ঘর থেকে বের হই। হঠাৎ দেখি সামনের রাস্তায় দুটি হাতি ঘোরাঘুরি করছে। প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রাণ বাঁচাতে ঘরে ঢুকে পড়ি।' এলাকার পঙ্কজ গোস্বামী বলেন, 'রাস্তায় জল বইছিল। আমি রাস্তায় বেরিয়ে আসি। আমার থেকে ২০-২৫ মিটার দূরে হাতি দুটি দাঁড়িয়েছিল। অথচ আমার নজরে পড়েনি। একটি গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়তেই হাতি দেখে চমকে উঠি।'

সার বিক্রির লাইসেন্স নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগে বিদ্ধ ইসলামপুর মহকুমা কৃষি দপ্তর। বিতর্ক শুরু হতেই ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা চলছে। তদন্ত কবে হবে, দোষীদের নাগাল মিলবে তো? উত্তর খুঁজলেন অরুণ ঝা

দায়সারা পরীক্ষা নয়, তদন্ত দাবি

ইসলামপুর, ৩১ মে : ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' অবস্থান নিচ্ছেন কৃষিকর্তারা, দাবি ইসলামপুর ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের। উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবিতে সরব সংগঠনের কর্তারা। আবেদনকারীদের পরীক্ষা গ্রহণ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ইসলামপুর ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত মণ্ডলের কথায়, 'গত দুই আর্থিক বছরে নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেভাবে ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, তা বিপজ্জনক। মোটা টাকা লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত না করে কৃষি দপ্তর যেভাবে পরীক্ষা নিচ্ছে, তা বেআইনি এবং আইওয়াশ। অবিলম্বে তদন্ত শুরু করুক দপ্তর।'

ইসলামপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেহফুজ আহমেদ লাইসেন্স নিয়ে চর্চিত বেনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেননি। তবে যুক্তি দিয়েছেন 'পরীক্ষার মাধ্যমে আবেদনকারীদের ঘষেমেজে নেওয়ার চেষ্টা চলছে'। উত্তর দিনাজপুর জেলা কৃষি আধিকারিক প্রিয়নাথ দাস জানিয়েছেন, এব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।

শুধুমাত্র সার ব্যবসায়ীদের সংগঠন নয়, কৃষিকর্তাদের মহলেও 'লাইসেন্স কেলেঙ্কারি' নিয়ে রয়েছে তীব্র ক্ষোভ। নাম প্রকাশ্যে নারাজ একজনের কথায়, 'কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কড়া অবস্থান নেওয়া উচিত অবিলম্বে। উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হলেই সবকিছু স্পষ্ট হবে।' সব জেনেও কর্তারা নিষ্ক্রিয় কেন? তাঁর যুক্তি, 'আসলে দপ্তরের বদনাম হোক, কেউ চাইছেন না। ফলে সক্রিয়তা নেই। কিষান ডেথ দুর্নীতি নিয়েও তো সবাই চুপ হয়ে গেল। আসলে নেতা-মন্ত্রীদের স্নেহধন্যদের বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে আর কি।'

গত দুই আর্থিক বছরে নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেভাবে ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, তা বিপজ্জনক। মোটা টাকা লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত না করে কৃষি দপ্তর যেভাবে পরীক্ষা নিচ্ছে, তা বেআইনি এবং আইওয়াশ। অবিলম্বে তদন্ত শুরু করুক দপ্তর।

- জয়ন্ত মণ্ডল
সভাপতি, ইসলামপুর ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন

মহকুমা কৃষি আধিকারিকের ব্যাখ্যায়, 'প্রায় ৪০০ জনের তালিকা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। যাঁরা পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিলেন, ধরে নিতে হবে তাঁদের নথিপত্র ঠিক নেই। এছাড়া একাধিক অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। সবটাই খতিয়ে দেখছি। তবে আমরা চেষ্টা করছি, পরীক্ষার মাধ্যমে পাশ করিয়ে যোগ্যদের এবং নথিপত্র যাচাই করে যেন আইডি ও লাইসেন্স দিতে পারি।'

আইডি ছাড়াও একাংশ ইতিমধ্যে ব্যবসা শুরু করেছেন। নজরদারিতে এত ফাঁক কেন? মহকুমা কৃষি আধিকারিকের সাফাই, 'যাঁরা ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তাঁদের ব্যবসা বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সেই নির্দেশ যে কতজন মানছেন, তা স্পষ্ট হবে মহকুমা ঘুরে দেখলে।

জেলা আধিকারিকের মন্তব্য, 'যদি কেউ বেআইনিভাবে সার্টিফিকেট পেয়ে থাকেন, আমরা তাঁদের পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করছি। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যত সংখ্যক লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে বা আবেদন জমা পড়েছে ইসলামপুর মহকুমা থেকে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমরা খতিয়ে দেখছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছি।' কৃষি দপ্তর কিষান ডেথ বেনিফিট এবং লাইসেন্স দেওয়াকে কেন্দ্র করে 'কোটি কোটি টাকার হাতবদল'-এর জল কতদূর গড়ায়, তা বলবে সময়। *(শেষ)*

দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : ২০১৭ সালের মার্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে এমআরআই পরিষেবার উদ্বোধন করেন। কয়েকবছর ঠিকঠাক চললেও হঠাৎ করে শুরু হয় সমস্যা। মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে পড়ছিল যন্ত্র। গতবছরের নভেম্বর থেকে যন্ত্রটি কাজ করা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। বিপাকে পড়েন পাহাড়বাসী। দার্জিলিং বা কার্সিয়াংয়ে বেসরকারিভাবেও এমআরআইয়ের বন্দোবস্ত নেই। ফলে সেখানকার বাসিন্দাদের শিলিগুড়িতে নেমে আট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করে এমআরআই করাতে হচ্ছে। সেই খরচ বহন করা আর্থিকভাবে দুর্বলদের জন্য মোটেই সহজ নয়।

এমআরআই পরিষেবা দ্রুত চালুর দাবিতে শনিবার হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়দের একাংশ। এই ইস্যুতে স্মারকলিপিও দেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনে নামবেন। এ প্রসঙ্গে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাসদ রাজেশ চৌহান বলেছেন, 'আগের এমআরআই মেশিনটি খারাপ হয়ে গিয়েছে। নতুন যন্ত্র আনার চেষ্টা চলছে।'

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল দার্জিলিং লক্ষ্য সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের তরফে এমআরআই পরিষেবা চালুর দাবিতে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরে সংগঠনের তরফে রমিত লেপচা বলেন, 'নভেম্বর থেকে যন্ত্রটি খারাপ। আমরা এবছরের ফেব্রুয়ারিতে একই দাবিতে হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। তবুও সমস্যার সমাধান হয়নি। ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে।'

অভিযোগের সমাধান কতদূর, খোঁজ নেবেন মেয়র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : 'টক টু মেয়র'-এর প্রতিটি পর্বে ভূরিভূরি অভিযোগ আসে। মাসদুয়েক আগে কোনও নাগরিক একটি ইস্যুতে অভিযোগ করেছিলেন। দেখা যায়, ফের একই অভিযোগ তুলছেন তিনি। এসব কারণে শিলিগুড়ির মেয়রকে বিব্রত হতে হয় মাঝেমধ্যে। বিরোধীরাও টক টু মেয়রের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এই পরিস্থিতিতে টক টু মেয়রে আসা সমস্ত অভিযোগ প্রতিমাসে রিভিউ করার সিদ্ধান্ত নিলেন গৌতম দেব। কত অভিযোগ আসছে, সেসবের মধ্যে কতগুলোর সমাধান হচ্ছে, ক'জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে প্রতিমাসে খোঁজ নেবেন নিজে। শনিবার টক টু মেয়রের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান গৌতম। বলেন, 'এখন থেকে আমি প্রতিমাসে নিজে সমস্ত ফোন কলের রিভিউ করব।'

টক টু মেয়রে গৌতম দেব।

বিরোধীদের কটাক্ষ, ফের প্রমাণিত হল পুরনিগমের কাজকর্ম গৌতমের ওপর নির্ভরশীল। সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনতে হচ্ছে তাঁকে, সমাধানের পথ বাতলে দিতে হচ্ছে, আবার সমাধান হল কি না- খোঁজ রাখতে হচ্ছে সেটাও।

শহরবাসীর সমস্যা সরাসরি শুনতে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকাকালীন টক টু চেয়ারম্যান এবং ক্ষমতায় আসার পর টক টু মেয়র অনুষ্ঠান চালু করেন গৌতম। লাইভ ফোন কলে সাধারণের সমস্যার কথা শোনা হয় সেখানে। সমস্যা তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লিখে রাখা হয়। এরপর সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় যান পুর আধিকারিকরা।

এদিকে, পুরনিগমের একাধিক বিভাগ নিয়েই বারবার টক টু মেয়রে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। অনেকে দাবি করছেন, সরাসরি মেয়রকে ফোন করে জানানোর পরেও কিছু কিছু বিভাগের তরফে সমস্যা মেটানো হচ্ছে না। তাই এবার থেকে সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ করা হল, তা নিজে রিভিউ করবেন মেয়র। খোঁজ নেবেন, কেন সমস্যার মেটানোয় বাধা আসছে এবং সমাধানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কী বা কে- নজরে রাখতে চাইছেন সবকিছু।

৩১ মে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে একাধিক বিষয় নিয়ে ফোন আসে, যা নিয়ে আগেও অভিযোগ করা হয়েছিল। তারপরেও সমাধান হয়নি। ফের এদিন ফোন আসায় মেয়রের রিভিউয়ের সিদ্ধান্ত।

আমায় নাই বা মনে রাখলে...

পথের পাশে জমে থাকা আবর্জনার মাঝে টেডি বিয়ার। শনিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : শমিদীপ দত্ত

ঈশ্বরপুরের লক্ষ্যে পদ্মের সহযাত্রী সংঘ

রণবীর দেব অধিকারী

রায়গঞ্জ, ৩১ মে : ইসলামপুর থেকে ঈশ্বরপুরের লক্ষ্যে চলেছে আরএসএস। প্রশাসনিকভাবে জায়গাটির নাম ইসলামপুর হলেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ সেই জায়গার নাম বলছে ঈশ্বরপুর। উত্তর দিনাজপুরের আরএসএস-এর একটি সাংগঠনিক জেলার নামও ঈশ্বরপুর জেলা। হিন্দুত্ব জাগরণের এমন আবেগ রচনা করেই এবার উত্তর দিনাজপুরে টানা ১৫ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল আরএসএস-এর বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির।

শনিবার ছিল তার শেষ দিন। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন ক্রমশ বাড়ছে, তখন উত্তরবঙ্গের একমাত্র রায়গঞ্জে হিন্দুত্বের কেতন ওড়ানো এই সংগঠনের এত বড় ক্যাম্প যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল। যদিও সংঘের নেতাদের দাবি, এই শিবিরের সঙ্গে রাজনীতির বা বিধানসভা ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি তাদের রুটিন শিবির।

চলতি মাসের ১৬ তারিখ থেকে রায়গঞ্জের সুদর্শনপুরে সারদা বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয় আরএসএস-এর তিন প্রান্ত মিলে ১৫ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির তথা বর্গ। শিবিরে উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ২২২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। সংঘ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪১ থেকে ৬৫ বছর বয়সের স্বয়ংসেবকদের প্রশিক্ষণের জন্যই এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন। বর্গ সর্বাধিকারী ডাঃ অমিতাভ দে বলেন, 'এই শিবিরে বিভিন্ন পেশার ও বিভিন্ন সমাজের হিন্দুরা অংশ নিয়েছেন। স্বয়ংসেবকদের শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করা হচ্ছে। চরিত্র গঠন ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলাও আমাদের লক্ষ্য।'

মুসলিম অধ্যুষিত জেলা হলেও গত কয়েক বছরে উত্তর দিনাজপুরে আরএসএস সন্তর্পণে অনেকটাই যে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সংঘের হিসেব অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুর সাংগঠনিক জেলায় তাদের নিয়মিত শাখার সংখ্যা ১০০-এরও বেশি। এই সাংগঠনিক জেলার অধীনে রয়েছে উত্তর দিনাজপুরের পাঁচটি ব্লক রায়গঞ্জ, করণদিঘি, হেমতাবাদ, ইটাহার ও

হিন্দুত্বে শান

- উত্তর দিনাজপুরের আরএসএস-এর একটি সাংগঠনিক জেলা ঈশ্বরপুর
- হিন্দুত্বের জাগরণে এই ইসলামপুরেই ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির চালাল আরএসএস
- আরএসএস-এর হিন্দুত্বে শান বিজেপির লক্ষ্য পূরণে কাজ করবে বলেও স্বীকার করছেন পদ্ম নেতারা

কালিয়াগঞ্জ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের দুটি ব্লক কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর। অন্যদিকে ইসলামপুর মহকুমার চারটি ব্লক চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া নিয়ে গঠিত ঈশ্বরপুর সাংগঠনিক জেলা। এই জেলায় শাখা প্রায় ৫০। একদিকে শাখা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে হিন্দুত্ব চিন্তাধারার প্রসার ঘটাচ্ছে আরএসএস, অন্যদিকে এই হিন্দু আবেগকেই কাজে লাগিয়ে মেরুকরণের অঙ্কে ভোট ময়দানে বাজিমাত করতে চাইছে বিজেপি।

রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুললেও আগামীতে নবান্ন দখলের যুদ্ধে জোড়াফুল বধে পদ্ম শিবিরের ব্রহ্মাস্ত্র যে হিন্দুত্ব, তা একরকম স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ। তিনি বলেন, 'ঐক্যবদ্ধভাবে আগামীদিনে হিন্দুত্ব মেরুকরণের মাধ্যমে আমাদের জেলায় একটা ভালো রেজাল্ট করার মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিবেশ ধরে রাখতে পারলেই আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনে আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবে।'

কিন্তু উত্তর দিনাজপুরে তো মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সরাসরি হিন্দুত্বের লাইন কি এখানে খাটবে? গেরুয়া নেতার যুক্তি, 'জেলার সবকয়টি বিধানসভায় হিন্দুত্বের একটা বাতাবরণ আছে। যদি সব হিন্দুকে একটা ঐক্যবদ্ধ চেহারায় আনা যায়, তাহলে আমাদের সফলতা আসবেই।'

বিজেপির এই লক্ষ্য পূরণে আরএসএস-এর ভূমিকা কী? বিজেপি জেলা সভাপতি বলেন, 'আরএসএস নিয়ে কথা বলার অধিকার আমার নেই। ওরা ওদের মতো কাজ করছে। বিজেপি বিজেপির মতো হিন্দুদের স্বার্থে এবং হিন্দুত্ববাদী সরকার গড়ার লক্ষ্যে যা যা করা দরকার তা করে যাচ্ছে। তবে আরএসএস-এর কর্মকাণ্ড আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। কারণ, হিন্দুত্ববাদী সরকার তারাও চায়, আমরাও চাই।'

ইসলামপুরের ঈশ্বরপুর নামকরণ নিয়েও নাগপুরি সংগঠনের সুরেই সুর মিলিয়েছেন নিমাইবাবু। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপির সরকার তৈরি হলে ইসলামপুরকে ঈশ্বরপুর বলেই খ্যাত করা হবে।'

গৌতমের সঙ্গে বামের বোঝাপড়া, দাবি শংকরের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : দিলীপ বর্মনের প্রশ্নে গৌতম দেবের অস্বস্তি এড়াতেই নাকি শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ড মিটিং বয়কট করেছেন সিপিএম কাউন্সিলাররা। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবি করলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। শংকরের ব্যাখ্যা, 'সিপিএম বুঝে গিয়েছিল, তারা থাকলে দিলীপ ইস্যুতে গৌতম দেব এবং বোর্ড সমস্যায় পড়বে। তাই আগে থেকেই বয়কট করে দিয়েছিল। নয়তো অভিজ্ঞ নেতারা বোর্ড মিটিংয়ে থেকে এটা নিয়ে প্রশ্ন করতেই পারতেন।'

বিজেপিও তো বোর্ড সভা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রেও কি একই যুক্তি খাটছে? এই প্রশ্নে শংকরের যুক্তি, 'বিজেপির কাউন্সিলাররা শোকপ্রস্তাবে মুর্শিদাবাদের ঘটনা যোগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু করা হয়নি। তাই তাঁরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এটা অন্য ইস্যু।' একই প্রশ্ন তুলেছেন গৌতমও। তাঁর কথায়, 'বোর্ড মিটিংয়ে তো বিজেপিও ছিল না। ওরাও বয়কট করে বেরিয়ে যায়। তবে কী আমার ওদের সঙ্গেও বোঝাপড়া রয়েছে?'

পালটা সেটিং তত্ত্ব সিপিএমের

এদিকে, শংকরের তোলা অভিযোগ যথারীতি নস্যাৎ করে দিয়েছে সিপিএম। শিলিগুড়ি পুরনিগমের সিপিএমের পরিষদীয় দলের নেতা মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'গত বোর্ড মিটিং শেষেই আমরা পরের মিটিং বয়কট করার কথা ঘোষণা করেছিলাম। দেশে সবাই বুঝে গিয়েছে, মোদির দয়াতেই দিদি বেঁচে রয়েছেন। সুতরাং কার কার বোঝাপড়া হয়েছে সেটা সবাই বুঝতে পারছে।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বহুতল তৈরি হচ্ছে বলে এদিন অভিযোগ করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। শনিবার বিজেপি কাউন্সিলাররা এই মর্মে পুর কমিশনার ছিরিং ওয়াই ভুটিয়াকে স্মারকলিপিও দেন। বিজেপির দাবি, স্টেশন ফিডার রোড, বর্ধমান রোড সহ পুরনিগমের ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডজুড়ে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। প্রোমোটাররা এই নির্মাণ করছেন।

পাশাপাশি একাধিক বহুতলের নীচে থাকা পার্কিংয়ের জায়গা বিক্রি করে সেখানে দোকান তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিরোধী দলনেতার। অমিত বলছেন, 'শহরজুড়ে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। পার্কিংয়ের জায়গা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা আজ চিঠি দিয়েছি। আগামীতে জোরদার আন্দোলন হবে।'

সালিশি সভায় সংঘর্ষে জখম

চোপড়া, ৩১ মে : চোপড়ার কাঁঠালবাড়ি গ্রামে শনিবার জমি সংক্রান্ত সালিশি বৈঠক চলাকালীন সংঘর্ষে জখম ৯ জন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হলে তিনজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ও চারজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে আইনউদ্দিন ও মতিবুল রহমানের পরিবারের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছে। কয়েকবছর আগে মতিবুলের কাছ থেকে জমি কেনেন আইনউদ্দিন। ওই জমিতে ঘরের কাজ শুরু করতে গেলে মতিবুল বাধা দেন বলে অভিযোগ। আইনউদ্দিন বলেন, 'লাঠি ও ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেছে মতিবুল ও তার ছেলেরা। আমার তিন ছেলে, বৌমা সহ মোট চারজন জখম হয়েছে।'

মতিবুল পালটা বলেন, '১৯ কাঠা জমির মধ্যে ৪ কাঠা বিক্রি করেছিলাম। কিন্তু তার চেয়ে বেশি জমি দখল করে নেওয়া হয়েছে। ন্যায্য কথা বলতে গেলে আমার পরিবারের পাঁচজনকে মারধর করেছে।' অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

জেল হেপাজত

বাগডোগরা, ৩১ মে : ব্যাংডুবি সেনাছাউনি থেকে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশি আজিজুল ইসলামকে শনিবার শিলিগুড়ির আদালত ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। ২৭ মে ব্যাংডুবির সেনাছাউনির এমইএস মোড় থেকে সেনা গোয়েন্দারা তাকে গ্রেপ্তার করেন। এরপর তাঁরা আজিজুলকে বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ ৪ দিনের জন্য হেপাজতে রেখে শনিবার তাকে আদালতে পাঠায়।

সবুজে ঘেরা।। *তেলিপাড়া থেকে বিন্নাগুড়ি যাওয়ার পথে ছবিটি তুলেছেন অম্লান দত্ত।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পুজোর আগে কাজ, নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : পুজোর আগেই আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের কাজ শেষ করার জন্যে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শনিবার পুরনিগমে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুরকর্তারা। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্য মেয়র পারিষদ ও আধিকারিকরা ছিলেন।

বিভিন্ন এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের কাজ করার সময় জলের পাইপ নষ্ট হচ্ছে বলে আলোচনায় উঠে আসে। এতে বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। রাস্তা খোঁড়ার জন্যে বৃষ্টিতে সমস্যা হয়। বৈঠক শেষে ডেপুটি মেয়র বলেন, 'বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওদের পুজোর আগে কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। কোথাও খোঁড়াখুঁড়ির আগে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে।'

দেহ উদ্ধার

ইসলামপুর, ৩১ মে : ইসলামপুরের শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে শনিবার এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মৃতার নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভবত ওই বৃদ্ধাকে কোনও গাড়ি ধাক্কা মেরেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

নিন্দায় নৌশাদ

চালসা, ৩১ মে : তৃণমূল ও বিজেপি- দুই দলই নৌশাদ সিদ্দিকীর নিশানায়। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কারও নজর নেই বলে অভিযোগ আইএসএফ বিধায়কের। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রীই হন বা মুখ্যমন্ত্রী, তাঁরা উত্তরবঙ্গে আসেন শুধু ভোটব্যাংকের রাজনীতি করতে।' দু'দিনের সফর সেরে নৌশাদ শনিবার ভাঙরে ফিরে গিয়েছেন। আইএসএফ বিধায়কের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গে এইমস, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি কিছুই করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের সমালোচনায় নৌশাদের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ভালো না। জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সমস্ত পরিষেবা এখনও চালু হয়নি।

প্রস্তুতির সঙ্গেই চলবে আন্দোলন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : গরমের ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে খুলছে রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়। তার আগেরদিন অর্থাৎ রবিবার থেকে বিক্ষোভে শামিল হতে চলেছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত 'বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের' স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত। সেইমতো স্কুলে যাবেন বটে, তবে আন্দোলনের পথ থেকে সরতে নারাজ তাঁরা।

রবিবার বিকেলে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে শিক্ষকদের মিছিল শুরু হওয়ার কথা। বিগত কয়েকদিন ধরে চাকরিহারাদের আন্দোলন কলকাতার বিকাশ ভবনমুখী ছিল। এবার জেলায় জেলায় পথে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আন্দোলন চালিয়ে যেতে বরাদ্দ সরকারি ছুটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা।

'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর সদস্য তথা শিলিগুড়ির পাথরঘাটা হাইস্কুলের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক রঞ্জিত বিশ্বাস বললেন, 'প্রতিটি জেলার পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও রবিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি হবে। এই নিয়ে শনিবার রাতে আমাদের বৈঠক রয়েছে। আদালতের নির্দেশ মেনে আমরা স্কুলে যাব। তবে আন্দোলনের জন্য হাতে থাকা ছুটি কাজে লাগাব।'

রঞ্জিতের ব্যাখ্যায়, 'বিভিন্ন ধরনের ছুটি শিক্ষকদের পাওনা। সেই ছুটি নিয়ে আমরা আন্দোলনে অংশ নেব। তবে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার যেন ক্ষতি না হয়, সে বিষয়টি মাথায় রাখা হবে।'

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্য নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চাকরিহারারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের একাংশ পরীক্ষার প্রস্তুতিও শুরু করেছেন। তবে তা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি কেউ। চাকরিহারা শিক্ষকদের একটি অংশ আবার দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ফের পথে...

- রবিবার বিকেলে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিল শুরু হওয়ার কথা
- পাওনা ছুটি নিয়ে আন্দোলনে শামিল হওয়ার পরিকল্পনা চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের
- নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি জারির বিরোধিতা করলেও প্রস্তুতি শুরু করেছেন চাকরিহারাদের অধিকাংশ

লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক বিকাশ রায়ের কথায়, 'আন্দোলনের পথ থেকে আমরা সরব না। বরং ঝাঁঝ বাড়ানো হবে। প্রথমদিকে আমাদের আন্দোলন ছিল জেলাভিত্তিক। পরবর্তীতে সেটা কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় চলছিল। এবার ফের জেলায় জেলায় পথে নামা হবে।'

রবিবারের কর্মসূচির পর নিজেদের মধ্যে বৈঠকে আগামীর আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করা হবে বলে জানালেন তিনি।

উন্নয়নে দুয়োরানি রণদিভে কলোনি

নাগরিক সমস্যা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : শিলিগুড়ির ঝংকার মোড় থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই মহানন্দা সেতু। সেই সেতুর এপারে পুরনিগম। আর ওপারে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সেতুর দুই পাশের প্রশাসনিক কাঠামোয় যেমন ফারাক রয়েছে, তেমনই নাগরিক পরিষেবাতেও বিস্তর ফারাক রয়েছে, দাবি বিটি রণদিভে কলোনির বাসিন্দারা।

এলাকায় প্রবেশের আগেই মহানন্দা সেতু থেকে দেখা যাবে, বাঁদিকে নদী বরাবর বাঁধের ওপর কাঁচা রাস্তা। পাড়ার ভেতর ঢুকলেও সেই কাঁচা রাস্তাই। কলোনির বেশিরভাগ রাস্তা ও গলিগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ। এলাকার দুয়েকটি প্রধান রাস্তায় পিচের প্রলেপ পড়েছিল অন্তত বছর দশেক আগে।

তবে সেগুলো আর এখন পাকা রাস্তা বলে মনে হয় না। সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা নেই। স্বাধীনতার পর এতদিনেও এলাকায় পৌঁছায়নি সরকারি পানীয় জল। যদিও কলোনিটি বসেছে প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামে।

এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, বাঁধের ওপর একটি গাছের নীচে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যেই একজন, বছর ষাটের প্রবীণ যাদব বললেন, 'প্রায় আড়াই দশক আগে এখানে কলোনি তৈরি হয়েছে। আজ যখন বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তাঘাট পাকা হচ্ছে তখনও বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে আমাদের এলাকা।' পাশ থেকে রত্নাদেবী বলে উঠলেন, 'নালানর্দমা না থাকায় দূষিত জল এলাকাতেই জমে থাকছে। জানি না আমাদের এলাকায় উন্নয়নের কাজ হয় না কেন?'

বিটি রণদিভে কলোনিতে এবড়োখেবড়ো রাস্তা।

এলাকায় সব মিলিয়ে হাজারখানেক পরিবারের বাস। কেউ ঘর করেছেন ২০-২৫ বছর আগে, কেউবা এলাকায় এসেছেন বছর কয়েক আগে।

কারও রয়েছে পাকা ছাদ দেওয়া বাড়ি। কেউ আবার একচিলতে ঘরেই পরিবার নিয়ে দিন গুজরান করেন। নদীর দুই পারে উন্নয়নে এত বৈষম্য কেন? প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার আরেক বাসিন্দা শংকর অধিকারী। তিনি বলেন, 'মাত্র একশো মিটার দূরেই পরিষেবার মান ভিন্ন। আজকাল তো পঞ্চায়েত এলাকাতেও অনেক উন্নত পরিষেবা দেওয়া হয়। আমাদের এলাকা ব্যতিক্রম কেন?'

জবাবে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শিবেন বিশ্বাস বলেছেন, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা অনেক বড় জায়গা নিয়ে গঠিত। জনসংখ্যাও বেশি। গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে এত কাজ করা সম্ভব নয়। ওই এলাকার প্রধান দুটি রাস্তা তৈরির জন্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে। অন্যান্য কাজ কীভাবে করা যায় সেব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

আদালতে ধাক্কা লালুপ্রসাদের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : আদালতে ফের ধাক্কা খেলেন লালুপ্রসাদ যাদব। 'জমির বিনিময়ে চাকরি' দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। মামলাটির তদন্ত করছে সিবিআই।

জমির বদলে রেলে চাকরির অভিযোগ সংক্রান্ত ওই মামলায় নিম্ন আদালতে বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন লালুপ্রসাদ। তবে তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি দিল্লি হাইকোর্ট।

বিচারপতি রবীন্দ্র দুদেজা বলেন, চার্জ গঠনের সময় নিম্ন আদালতে নিজের যুক্তি পেশ করার সুযোগ লালুপ্রসাদ যাদব পাবেন। তাই এই পর্যায়ে মামলার কার্যক্রম বন্ধ করার মতো কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

এই মামলায় লালুপ্রসাদ, তাঁর পরিবার এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অভিযোগ, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন লালুপ্রসাদ রেলে চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে প্রার্থীদের কাছ থেকে বা তাঁদের আত্মীয়দের থেকে জমি নিয়েছিলেন, হয় উপহার হিসাবে বা নামমাত্র দামে।

এই মামলায় চার্জ গঠনের বিষয়ে শুনানি ২ জুন শুরু হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

দুর্ঘটনায় মৃত বর সহ ৫

লখনউ, ৩১ মে : মর্মান্তিক দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশের হরদোইতে। শনিবার বিয়ে করে ফেরার পথে খাদে পড়ে যায় বরের গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ জনের। গুরুতর আহত ছয় জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সদ্য বিয়ে করে কুসুমা গ্রাম থেকে পাটিয়ানিম গ্রামে পরিবার ও প্রতিবেশীদের নিয়ে ফিরছিলেন নীরজ। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটি দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। আলমনগরের কাছে আসতেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাঁক নিতে গেলে খাদে পড়ে যায় গাড়ি। পুলিশের পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। উদ্ধার করা হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

দেহ উদ্ধার

লখনউ, ৩১ মে : দিল্লি-লখনউ হাইওয়ের পাশের জঙ্গলে সুটকেস থেকে উদ্ধার এক তরুণীর পচাগলা দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের পিলখুয়াতে। তরুণীর পরিচয় জানা যায়নি। জঙ্গলে একটি সুটকেস পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পচা গন্ধে ভরে গিয়েছিল চারিদিক। সন্দেহ হওয়ায় খবর দেওয়া হয় থানায়।

পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর মুখে ও গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, তরুণীকে কয়েকদিন আগে শ্বাসরোধ করে খুনের পর সুটকেসে ভরে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়।

রাজপথ ডুবেছে। রিকশাচালকের ভরসায় গন্তব্যে চলেছেন দুই যাত্রী। শনিবার গুয়াহাটিতে।

পাক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাণিজ্য বৈঠকের প্রস্তুতি

সংঘর্ষ বিরতি, ফের কৃতিত্ব দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৩১ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধের জন্য নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আরও একবার। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, যে কাজের জন্য তাঁর সবচেয়ে বেশি গর্ব হচ্ছে, সেটি হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য পরমাণু যুদ্ধ ঠেকানো। দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশকে ব্যবসা-বাণিজ্যের টোপ দিয়েই নাকি তিনি বশ করেছেন বলে দাবি ট্রাম্পের।

ভারত আগেই 'অপারেশন সিঁদুরে' রাশ টানার ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কথা অস্বীকার করেছে। তারপরেও ট্রাম্প যেভাবে কৃতিত্ব দাবি করছেন, তা কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়াচ্ছে বলে মত কূটনৈতিক মহলের। ট্রাম্পের বিবৃতি প্রকাশ্যে আসতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স পোস্টে লিখেছেন, '৩টি দেশ এবং ৩টি শহরে গত ২০ দিনের মধ্যে ৯ বার। ডোনাল্ড ভাই কীভাবে ৪ দিন ধরে চলা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন? মার্কিন হস্তক্ষেপ এবং পারমাণবিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য বাণিজ্যকে হাতিয়ার করার কথা পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন তিনি।' মোদিকে উদ্দেশ্য করে রমেশ বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি তাঁর বন্ধু ডোনাল্ড ভাইয়ের দাবি নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব। প্রধানমন্ত্রী কেন কিছু বলছেন না?' এদিন ছিল এলন মাস্কের

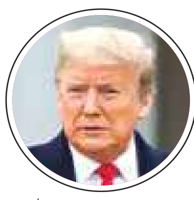

একটা কাজ করতে পেরে আমার ভীষণ গর্ব হচ্ছে। সেটা হল ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করতে পারা। আমার মনে হয়, লড়াই চলতে থাকলে তা শেষ পর্যন্ত পরমাণু যুদ্ধের স্তরে চলে যেত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

৩টি দেশ এবং ৩টি শহরে গত ২০ দিনের মধ্যে ৯ বার। ডোনাল্ড ভাই কীভাবে ৪ দিন ধরে চলা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন? নরেন্দ্র মোদি তাঁর বন্ধু ডোনাল্ড ভাইয়ের দাবি নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব। প্রধানমন্ত্রী কেন কিছু বলছেন না?

জয়রাম রমেশ

কাজের শেষ দিন। সেই উপলক্ষ্যে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে অচিরেই মাস্কের বিদায়বেলা পরিণত হয় ট্রাম্পের কৃতিত্ব দাবি এবং ভারত-পাক যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা সভায়।

ট্রাম্প বলেন, 'যে কাজ করতে পেরে আমার ভীষণ গর্ব হচ্ছে সেটা হল ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করতে পারা। আমার মনে হয়, লড়াই চলতে থাকলে তা অচিরে পরমাণু যুদ্ধের স্তরে চলে যেত।' তিনি বলেন, 'আমি ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের ধন্যবাদ দিতে চাই। আমাদের দেশের মানুষকেও ধন্যবাদ। আমরা বাণিজ্যের ওপর জোর দিয়েছিলাম।' বলেছিলাম, 'যারা একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা-পালটা হামলা চালাচ্ছে, পরমাণু যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে তাদের সঙ্গে ব্যবসা করা যায় না। ভারত, পাকিস্তানের নেতারা মহান, তাই আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।'

এরপরেই মার্কিন সেনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা অন্যদের যুদ্ধ থামাতে পারছি। কারণ, আমরা সবার থেকে ভালো যুদ্ধ করতে পারি। আমাদের সেনাবাহিনী পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বের প্রথমসারির নেতারা আমাদের সমর্থন করেন।' ট্রাম্পের মন্তব্য নিয়ে ভারত বা পাকিস্তান কোনও তরফেই সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে যুদ্ধ বন্ধের জন্য পাকিস্তানকে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।

থারুরের প্রতিবাদে ভোল বদল কলম্বিয়ার

বোগোটা, ৩১ মে : ছোট্ট একটা প্রতিবাদ। তাতেই নিজেদের আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল চিনের মিত্র দেশ কলম্বিয়ার গুস্তাভো পেত্রোর সরকার। ভারতের 'অপারেশন সিঁদুরে'র ধাক্কায় পাকিস্তানে শতাধিক জঙ্গির নিহত হওয়ার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছিল তারা। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শশী থারুর তাতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিবাদের জেরে শেষমেশ পাকিস্তানকে নিয়ে শোক প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছে কলম্বিয়া। ভারতের অবস্থানও মেনে নিয়েছে তারা।

কলম্বিয়ার সহকারী বিদেশমন্ত্রী মিস রোসা ইয়োলান্ডা ভিলাভাইসেন্সিও-র পাশে দাঁড়িয়ে শশী থারুর বলেন, 'কলম্বিয়ার যে বিবৃতিতে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম, সেটি তাঁরা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে সহকারী বিদেশমন্ত্রী অত্যন্ত উদারতার

সঙ্গে জানিয়েছেন। ওঁরা আমাদের অবস্থান পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন।' ভারতের সন্তোষের কথা জানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ এও বলেছেন, 'আপনারা ওই বিবৃতি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে যেটা জানিয়েছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত খুশি। কলম্বিয়ার জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে আপনি আমাদের সার্বভৌমত্ব, ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বশান্তির জন্য আমাদের পাশে দাঁড়াতে সংকল্পবদ্ধ বলে আমরা আরও খুশি হয়েছি। আমাদের জনসাধারণ এবং প্রতিনিধিদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা আগামী দিনেও জারি থাকলে আরও খুশি হব।'

জঙ্গি এবং সাধারণ নাগরিকদের যে সমদৃষ্টিতে দেখা যায় না, সেই কথা এদিনও জানিয়ে দেন থারুর। তাঁর দলের অন্যতম সদস্য তথা বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্যও কলম্বিয়া সরকারের অবস্থান বদলকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পর্যটকদের হত্যা করা এবং সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই দুটিকে সমানভাবে দেখা যায় না।'

বিপর্যস্ত উত্তর-পূর্বে মৃত ১১

টানা বৃষ্টিতে বানভাসি কেরল

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ মে : ভারতে আগাম প্রবেশের পর থেকেই শক্তিপ্রদর্শন করছে বর্ষা। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে। এদিকে একের পর এক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। সেখানে হড়পা, ভূমিধস ও পথ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধসে চাপা পড়ে কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলায় মারা গিয়েছেন ৫ জন।

টানা বৃষ্টিতে বানভাসি ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশদ্বার কেরল। উত্তর কেরলের জেলাগুলির বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছে। তিরুবনন্তপুরম, কোল্লম, আলাপুঝা, কোট্টায়াম, ইদুক্কি, এর্নাকুলাম, ত্রিশূর, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড় এবং কান্নুরে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। কয়েক হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার হাওয়া অফিসের তরফে জারি করা পূর্বাভাসে আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। কোথাও কোথাও ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। উত্তর কেরলের জেলাগুলিতে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে কেরলে বহু ট্রেন দেরিতে চলছে। তবে উড়ান পরিষেবা মোটের ওপর স্বাভাবিক রয়েছে বলে তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে বলা হয়েছে। শনিবার

একনজরে

- উত্তর কেরলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি
- কেরলের তিরুবনন্তপুরম, কোল্লম, আলাপুঝা, কোট্টিয়াম, ইদুক্কি, এর্নাকুলাম, ত্রিশূর, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড় এবং কান্নুরে জারি হলুদ সতর্কতা
- অসমের কামরূপ, কাছাড়, ধেমাজি, লক্ষ্মীপুর এবং গোলাঘাট সহ ছয়টি জেলায় বন্যায় ১০,০০০-এর বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
- মিজোরামের লংটলাইয়ে ভূমিধসে পাঁচটি বাড়ি, একটি হোটেল ধসে পড়েছে
- মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলায় বৃষ্টির ফলে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে

পর্যন্ত ভিজিনজামে নিখোঁজ ট্রলারের মৎস্যজীবীদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁদের খোঁজে এদিনও ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে নৌ এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী। একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে দক্ষিণের অপর রাজ্য কর্ণাটকে। প্রাণহানির খবর নেই। গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে ভারী বৃষ্টির ফলে অসম, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয় ও মিজোরামের স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

অসমের নগরোন্নয়নমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া জানিয়েছেন, কামরূপ মেট্রোপলিটান জেলায় ভূমিধসে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। কামরূপ, কাছাড়, ধেমাজি, লক্ষ্মীপুর এবং গোলাঘাট সহ ছয়টি জেলায় বন্যায় ১০,০০০-এর বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় দুটি আশ্রয় শিবির এবং একটি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে প্রশাসন। ঝড়-বৃষ্টির কারণে অসমের ১৮টি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মিজোরামের লংটলাই শহরে শুক্রবার রাতে ভূমিধসের কারণে পাঁচটি বাড়ি এবং একটি হোটেল ধসে পড়েছে। হোটেলে থাকা মায়ানমারের বেশ কয়েকজন নাগরিকের ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে। মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলায় বৃষ্টির ফলে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। লুমকিনটুং-এ ভূমিধসে ৫০ বছর বয়সি এক মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন। পোমলাক্রাই মাওবিন্নায় ৩৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তি জলে ডুবে মারা গিয়েছেন। মাওকিনরিউ ব্লকে গাছ পড়ে ১৫ বছর বয়সি এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারের জন্য ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

প্রয়াত 'বাঘ বাহাদুর' বল্মীক থাপার

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : জীবনাবসান হল বিখ্যাত বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকর্মী ও 'টাইগার ম্যান' নামে পরিচিত বল্মীক থাপারের। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে শনিবার সকালে দিল্লির কৌটিল্য মার্গে নিজের বাড়িতে তিনি মারা যান। শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটেয় লোধি মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণপ্রেমী বল্মীকের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি বলেন, 'বল্মীক থাপার ছিলেন বন্যপ্রাণ রক্ষার জগতে এক কিংবদন্তি, বিশেষ করে বাঘ সংরক্ষণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আজকের রণথম্ভোর তাঁর নিষ্ঠা ও অনমনীয় উৎসাহেরই প্রমাণ।'

বল্মীকের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে সংরক্ষণ জীববিজ্ঞানী নেহা সিনহা বলেন, 'তিনি বহু বছর ধরে আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের বাঘদের কণ্ঠস্বর ছিলেন।' তিনি সকলকে থাপারের লেখা 'টাইগার ফায়ার' এবং 'লিভিং উইথ টাইগার্স' পড়ার আহ্বান জানান।

পরিবেশপ্রেমী ফতেহ সিং রাঠোরের থেকে প্রকৃতিপ্রেমের পাঠ পেয়েছিলেন বল্মীক। প্রায় চার দশকের বেশি সময় ধরে ভারতের বন্যপ্রাণ রক্ষায় কাজ করেছেন এই 'বাঘ বাহাদুর'। বিশেষত বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। ১৯৮৮ সালে তিনি রণথম্ভোর ফাউন্ডেশন গঠন করেন। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। বল্মীক বারবার জোর দিয়ে বলতেন, বাঘের জন্য নিরাপদ এলাকা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ

একেবারে থাকবে না। পাশাপাশি চোরাশিকার বন্ধ করতে কঠোর আইন প্রয়োগের দাবিও জানিয়ে গিয়েছেন তিনি। সারাজীবনে তিরিশটির বেশি বই লিখেছেন বল্মীক। এছাড়া ২০২৪ সালে তিনি 'মাই টাইগার ফ্যামিলি' নামের একটি তথ্যচিত্রেও অংশ নেন।

বল্মীক থাপার সাংবাদিক রমেশ থাপারের পুত্র। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার তাঁর কাকিমা এবং সাংবাদিক করণ থাপার তাঁর ভাই। তিনি অভিনেতা শশী কাপুরের কন্যা ও নাট্যশিল্পী সঞ্জনা কাপুরকে বিয়ে করেন। তাঁদের এক পুত্র রয়েছে।

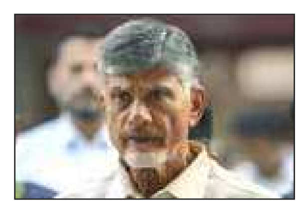

চন্দ্রবাবুর মোদি প্রশস্তি

অমরাবতী, ৩১ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'নেতৃত্বের প্রশ্নেই সবথেকে বড় ফারাক রয়েছে বিজেপি এবং বিরোধীদের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কার্যকারিতার ভিত্তিতে নেতা বাছাই করেন। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে উনি তরুণ নেতাদেরও বেছে নেন।' ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে বিজেপির সবথেকে বড় মুশকিল আসান হিসেবে এগিয়ে আসেন চন্দ্রবাবু এবং নীতীশ কুমার। রাজনৈতিক বিরোধীদের সরাসরি না বিঁধলেও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, নির্বাচনে জয়টাই সবথেকে বড় বিষয়। বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের জয়ের ট্র্যাক রেকর্ড নিয়ে কথা বলতে গিয়ে টিডিপি সুপ্রিমো বলেন, 'সময় বদলে গিয়েছে। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিও বদলে গিয়েছে। একটা সময় কমিউনিস্টরাও শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু এখন আর্থিক সংস্কারের পর কমিউনিস্টদের কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে!'

ছেলের ঘুসিতেই মাস্কের চোখের কোণে কালশিটে

ওয়াশিংটন, ৩১ মে : মুখে হালকা হাসি থাকলেও ডান চোখের কোনায় স্পষ্ট কালশিটে দাগ। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে বিদায়ি সাক্ষাৎকার দিতে আসা এলন মাস্ককে দেখে সকলেই চমকে যান। প্রবল প্রভাবশালী ধনকুবেরের ডান চোখের পাশে মোটা কালশিটে দাগ। সেটা দেখে স্বাভাবিকভাবেই গুঞ্জন শুরু হয়—কী করে হল ওটা?

এমন একটি প্রশ্ন যে উড়ে আসতে পারে, তা

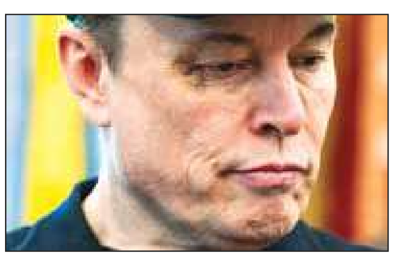

বোধহয় আগেভাগেই আঁচ করেছিলেন টেসলার কর্ণধার। প্রশ্ন শুনে রাখঢাক না করে তিনি ফাঁস করেন রহস্যটা। বলেন, তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে এক্স-এর ঘুসি খেয়েই এমন অবস্থা হয়েছে তাঁর। খেলার ছলে তাঁকে ঘুসি মেরেছিল এক্স। আর তার জন্যই এমন কালো দাগ পড়েছে তাঁর চোখের কোনায়। রসিকতার সুরে মাস্ক বলেন, 'আমরা খেলছিলাম। আমি বললাম, নাও, আমার মুখে ঘুসি মারো তো। ও-ও দুম করে মেরে দিল।' একটু থেমে হেসে মাস্ক বললেন, 'ভেবেছিলাম, পাঁচ বছরের বাচ্চা তো...কিন্তু দেখলাম, ওর ঘুসিতেও কালশিটে পড়ে!' হোয়াইট হাউসে একবার প্রেসিডেন্টের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আপন মনে নাক খুঁটতেও দেখা গিয়েছিল তাকে! সেবার মাস্কের কাঁধে চেপে সে চষে বেড়িয়েছিল পুরো ওভাল অফিস। সেই এক্স যে এমন কাণ্ড করবে, তা আর বেশি কথা কী!

সাংবাদিক বৈঠকে মজার ছলে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাঁক্রোকেও খোঁচা দেন মাস্ক। ম্যাঁক্রোকে তাঁর স্ত্রীর ধাক্কা মারার ভিডিও কিছুদিন আগে ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিও নিয়ে কথা উঠলে মাস্ক হেসে বলেন, 'আমার এই কালশিটে দেখে অনেকে ভাবছেন, আমি বুঝি ফ্রান্সে ছিলাম। না না, আমি ওদিকে যাইনি!'

কিডনি দিয়ে মেয়েকে বাঁচালেন বৃদ্ধা

জয়পুর, ৩১ মে : এক মা-ই পারেন সন্তানের জন্য নিজের জীবনকে বাজি রাখতে। কিডনির জটিল রোগে অসুস্থ মেয়ে গুড্ডিকে (৪৬) নিজের কিডনি দান করে নতুন জীবন দিলেন ৮৪ বছরের বৃদ্ধা বুদ্ধ দেবী। জয়পুরের এসএমএস হাসপাতালে ২৩ মে সফলভাবে সম্পন্ন হয় অস্ত্রোপচার। ষাটোর্ধ্বদের জন্য অঙ্গদান ঝুঁকিপূর্ণ, চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই চিরাচরিত ধারণাকে হেলায় হারিয়ে দিলেন বৃদ্ধা।

দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন গুড্ডি। ২০২৪-এর অক্টোবর থেকে তাঁর জীবন পুরোপুরি ডায়ালিসিস নির্ভর হয়ে পড়ে। কিন্তু দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রতিস্থাপন জরুরি ছিল। মেয়ের অসুস্থতায় এগিয়ে আসেন অশীতিপর মা। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় তাঁকে উপযুক্ত দাতা হিসাবে চিহ্নিত করেন চিকিৎসকরা।

বৃদ্ধার কথায়, 'কিডনি দিতে একটুও ভয় পাইনি। আমার গোটা জীবন কেটে গিয়েছে। যদি আমার কোনও অঙ্গ সন্তানের ব্যথা উপশম করতে পারে, তাহলে খুশি হব।' অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক দল জানিয়েছে, অপারেশনের পর বুদ্ধ দেবী সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। তিনদিন পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিস্থাপিত হওয়া কিডনিটি সঠিকভাবে কাজ শুরু

নজির গড়লেন অশীতিপর

করেছে এবং গুড্ডির অবস্থাও স্থিতিশীল।

হাসপাতালের অধ্যক্ষ ড. ধনঞ্জয় আগরওয়াল জানিয়েছেন, এতদিন পর্যন্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বয়স্ক দাতা ছিলেন ৭৯ বছরের এক মহিলা। এখন বুদ্ধ দেবী হাসপাতালের ৭৯৩ জন কিডনি দাতার মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ। তাঁর এই কাজ চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নতুন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করল।

মহাসাগর দাপিয়ে ফিরলেন দুই তরুণী নাবিক

পানাজি, ৩১ মে : ওরে বাবা, অত উঁচুতে উঠব কী করে? উঁচু জায়গাকে ভীষণ ভয় আনাইমালাইয়ের পাহাড়ি এলাকায় বড় হয়ে ওঠা ছোট্ট মেয়ে দিলনা কের। এখন তিনি নৌ-আধিকারিক। উচ্চতাকে নিজের বশংবদ করে ফেলেছেন।

ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার দিলনা কে আইএনএসভি তারিণীর মাস্তুলে দাঁড়িয়ে মাঝসমুদ্র দাপিয়ে চলে এলেন দক্ষিণ গোয়ার মোরমুগাঁও বন্দরে। দিলনার সতীর্থ রূপা আলাগিরিসামিও কঠিন কাজে উৎসাহ পান। তাঁদের আট মাসের সমুদ্রযাত্রা শেষ হল। চার মহাসাগর, তিন অন্তরীপ পেরিয়ে দুই তরুণী ২৫,৪০০ নটিক্যাল মাইল অতিক্রম করে বৃহস্পতিবার ঘরে ফিরলেন। দক্ষিণ গোয়ায় তাঁদের জাহাজ নোঙর করেছে।

ছেলেবেলায় দিলনা মোটেই বই মুখে করে থাকা আর পাঁচটা মেয়ের মতো ছিলেন না। বোন দীপ্তির কথায়, 'সবাই যখন পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত, দিলনা তখন ব্যাট, বল নিয়ে ক্রিকেট

খেলতে কিংবা ফুটবল খেলায় গোল করতে ব্যস্ত থাকত।'

দিলনা, দীপ্তির বাবা ছিলেন সেনা অফিসার। বাবাকে দেখেই তাঁরা বড় হয়েছেন। পেশি শক্ত করার জন্য কিশোরী দিলনা প্রতিদিন কুয়ো থেকে ১০০ বালতি জল তুলতেন। কাজে গতি আনতে দিলনা ডালপালাহীন নারকেল গাছে তরতর করে উঠে পড়তেন। নিত্যদিনের রুটিনমাফিক কাজের পর শুটিং অভ্যাস করতে সপ্তাহে দু'দিন কোঝিকোড় থেকে ইডুক্কি যাওয়া ছিল বাঁধা।

দিলনার সমুদ্রযাত্রার সঙ্গী রূপা আলাগিরিসামির শৈশবের স্বপ্ন ছিল মহাকাশে বিচরণ। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিই রূপা কিছুদিন বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল অ্যারোস্পেস ল্যাবরেটরিতে কাজ করলেও এখন ভারতীয় নৌবাহিনীর সদস্য।

রূপার ছোট বোন দুর্গা মণিকা বলেন, 'দিদি এসএসবিতে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। ২০১৭ থেকে দিদি নৌবাহিনীতে। মুম্বইয়ের নাভাল আর্মামেন্ট ইন্সপেকশন ডিভিশনে বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ, ডুবোজাহাজ, টর্পেডো ইত্যাদি পরীক্ষা করার দায়িত্ব ছিল দিদির। দিদি সাধারণ কাজ একেবারেই পছন্দ করে না। কেউ পারবে না এমন কাজ দেওয়া হলে খুশি হয়। ২০১৮ সালে সম্পূর্ণ মহিলা টিম নিয়ে সমুদ্র সফর করেছে। ২০২৪-এর সমুদ্র যাত্রায় দিদির সঙ্গে ছিলেন দিলনা। মণিকা বলেছেন, 'এই যাত্রার কথা আমরা কিন্তু জানতাম না।' সমুদ্র সফরের জন্য দুই অগ্নিকন্যাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পরামর্শ, 'আপনারা যে দৃঢ়তার সঙ্গে অভিযান সম্পন্ন করেছেন সেভাবেই নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলুন। আপনাদের যাত্রাপথের ভালো-খারাপ অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করবে।'

শূন্যে... ইন্ডিয়া গেটের সামনে রাজপথে বাবা ও ছেলে। শনিবার নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই

পাক চর সন্দেহে তপসিয়ায় আটক

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থার কাছে দেশের গোপন তথ্য ফাঁস করার অভিযোগে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন সিআরপিএফ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর মোতিরাম জাট। সেই ঘটনায় আরও তথ্য খুঁজতে শনিবার দিল্লি, চণ্ডীগড় ও কলকাতা সহ দেশের ১৫টি জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)।

শনিবার কলকাতার পার্ক সার্কাস, মোমিনপুর ও একবালপুরে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় এনআইএ। ডায়মন্ড হারবার রোডের একটি ভ্রমণ সংস্থার দপ্তরেও তারা হানা দিয়েছিল। যদিও কোন মামলার তদন্তে এই অভিযান চলছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অভিযোগ, ওই ভ্রমণ সংস্থার অফিস থেকেই সন্দেহজনকভাবে একাধিকবার অর্থ পাঠানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের ৩ এপ্রিল সহ অন্তত তিনবার টাকা পাঠানো হয় এই অফিস থেকে। সেই অর্থ সন্দেহজনকভাবে পাকিস্তানি অ্যাকাউন্টে পৌঁছোয়। সংস্থার মালিক মোহাম্মদ মাসুদ আলমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে এনআইএ। তাঁর মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আলম বলেন, '২০-২৫ জন এনআইএ অফিসার এসে আমাদের অফিস তল্লাশি করেন। তাঁরা একটি নির্দিষ্ট অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে জানতে চান, কিন্তু আমরা এমন কোনও লেনদেন পাইনি। আমরা ২০২৪ সালে তিনটি ট্রানজ্যাকশন করেছি 'পে পয়েন্ট ইন্ডিয়া'-র মতো থার্ড পার্টি অ্যাপে। যারা এসেছিল, তাদের আমরা চিনতাম না। আধার কার্ড দেখে ওদের দেওয়া অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছিল। যদি সেই অ্যাকাউন্ট পাকিস্তানের হয়ে থাকে, তাহলেও সরাসরি টাকা সেখানে যাওয়ার কথা নয়। আমি সবসময় আইন মেনে কাজ করেছি। আমার ফোন ও ল্যাপটপ তারা বাজেয়াপ্ত করেছে। সোমবার আমাকে ডেকেছে, আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।'

এদিন পাকচর সন্দেহে কলকাতার তপসিয়া থেকে আটক করা হয় এক ব্যক্তিকে। তিনি পেশায় হোটেলের নিরাপত্তারক্ষী। নিউটাউনে এনআইএ-র অফিসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

বর্তমানে পহলগাম কাণ্ডের তদন্তভার রয়েছে এনআইএ-র হাতে। ওই মামলায় তথ্য সংগ্রহের জন্য এর আগে পশ্চিমবঙ্গের নিহতদের বাড়িতে এসেছিলেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। অন্য রাজ্যেও নিহতদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সিআরপিএফ-এর জওয়ান আরও অনেকের সঙ্গে মোতিরামকেও গ্রেপ্তার করে এনআইএ। ওই মামলাটিরও তদন্তে রয়েছে এনআইএ।

এনআইএ-র তরফে জানানো হয়েছে, কয়েকদিন আগেই দিল্লি থেকে মোতিরামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পহলগামে কর্মরত ছিলেন। জঙ্গি হামলার কয়েকদিন আগে তাঁকে দিল্লিতে বদলি করা হয়েছিল। অভিযোগ, মোতিরাম পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের কাছে

৭ রাজ্যে তল্লাশি চালাল এনআইএ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন নথি পাঠাচ্ছিলেন। ওই পাক গুপ্তচররা সাংবাদিকের ছদ্মবেশে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। বিনিময়ে তাঁকে অর্থও দেওয়া হচ্ছিল।

পহলগাম কাণ্ডের পরই গত এক মাসে দেশের সাত রাজ্য থেকে নয় নয় করে অন্তত ১৫ জনকে পাকিস্তানের 'চর' সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকের সঙ্গেই পাকিস্তানের কোনও না কোনও যোগসূত্র মিলেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বারবার পাকিস্তানে গেলেও ঘন ঘন সফরের উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারেনি। এদের বিষয়টিও এনআইএ-র তদন্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের অন্যতম তুফায়েল মকসুদ (৩৪)। তার ফোন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তার সঙ্গে যুক্ত ৮০০-র বেশি ব্যক্তিকে নজরে রেখেছে উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস)। এদের সকলকে তুফায়েল ১৯টি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত করেছিল।

এবার মধ্যপ্রদেশে সিঁদুর প্রচার মোদির

'গুলি চালালে ছুড়ব কামানের গোলা'

ভোপাল, ৩১ মে : পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের পর এবার মধ্যপ্রদেশেও 'অপারেশন সিঁদুর' এবং ভারতীয় সেনার পরাক্রমের প্রচার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তা করতে গিয়ে নারীশক্তির জয়গান গেয়ে সুকৌশলে মহিলা ভোটব্যাংককে কাছে টানার চেষ্টা করেছেন তিনি। শনিবার ভোপালে লোকমাতা দেবী অহল্যাবাই মহিলা সশক্তিকরণ মহাসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে মোদি বলেন, 'দেশে সিঁদুর এখন শৌর্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ওরা যদি গুলি চালায় তাহলে নিশ্চিত থাকুন, তার জবাবে কামানের গোলা ছোড়া হবে।' 'অপারেশন সিঁদুর'কে দেশের জঙ্গি দমনের ইতিহাসে বৃহত্তম এবং সবথেকে সফল সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান বলেও আখ্যা দেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত সংস্কৃতি এবং পরম্পরার দেশ। আমাদের ঐতিহ্যে সিঁদুর মহিলাদের ক্ষমতার প্রতীক। রামভক্তিতে আকুল হনুমানজি গায়ে সিঁদুর মেখেছিলেন। শক্তিপুজোর সময় আমরা সিঁদুর দান করি। এই সিঁদুর এখন সাহসিকতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।' 'অপারেশন সিঁদুরে'র সাফল্য তুলে ধরতে এবং পাকিস্তান কীভাবে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়, তা জানাতে ইতিমধ্যে বিশ্বের একাধিক দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কূটনৈতিক দৌত্যে সাড়াও মিলছে। কিন্তু সিঁদুরের সেই সাফল্যকে পুঁজি করে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে লাগাতার সেনার পরাক্রমকে রাজনৈতিক প্রচারের অস্ত্রে পরিণত করেছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যে সমালোচনা শুরু করেছে বিরোধী শিবির। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর সভার কিছুক্ষণ পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। 'অপারেশন সিঁদুর' নামের নেপথ্যে রাজনীতি থাকার অভিযোগও তুলেছিলেন তিনি। উলটোদিকে কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে, ইউপিএ

শনিবার ভোপালের জনসভায় নরেন্দ্র মোদি। পাশে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

> ভারত সংস্কৃতি এবং পরম্পরার দেশ। আমাদের ঐতিহ্যে সিঁদুর মহিলাদের ক্ষমতার প্রতীক। রামভক্তিতে আকুল হনুমানজি গায়ে সিঁদুর মেখেছিলেন। শক্তিপুজোর সময় আমরা সিঁদুর দান করি। এই সিঁদুর এখন সাহসিকতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

আমলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৬ বার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস দাবি করেছিল, ২০০৮ সালের ১৯ জুন পুঞ্চের ভাট্টাল সেক্টর, ২০১১-এর ৩০ অগাস্ট-১ সেপ্টেম্বর শারদা সেক্টর, নীলম রিভার ভ্যালি এবং কেল-এ, ২০১৩-র ৬ জানুয়ারি সাওয়ান পাত্র চেকপোস্টে, ওই বছরের ২৭-২৮ জুলাই নাজাপীর সেক্টর, ৬ অগাস্ট নীলম ভ্যালি এবং ২০১৪-র ১৪ জানুয়ারি নীলম ভ্যালিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। যদিও বিজেপি একটি আরটিআই জবাবকে হাতিয়ার করে পালটা দাবি করেছিল, কংগ্রেসের ওই তথ্য মিথ্যা।

মোদি এদিন ভোপালে বলেন, 'পাকিস্তানের এতটা ভিতরে ঢুকে ভারতীয় সেনা যে জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিতে পারে, সেটা পাক সেনাবাহিনী কল্পনাও করতে পারেনি। পহলগামে সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ভারতীয়দের রক্তই ঝরায়নি। আমাদের সংস্কৃতির ওপরও আক্রমণ চালিয়েছিল। আমাদের সমাজকে বিভাজিত করার চেষ্টা করেছিল তারা। সবথেকে বড় কথা, জঙ্গিরা ভারতের মহিলা শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জ করাটাই জঙ্গি ও তাদের প্রভুদের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিল।' দেশের নারীশক্তির জয়গান গাইতে গিয়ে মোদি বলেন, 'এবার সংসদে মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৭৫ জন। আমরা এই সংখ্যাটা বাড়াতে চাই। এটাই মহিলা সংরক্ষণ বিলের মূল আকাঙ্ক্ষা। এর অর্থ বিজেপি সর্বস্তরে আমাদের বোন ও কন্যাদের ক্ষমতায়ন করছে। গোটা বিশ্ব প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ভারতের মেয়েদের সক্ষমতা টের পাচ্ছে।' মোদি বলেন, 'জম্মু থেকে পঞ্জাব, রাজস্থান থেকে গুজরাট, বিএসএফে আমাদের মেয়েরা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে, ওপাড় থেকে আসা গুলির জবাব দিচ্ছে। কমান্ড থেকে কন্ট্রোল সেন্টার সর্বত্র বিএসএফের নারীবাহিনী শৌর্যের পরিচয় দিচ্ছেন।'

সত্যিই খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধের

জীবিতকে মৃত দেখিয়ে হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা, ৩১ মে : পুলিশ প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরছেন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার বাসিন্দা সোলয়মান সেলিম। সরকারিভাবে 'মৃত' সেলিমের দাবি, জুলাই আন্দোলনে মৃতদের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। তাঁকে মৃত দেখিয়ে মামলাও শুরু হয়েছে। সেই মামলায় আসামি করা হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। এছাড়া অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন ওবায়দুল কাদের, আসাদউজ্জামান কামাল, শামিম ওসমান সহ আওয়ামি লিগের ৪১ জন নেতা-মন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়, শেখ হাসিনার দলের দেড়শো কর্মী-সমর্থককেও মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মজার কথা, সেলিম দিনের পর দিন বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও সরকারি কর্তারা তা মানতে নারাজ। আপাতত তাঁর ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে সত্যি সত্যি খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

করছেন সেলিম। স্থানীয় ফুলবাড়িয়া থানাকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছেন তিনি। বৃদ্ধ জানান, ৩ অগাস্ট ঢাকার কাজলায় শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা তাঁকে গুলি করে খুন করেছে বলে দাবি করে মামলা করেছে তাঁরই দুই ভাই। হাসিনার ওপর খুনের দায় চাপিয়ে তাঁকে খুন করে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য ভাইরা এই কৌশল নিয়েছিল বলে মনে করেন সেলিম।

বৃদ্ধের কথায়, 'আমাকে মারার জন্য এই মামলা করেছে। এই সুযোগে আমাকে মারতে পারলে যাঁরা আসামি তাঁরা বিনা কারণে জেল খাটত।' ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকশো মামলা দায়ের হয়েছে। এর অনেকগুলি খুন সংক্রান্ত। এইসব মামলার কতগুলি ঠিক তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে মামলার বড় অংশই যে ভুয়ো, সেলিমের ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীরা। তাঁদের মতে, আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার পাহাড় তৈরি হলেও প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই তদন্তকারী সংস্থাগুলির তরফে চার্জশিট পেশ করা হয়নি। প্রাক্তন শাসকদলকে বিপাকে ফেলতেই যে এইসব মামলা করা হয়েছে, ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

আফ্রিদিকে স্বাগত, বিতর্কে মালয়ালিরা

আবু ধাবি ও নয়াদিল্লি, ৩১ মে : সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর পর কেরলের এক প্রবাসী গোষ্ঠীকে ঘিরে সমাজমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কারণ, কিছুদিন আগেই পহলগামে জঙ্গি হামলা নিয়ে ভারতীয় সেনাকে 'অযোগ্য' বলে কটাক্ষ করেছিলেন আফ্রিদি। ওই হামলায় ২৬ জন নিহত হন। নিন্দার ঝড় ওঠার পর আয়োজক সংস্থা এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে, ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং শাহিদ আফ্রিদির আগমনও ছিল 'অপ্রত্যাশিত'।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মঞ্চে উঠতেই আফ্রিদিকে করতালির মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানান দুবাইয়ের প্রবাসী কেরলীয়রা। আফ্রিদিও মুগ্ধ হয়ে কেরলের খাবারদাবার ও সংস্কৃতির প্রশংসা করেন। উপস্থিত অভ্যাগতরা আফ্রিদির আদরের নাম ধরে 'বুমবুম' স্লোগান দিলে তার জবাবে আফ্রিদিও বলেন, 'হো গয়া বুমবুম।'

এই দৃশ্য নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভারতীয় নেটাগরিকরা। বিষয়টিকে তাঁরা 'লজ্জাজনক' বলে আখ্যা দেন।

ভারতে করোনা বাড়ছে, মৃত ৭

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : বেশ কয়েক বছর বিরতির পর ফের করোনা জ্বরে কাঁপছে ভারত। দীর্ঘ বিরতির পর ফের একলাফে বেড়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, দেশে বর্তমানে সক্রিয় কোভিড সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৭১০। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ কেরলে (১,১৪৭ জন)। তারপর রয়েছে মহারাষ্ট্র (৪২৪), দিল্লি (২৯৪) এবং গুজরাট (২২৩)। কর্ণাটক

একনজরে

- সক্রিয় করোনা আক্রান্ত ২,৭১০
- সর্বাধিক সংক্রমণ কেরলে (১,১৪৭)
- মৃত্যুর সংখ্যা (গত ২৪ ঘণ্টায়) ৭
- নতুন ভ্যারিয়েন্ট এলএফ.৭ এবং এনবি.১.৮.১
- লক্ষণ সাধারণ ফ্লু-এর মতো
- আতঙ্ক নয়, সতর্কতা জরুরি
- এই মুহূর্তে চিন্তার কিছু নেই, তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন।

ও তামিলনাড়ুতে ১৪৮টি করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১১৬ জন কোভিড আক্রান্ত। একমাত্র সিকিম, আন্দামান ও হিমাচলপ্রদেশে সংক্রমণের কোনও খবর নেই। বিহারের তথ্য মেলেনি।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। এর ফলে চলতি বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ২২। মহারাষ্ট্রে মারা গিয়েছেন ২ জন। আর দিল্লি, গুজরাট, কর্ণাটক, পঞ্জাব ও তামিলনাড়ুতে একজন করে। চলতি তরঙ্গের মধ্যে এটিই প্রথম মৃত্যু রাজধানী দিল্লিতে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগের লক্ষণ হালকা। ফলে আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। কেরলে বেশি সংক্রমণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, সেখানে তুলনামূলক বেশি পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া সাত মাস পর মিজোরামে ফের ২টি করোনা সংক্রমণের খবর মিলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন করে সংক্রমণ বাড়ার পিছনে রয়েছে ওমিক্রনের দুটি নতুন সাব-ভ্যারিয়েন্ট — এলএফ.৭ এবং এনবি.১.৮.১। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলি কিছুটা ইমিউনিটি এড়িয়ে যেতে পারলেও মারাত্মক বা দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের সম্ভাবনা নেই। লক্ষণগুলি সাধারণ ফ্লু-র মতো— যেমন, জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্লান্তি ও দুর্বলতা।

বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে শয্যা, অক্সিজেন সিলিন্ডার, টেস্ট কিট ও টিকাকরণের পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বয়স্ক ও যাঁদের অন্যান্য অসুস্থতা রয়েছে, তাঁদের ভিড়ের মধ্যে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

অসম ফেরত পাঠাচ্ছে অবৈধ বাংলাদেশিদের

গুয়াহাটি, ৩১ মে : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করে অবৈধ বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি জানিয়েছেন, ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল যাঁদের বিদেশি বলে ঘোষণা করেছে, তাঁদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর আগে মাটিয়া ডিটেনশন ক্যাম্পে যে সমস্ত ঘোষিত বিদেশি রয়েছেন, তাঁদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় ৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারকে তিরস্কার করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই প্রসঙ্গ তুলে হিমন্ত বলেন, 'যাঁদের বিদেশি বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের

> ঘোষিত বিদেশি বলে চিহ্নিত হওয়ার পরও যাঁরা আদালতে আপিল করেননি, আমরা তাঁদের ফেরত পাঠানো শুরু করেছি।
>
> **হিমন্ত বিশ্বশর্মা**

নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ঘোষিত বিদেশি বলে চিহ্নিত হওয়ার পরও যাঁরা আদালতে আপিল করেননি, আমরা তাঁদের ফেরত পাঠানো শুরু করেছি। তবে তাঁদের মধ্যে যদি কেউ বলেন যে, তিনি বা তাঁরা হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছেন, তাহলে তাঁদের আমরা সমস্যায় ফেলব না।'

অসমে আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর বিষয়টিকে নির্বাচনি ইস্যুতে পরিণত করেছে বিজেপি। হিমন্ত বলেন, রাজ্যে কারা বিদেশি তাঁদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও জোরকদমে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি বিদেশি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও শুরু হবে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কিছু লোককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে কেন্দ্রীয় সরকার। বস্তুত, পহলগাম ঘটনার পর বৈধ পরিচয়পত্রহীন অভিবাসীদের ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে অসম।

ফের মক ড্রিল শুরু। শনিবার গান্ধিনগরে।

'অপারেশন শিল্ড' ৫ রাজ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ মে : অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া পাঁচ রাজ্যে ফের নাগরিক প্রতিরক্ষা মহড়া বা মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হল। পঞ্জাব, গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং চণ্ডীগড়ে 'অপারেশন শিল্ড' নামে ওই মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয় শনিবার বিকাল ৫টায়। এর আগে প্রথম মক ড্রিল হয়েছিল ৭ মে। ওই তারিখ রাতেই ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করেছিল। প্রথম ধাপের মহড়ায় বিভিন্ন ঘাটতি ও দুর্বলতা উঠে আসায় এবারের মক ড্রিলে সেই সমস্ত ফাঁকফোকর চিহ্নিত করে তা পূরণ করা হয় এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার সামগ্রিক প্রস্তুতি আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হয়। ২৯ মে মক ড্রিলটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে সেটি পিছিয়ে দেওয়া হয়। জাতীয় নিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি জোরদারের লক্ষ্যে পুলওয়ামা জেলাতেও অনুষ্ঠিত হয় 'অপারেশন শিল্ড'। তাতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ, এসডিআরএফ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ অংশ নেয়।

ডেনমার্কে শমীকরা পাক-বিক্ষোভের মুখে

কোপেনহেগেন ও জাকার্তা, ৩১ মে : পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদের চেহারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের সাতটি প্রতিনিধিদল। প্রায় সর্বত্রই সেই প্রতিনিধিদলের দৌত্য সফল। এতদিন ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলকে কোথাও বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু তাল কাটল ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায় যোগ দিয়েছিল বিজেপি সাংসদ রবিশংকর প্রসাদের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল। আলোচনাচক্র চলাকালীন সভাঘরের বাইরে একদল পাকিস্তানি নাগরিক ভারত-বিরোধী স্লোগান দেন। ভারতের প্রতিনিধিদল অবশ্য সেই বিক্ষোভকে পাত্তা দিতে চায়নি। রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'হতাশার কারণেই প্রতিবাদ করছেন ওঁরা। পাকিস্তানি নাগরিকদের এখানে স্লোগান দিতে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত। ওঁদের নিশ্চয়ই এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান সবসময় হতাশায় বাঁচে। ওদিকে কান দেবেন না।' পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং বালোচিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও তুলেছেন রবিশংকর। পাকিস্তানি নাগরিকদের আচরণের নিন্দা করেছেন ডেনমার্কে নিযুক্ত ভারতীয়

রাজনীতির ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থ, বার্তা অভিষেকের

রাষ্ট্রদূত মণীশ প্রভাত। ডেনমার্কে সফররত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

অপরদিকে জাকার্তায় দাঁড়িয়ে রাজনীতি দেশের স্বার্থের ওপরে নয় বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দোনেশিয়া সফররত প্রতিনিধিদলের সদস্য প্রবাসী ভারতীয়দের বলেছেন, 'আমরা পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতেই এখানে এসেছি। আমাদের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের দেখুন। আমি বিরোধী দলের সদস্য। আমার সঙ্গে শাসক শিবিরের মতবিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু আমি আমার রাজনৈতিক স্বার্থকে দেশের ওপরে রাখতে পারব না। আমি ঘরোয়া রাজনীতিতে শাসকদলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একচুল জমি ছাড়ব না। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাজনীতি নয়।'

শমীকবাবুও ডেনমার্কে কড়া ভাষায় পাকিস্তানের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সারা ভারত একজোট রয়েছে। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই ওদের জবাব দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ মানব সভ্যতার কাছে অভিশাপ। একে নির্মূল করতে হবে।' এদিনও বাংলাদেশের প্রসঙ্গ তোলেন শমীকবাবু। তিনি বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধি বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা নালন্দা, তক্ষশিলা, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সেই মানসিকতার মানুষ একই কাজ করছে বাংলাদেশে।' ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি নিয়েও সরব হন তিনি। অপরদিকে এমজে আকবরের খোঁচা, 'পাকিস্তান তো দু-মুখো রাষ্ট্র। আমরা কোন মুখের সঙ্গে কথা বলব?'

রাজভবনে রদবদল!

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ মে : দিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ করতেই রাজনিবাসে রদবদলের জল্পনা। দিল্লির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজ্যপাল ও উপরাজ্যপাল পদে রদবদল করতে পারে মোদি সরকার। যেহেতু দিল্লির উপরাজ্যপাল পদের দৌড়ে অজয় ভাল্লা, রাজেশ খুল্লারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নামও ঘুরছে, তাই বিধানসভা ভোটের আগে বাংলাতেও নতুন রাজ্যপাল নিয়োগের সম্ভাবনা বাড়ছে। বোসকে সরিয়ে এবার বাংলার রাজ্যপাল হতে পারেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী। আগামী ৯ জুন তিনি অবসর নেবেন। একদিকে মহিলা অন্যদিকে আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁকে নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে। অন্যদিকে মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় ভাল্লাকে দিল্লির উপরাজ্যপাল করার চিন্তাভাবনা চলছে। তবে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিবকে দিল্লিতে আনার আগে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মণিপুরের পরিস্থিতি।

কুমির জিভ বের করতে পারে না বলে ভ্যাংচাতেও পারে না।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখালেখি

বৃষ্টিতে ভেজার সেই দিনটি এখনও আমার ভীষণ মনে পড়ে...

ওপরে দেওয়া বিষয় নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে তোমার ছবি, স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

পড়ুয়াদের সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, ওরা এখন ভাবে না, শুধু মোবাইল ঘাঁটে। ভাবনা বন্ধ করে দিলে কেউ কোনওদিন জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী হতে পারবে না। বড় মানুষ হতে পারবে না। তাই ভাবনাও প্র্যাকটিস করা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই শিশু-কিশোর আসর হোমটাস্ক দিয়েছিল ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হঠাৎ তোমার বাড়ি গেলে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতা’। নিজে ভেবে দশ লাইন লিখতে বলা হয়েছিল। অনেকেই তাদের ভাবনা পদ্যে এবং গদ্যে লিখে পাঠিয়েছে। তার থেকেই কিছু নির্বাচিত ভাবনা রইল এবারের পাতায়। এগুলো কত ভালো হয়েছে বা ভালো হয়নি তা বড় বিষয় নয়, শিশু-কিশোর আসরের ডাকে ওরা যে ভাবছে এটাই সবচেয়ে বড় বিষয়। আমরা চাই, ওরা এভাবেই ভাবুক, ভাবতে থাকুক।

দুয়ারে রবি ঠাকুর

আমাদের লেখালেখি

কবির হাসি

কবিতা আমার নিত্যদিনের সঙ্গী। একদিন সবে সূর্যের আলো ফুটেছে। আমি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। তখনই আমার মাথায় একটা কবিতা এল। আমি লিখতে বসলাম। ঠিক সেই সময় কলিংবেল বেজে উঠল। অত সকালে বাড়ির কেউ তখনও ওঠেনি। আমি দরজার ছিটকিনি খুলতেই দেখি রবি ঠাকুর। আমি তো অবাক। মনে মনে বললাম, এটা হতে পারে না। ভাবলাম ঘুমের চোখে ভুল দেখছি। আমি গায়ে চিমটি কাটলাম। না ভুল নয়। রবীন্দ্রনাথ আমার কাণ্ড দেখে মিটিমিটি হাসছেন। আমার নাম ধরে বললেন, কী বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি তখন সংবিৎ ফিরে পেলাম। চিৎকার করে মাকে ডাকলাম, ‘ও মা মা, দ্যাখো আমাদের বাড়িতে কে এসেছেন। আমার ডাক শুনে পাশের ঘর থেকে মা উঠে এলেন। আমাকে ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘কী রে, ঘুমের মধ্যে চিৎকার করছিস কেন, কে এসেছে।’ আমি বললাম, ‘রবীন্দ্রনাথ।’ মা চোখ কপালে তুলে বললেন, ‘পদ্য লিখতে গিয়ে মাথাটা একেবারেই গেছে।’

– প্রত্যুষা সাহা, নবম শ্রেণি

কবির সঙ্গে ছবি

রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ করে আমাদের বাড়িতে এলেন। প্রথমে তো আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করার পর আমার বিশ্বাস হল। তাঁকে আমার পড়ার ঘরে নিয়ে বসালাম। যে ঘরে আমার নিজের হাতে আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি দেওয়ালে টাঙানো আছে। তাঁর সামনে তাঁরই লেখা লুকোচুরি কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালাম। আমার আবদারে, তিনি নিজের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি ও একটি গান করে শোনালেন। আমার স্বরচিত কয়েকটি কবিতা তাঁকে দেখালাম। আমার মাকে বলে ব্যবস্থা করে, তাঁকে না খাইয়ে সেদিন ছাড়লাম না। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ছবিও তুললাম।

– অনুশ সাহা, পঞ্চম শ্রেণি

কোথায় অনুপ্রেরণা

যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হঠাৎ আমার বাড়িতে আসেন তবে আমি প্রথমেই তাঁকে ঘরে বসতে দেব। তারপর আমি তাঁকে নিজ হাতে জল ও মিষ্টি খেতে দেব। তাঁর সঙ্গে জীবনযাত্রা ও তাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে কথা বলব। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইব যে তিনি কার কাছ থেকে কবিতা লেখার ভাবনা পেয়েছিলেন? কবিতা লেখা, প্রবন্ধ, রচনা, গান লেখা, নাট্য রচনা সব কি তাঁর নিজ ভাবনা থেকে লিখেছেন, নাকি তিনি কারও কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এগুলি লিখেছেন? এছাড়াও তাঁকে আমি জানাতে চাইব যে আমি তাঁর গান ও কবিতা খুবই পছন্দ করি। তাঁর লেখাই আমায় কবিতা লেখাতে অনুপ্রাণিত করেছে।

– স্নেহমিতা রায়, ষষ্ঠ শ্রেণি

কীভাবে কবিতা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার গৃহে প্রথম এলে সুস্বাগত বলে অভ্যর্থনা জানাব। এরপর রবি ঠাকুরকে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করব। কবিগুরুর জন্য আমার সাধ্য অনুযায়ী কিছু আহারের আয়োজন করব।

প্রথমে আমি তাঁর সঙ্গে শিক্ষা, সাহিত্য এবং নোবেল পুরস্কার বিষয়ে আলোচনা করব। জানাতে চাইব কীভাবে ওঁর বড় হওয়া, বিশ্বকবি হওয়া, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি, কবি-মনোভাব জেগে ওঠা?

– মহিতা পাল, ষষ্ঠ শ্রেণি

আমি ও কবি

আমি : কবিগুরু, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ বাছা, তুমি ঠিকই শুনেছ। আসলে ছোট ছেলেমেয়েরা কিংবা তাদের মা, বাবারা আজকাল বেশি মোবাইলে ব্যস্ত নাকি বইয়ে তাই দেখতে এলাম।

আমি : ও আচ্ছা। তবে আমি যে একেবারেই মোবাইল দেখি না, তা নয়। তবে আমি কিন্তু আপনার লেখা কবিতা, গল্প পড়ি।

রবীন্দ্রনাথ : বা! শুনে ভালো লাগল। তুমি কি আমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলে?

আমি : না, জোড়াসাঁকোতে আমার যাওয়া হয়নি, তবে আমি শান্তিনিকেতনে সোনার ঝুড়ি হাটে গিয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ : আচ্ছা, তবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তুমি অবশ্যই আমার বাড়ি যাবে। এখন আমি আসি, আমাকে আরও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

আমি : প্রণাম নেবেন কবিগুরু এবং ভালো থাকবেন।

– সায়নিকা সাহা, দশম শ্রেণি

কেমন আছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার বাড়িতে এলে প্রথমে তাঁকে স্বাগত জানাব। তাঁকে ঠান্ডা জল বা শরবত দেব। যদি কিছু খাবার চান, তাঁকে খাবার দেব। তাঁর সঙ্গে কবিতা আর গান নিয়ে আলোচনা করব। তিনি কেমন আছেন, তা জানতে চাইব। যদি তিনি কোনও বিষয়ে আগ্রহী হন, তবে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। জানতে চাইব তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে আর ছোটোবেলার কথা। তাঁর গান ও কবিতা শুনব।

– রিফা তামান্না, ষষ্ঠ শ্রেণি

তালে তাল

বিশ্বকবি এলে বাড়ির হলঘরে বসাব। তাঁকে এককাপ চায়ের জন্য অনুরোধ করব, তিনি রাজি হলে তাঁকে নিজের হাতে চা বানিয়ে খাওয়াব। আড্ডায় তাঁর জীবনের সংগ্রামের কথা জানতে চাইব। পাশাপাশি এও জানতে চাইব, তিনি ভালোমন্দ সবকিছুকেই কীভাবে সবসময় হাসিমুখে মেনে নেন। তাঁকে বর্তমান সাহিত্যের অবনমনের কথা জানাব। সবশেষে তাঁকে তাঁর ‘বাংলার মাটি-বাংলার জল’ গানখানি করতে বলবো এবং তাঁর তালে তাল মেলাব।

একজন সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সময়টা চিরকাল আমার মানব স্মৃতিপটে চিত্রিত থাকবে।

– নূপুর বর্মন, অষ্টম শ্রেণি

আম-পোড়া শরবত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার বাড়িতে এলে প্রথমে আমি তাঁর পা ছুঁয়ে তাঁকে প্রণাম করব। আমার বাড়িতে থাকা কিছু ফুল দিয়ে মালা গেঁথে তাঁকে পরিয়ে দেব আর প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁকে বরণ করে ঘরে এনে বসাব। মাকে বলব, তাঁর জন্য আম-পোড়া শরবত করে দিতে, কারণ তাঁর প্রিয় ফল হল আম। এরপর, আমি তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প করব। তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইব যে, তাঁর প্রিয় খাবার কী, তিনি কোথায় কোথায় গিয়েছেন, শান্তি নিকেতনে দুপুরবেলা গাছের নীচে বসে কবিতা লেখার অনুভূতি কেমন। জানাতে চাইব, বর্তমানে নববর্ষ, ২৫শে বৈশাখ, পুজোবাড়ি ছাড়া কেউ আর তাঁর গান বাজায় না। শুধু বয়স্ক মানুষদের কাছেই তাঁর রবীন্দ্রগীতের প্রতি ভালোবাসা ও অনুভূতি আছে। আমি যে তাঁর কবিতা, গান শুনতে ভালোবাসি, একথাও বলব। তিনি যখন চলে যাবেন, তখন যাওয়ার আগে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় জানাব।

– মানালি সাহা, সপ্তম শ্রেণি

তোমার মতো

আরে তুমি! এসো। বসো। তুমি কী সুন্দর কবিতা গান লেখো। তুমি কি ১৯৯৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছ? আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভালোবাসি। আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে রবীন্দ্র নৃত্য। আমি দুটো ছড়া লিখেছি। কিন্তু সেগুলো বেশি ভালো হয়নি। আমি ‘মার ইলিশ মাছ ভাজা’ আর ‘রঙের দিন’ এই দুটো ছড়া লিখেছি। রবিঠাকুর... আমি যেন তোমার মতো কবিতা লিখতে পারি এই আশীর্বাদ করো।

– দিতিভা নাগ, দ্বিতীয় শ্রেণি

চায়ে মানা

রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন খুব সকালে। আর সকালে কেউ এলে তাঁকে তো চা খেতে বলতেই হয়। আমিও বলেছিলাম। কিন্তু খাননি। বললেন, তাঁর নাকি সকালে নিমপাতার শরবত খাওয়ার অভ্যাস। সেটা না খেয়ে চা খাবেন না। কথায় কথায় তাঁকে বললাম, তুমি তো তোমার সময়ের কত বিষয় নিয়ে লিখেছ, এমন কী সেই সময়ের অনেক ঘটনার প্রতিবাদও করেছ। এখন চারপাশে যা ঘটছে তা নিয়ে লিখতে হলে কী করতে? কবি বললেন, এতে অত ভাবার কী আছে? আগে যা করতাম, এখনও তাই করব।

– বনানী সিংহ, দশম শ্রেণি

যেসব স্কুলের পড়ুয়া অংশ নিয়েছে : গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয় দিনহাটা, আনন্দমেলা নার্সারি স্কুল আলিপুরদুয়ার, হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুল, তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল। এছাড়া আরও যারা তাদের ভাবনা পাঠিয়েছে : রাজ মহম্মদ এবং বর্ণলতা রায়, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

অক্ষর সাজাও

- লালপদাফোর
- রমাধিন্দিমস
- কার্ণালকাংস্ব
- কানিবসাহিস
- নয়াভর্শদল
- ব্যধীতাক্তিস্বান
- ননীভুমোবহি

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন **রমানন্দববি** - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল **বিমানবন্দর**। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : চলচ্চিত্রকার, বিপরীতার্থক, বিবাহবাসর, খুটুস খাটাস জনহিতকর, সাফল্যমণ্ডিত, মানবাধিকার

গত সংখ্যার উত্তরদাতা : সৃজনী চৌধুরী, অমরজ্যোতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, শিলিগুড়ি, ঐন্দ্রিলা ঘোষ ও অভিজ্ঞান ঘোষ, ভোর অ্যাকাডেমি, ধূপগুড়ি

বাঘের চেয়ে সেরা মশা

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘাতক প্রাণী কী? এই প্রশ্ন শুনলেই আগে মাথায় আসবে বিষধর সাপের কথা। কেউ কেউ বাঘ সিংহ তিমি হাঙরের কথাও ভাবতে পারে। কিন্তু জানো তো, এরা কেউ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘাতক প্রাণী নয়। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। এ কথার মানে হল, শক্তিশালীরা যে কাজ পারেনি সেখানে নেহাতই এক দুর্বল ওই কাজের জন্য লাফঝাঁপ করছে। সোজা কথায়, মশাকে এই প্রবাদে খাটো করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মশাকে অত তুচ্ছ ভাবার কারণ নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘাতক প্রাণীর নাম হল মশা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য বলছে, সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর ৭ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় মশার কামড়ে ছড়ানো ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, পীতজ্বরের মতো অসুখে। বোঝাই যাচ্ছে এই প্রাণী থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

গত সংখ্যার উত্তর

বাজ (পাখি ও বিদ্যুৎ), SIX ও IX, দেওয়াল- WALL, বকবক (ফুল ও পাখি)

অনেক ফুটো থাকা সত্ত্বেও জল ধরে রাখে। জিনিসটি কী?

তাতে কুল মেলে, কিন্তু ফল নয়, গাছও নয়। পাড় আছে ধুতি নয়, শাড়িও নয়। তবে কী?

মুখ নেই তবু ডাকে, ডানা নেই তবু উড়ে বেড়ায়। বলো তো কী?

চলে কিন্তু পা নেই, শব্দ করে কিন্তু মুখ নেই, কাঁটা আছে কিন্তু গাছ নয়, তাহলে কী?

আঁকিবুকি

মধুমিতা রায়, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

বিবর্তন মৈত্র, দ্বিতীয় শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, রায়গঞ্জ।

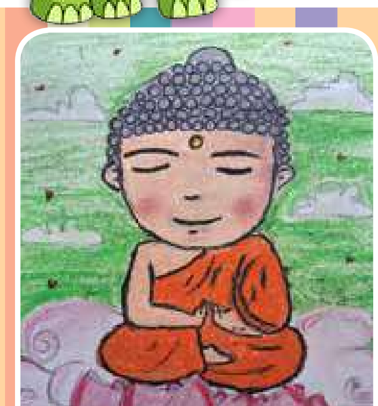

ঋতম্ভ কর, সপ্তম শ্রেণি, ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশন, জলপাইগুড়ি।

আর্য দেব, চতুর্থ শ্রেণি, শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারি স্কুল।

এসআইপি না পিপিএফ, কোনটি বেশি লাভজনক?

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কোনও বিকল্প নেই। বাজারে বিনিয়োগের বিকল্প একাধিক রয়েছে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে বড় অঙ্কের কর্পাস তৈরি করতে একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ) এবং সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (এসআইপি)। উভয়ের প্রকৃতি ভিন্ন, রিটার্নেও পার্থক্য রয়েছে। আসুন দেখে নেওয়া যাক ভবিষ্যতে কে বেশি রিটার্ন দিতে পারে।

পিপিএফ

পিপিএফ বা পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড একটি সরকারি সঞ্চয় প্রকল্প। যে কোনও ডাকঘর এবং কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। যখন একটি পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলা হয় তখন আবেদনকারীর জন্য একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট নির্ধারিত হয় এবং সেখানে বিনিয়োগকারীর টাকা জমা থাকে।

এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

- পিপিএফ নিশ্চিত এবং ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন অফার করে।
- ১৮ বছরের বেশি যে কোনও ব্যক্তি ওই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে।
- এই প্রকল্পের মেয়াদ ১৫ বছর। এরপর ৫ বছর করে মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।
- বর্তমানে পিপিএফে সুদের হার ৭.১ শতাংশ। প্রতি তিন মাস অন্তর সুদের হার বিবেচনা করা হয়।
- প্রতি বছর প্রাপ্ত সুদ মূলধনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।
- বছরে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা এই অ্যাকাউন্টে জমা করা যায়।
- ৮০ সি ধারায় ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পাওয়া যায়।
- ১৫ বছর লক ইন পিরিয়ড হলেও জরুরি প্রয়োজনে ৫ বছর পর থেকে আংশিক টাকা তোলা যায়।
- পিপিএফ অ্যাকাউন্টের তৃতীয় থেকে পঞ্চম বছরের মধ্যে আপনি ঋণ নিতে পারবেন।
- পিপিএফ থেকে প্রাপ্ত সুদও করমুক্ত।

এসআইপি

এসআইপি হল এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি যাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেন লগ্নিকারীরা। সেই অর্থ বিনিয়োগ হয় মিউচুয়াল ফান্ডে। নিয়ম করে লগ্নি এবং ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের সঞ্চয়ের জন্য এসআইপির ওপরই ভরসা করেন ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা।

যে কোনও ক্ষেত্রের তুলনায় শেয়ার বাজারই বড় অঙ্কের মুনাফার সুযোগ দেয়। যাঁরা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত কিন্তু বড় অঙ্কের রিটার্ন চান, তাঁদের জন্য সেরা মাধ্যম হল মিউচুয়াল ফান্ড। আর এই ফান্ডে বিনিয়োগের সেরা পথ হল 'এসআইপি' বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান।

এখন দেখে নেওয়া যাক, কেন এসআইপিকে বিনিয়োগের সেরা মাধ্যম বলা হয়-

- **বিনিয়োগের গড় খরচ কমানো :** এসআইপি মূলত কাজ করে গড় খরচ কমানোর ধারণাকে ভিত্তি করে। যখন শেয়ার বাজার নিম্নমুখী থাকে তখন লগ্নিকারীরা বেশি ইউনিট কিনতে পারে। অন্যদিকে বাজার ঊর্ধ্বমুখী থাকলে কম ইউনিট কেনা হয়। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক বিনিয়োগ করলেও বিনিয়োগের গড় খরচ অনেকটাই কমে যায়। বাজার ওঠানামা করলেও দীর্ঘদিন বিনিয়োগ করলে মোটা তহবিল তৈরি হয়।
- **সুশৃঙ্খল বিনিয়োগ :** এসআইপি বিনিয়োগকারীদের নিয়মিত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- **চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি :** এইভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে যে রিটার্ন আসে, সেই লাভের অংশ ফের বিনিয়োগ করা হয়। ফলে লাভের অংশ থেকেও রিটার্ন আসে। দীর্ঘমেয়াদে যা বড় অঙ্কের তহবিল তৈরি করতে সাহায্য করে।
- **বিনিয়োগে ফ্লেক্সিবিলিটি :** অল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে যে কোনও সময়ে এসআইপি শুরু করতে পারেন বিনিয়োগকারীরা। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসআইপিতে বিনিয়োগের অঙ্ক বাড়ানো যায়। আবার প্রয়োজনে তা কমানোও যায়।
- **বিনিয়োগে বৈচিত্র্য :** এই মুহূর্তে বাজারে বহু মিউচুয়াল ফান্ড কাজ করছে। তাদের লগ্নিও ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাই বিনিয়োগকারীরা নিজেদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী পছন্দের মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করতে পারেন।

মিউচুয়াল ফান্ডে রিটার্ন নির্দিষ্ট নয়। এখানে একটি নির্দিষ্ট রিটার্নের হার ধরা হয়েছে। রিটার্নের হার যাই হোক না কেন, আপনি যত কম বয়সে বিনিয়োগ শুরু করবেন, আপনার রিটার্নের অঙ্কও তত বেশি হবে। বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন এসআইপি গড়ে ১২ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। এই রিটার্নের হার আপনার ভবিষ্যতের তহবিল সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা তৈরি করে দেবে।

এসআইপিতে বিনিয়োগের আরও কয়েকটি বিষয় আপনাকে নজরে রাখতে হবে।

- মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে। ফান্ড কত ফি নেয়, সেটা জেনে নিতে হবে।
- ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড যাচাই করতে হবে।
- আপনি চাইলে যে কোনও সময়ে এসআইপিতে বিনিয়োগ বন্ধ করতে পারেন। পরে সুবিধামতো তা চালু করতে পারেন।
- ফান্ডের লক-ইন পিরিয়ড জানতে হবে। প্রয়োজনে টাকা তোলার ক্ষেত্রে যা কাজে দেবে।
- ফান্ডের বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি খতিয়ে দেখতে হবে। এতে আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে। বিনিয়োগ ক্ষেত্রের ওঠানামা দেখে প্রয়োজনে আপনার লগ্নির অঙ্কও কমানো-বাড়ানো যাবে।
- শেয়ার বাজারে অস্থিরতার সময় শান্ত থাকা এবং আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।
- নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আপনার মিউচুয়াল ফান্ডের পারফরমেন্স যাচাই করতে হবে।

এসআইপি নাকি পিপিএফ

এখন দেখা যাক কোন ক্ষেত্রে কত রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে। কেউ যদি মাসে ৬ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন তবে ২৫ বছর পরে বর্তমান সুদের হারে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ফেরত পাবেন। অন্যদিকে, ১২ শতাংশ হারে রিটার্ন ধরলে ২৫ বছর পর এসআইপি থেকে বিনিয়োগকারীরা পেতে পারেন প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। পিপিএফের সুদের হার ওঠানামা করতে পারে। আবার এসআইপিতে রিটার্ন ১২ শতাংশের থেকে অনেক কম বা বেশি হতে পারে।

আপনার বিনিয়োগের লক্ষ্য এবং ঝুঁকির সামর্থ্য অনুযায়ী এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটি ভালো তা নির্ভর করবে। যদি আপনি নিরাপদ বিনিয়োগ চান তবে পিপিএফ আদর্শ হতে পারে। আবার ঝুঁকি নিয়ে উঁচু রিটার্ন পেতে চাইলে সেক্ষেত্রে পিপিএফের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে থাকবে এসআইপি।

সতর্কীকরণ : উপরের লেখাটি লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

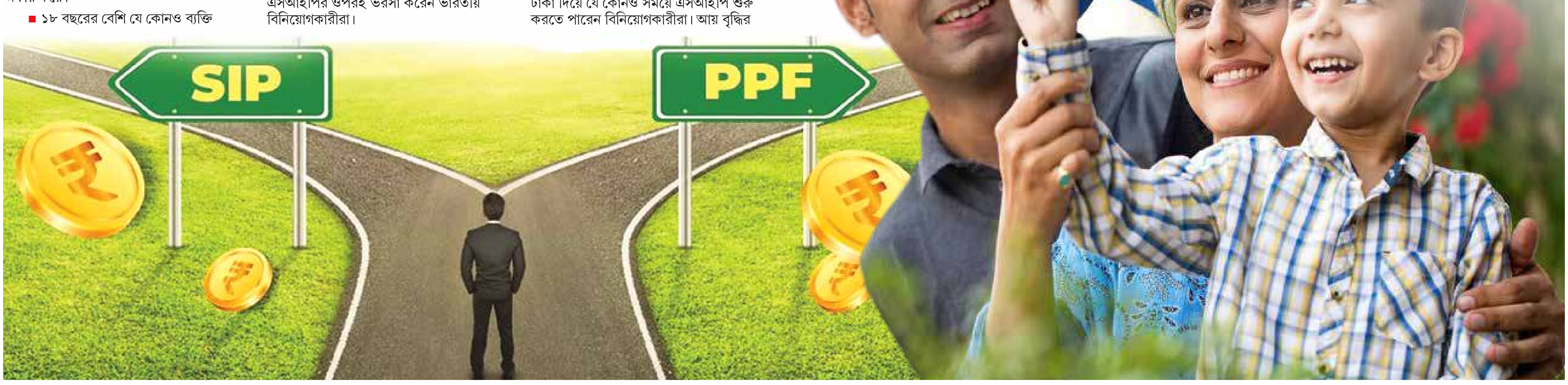

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ওঠানামা করলেও সপ্তাহ শেষে প্রায় একই অবস্থানে আটকে রইল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। ৫ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ২৭০.০৭ পয়েন্ট নেমে ৮১,৪৫১.০১ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। অন্যদিকে নিফটি ১০২.৪৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৭৫০.৭০ পয়েন্টে। পর পর দুই সপ্তাহে নামলেও মে মাসে প্রায় ২.০ শতাংশ উঠেছে সেনসেক্স ও নিফটি। এই নিয়ে টানা তিন মাস উত্থান হল দুই সূচকের। জুনেও এই প্রবণতা বজায় থাকবে কি না এখন তাই দেখার।

শেয়ার বাজারের এই অনিশ্চয়তায় সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে ভারত-আমেরিকার শুল্কনীতি। দুই পক্ষের যে আলোচনা চলছে তা জুনের শেষ সপ্তাহে চূড়ান্ত হতে পারে। চুক্তিতে কতটা লাভবান হবে ভারত তা স্পষ্ট না হওয়ায় দুর্বল হয়েছে শেয়ার বাজার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারও ঝিমিয়ে থাকায় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। অন্যদিকে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির সতর্ক পদক্ষেপও সূচকের উত্থানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। টেকনিক্যালি নিফটি ২৪৬০০ থেকে ২৫১০০-এর মধ্যে থিতু হওয়ার চেষ্টা করছে। যে দিকের বাধা টপকাতে পারবে, সে দিকেই উঠবে বা নামবে নিফটি।

শুক্রবার বাজারে লেনদেন বন্ধ হওয়ার পর জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে ৭.৪ শতাংশ। যা প্রত্যাশার থেকে অনেকটাই বেশি। সোমবার এই পরিসংখ্যানের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যেতে পারে শেয়ার বাজারে। চতুর্থ কোয়ার্টারে বৃদ্ধির হার চমক দেখালেও সার্বিকভাবে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে ৬.৫ শতাংশ হয়েছে। যা গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০২১-'২২, ২০২২-'২৩ এবং ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৯.৭ শতাংশ, ৭.৬ শতাংশ এবং ৯.২ শতাংশ।

চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় বৈঠক আগামী ৪-৬ জুন করবে মানিটারি পলিসি কমিটি (এমপিসি)। এই বৈঠকে আরও এক দফা অর্থাৎ ০.২৫ শতাংশ রেপো রেট কমানো হতে পারে। বিগত তিন মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের নীচে থাকায় রেপো রেট কমার প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। এই প্রত্যাশা পূরণ হলে বাড়তি অক্সিজেন পাবে শেয়ার বাজার। এর পাশাপাশি নজর থাকবে বর্ষার দিকেও। এবার বর্ষা দেশজুড়ে স্বাভাবিক হলে আরও চাঙ্গা হবে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

শেয়ার বাজারের পাশাপাশি সোনাও আপাতত একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। আগামী ২-৩ সপ্তাহে ফের উচ্চতার নয়া রেকর্ড করতে পারে এই মূল্যবান ধাতু।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **র‍্যাডিকো খৈতান :** বর্তমান মূল্য-২৫৩২.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৬৫/১৪৩০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৪০০-২৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৩৮৯৪, টার্গেট-২৮৫০।
- **ভিএ টেক ওয়াবাগ :** বর্তমান মূল্য-১৬২৮.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৪৪/৮২৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৫৪০-১৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০১২৭, টার্গেট-২০০০।
- **পাওয়ার মেক প্রোজেক্টস :** বর্তমান মূল্য-৩১০৭.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৭২৫/১৭০০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩০০০-৩১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৮২৩, টার্গেট-৩৬৫০।
- **পলিক্যাব :** বর্তমান মূল্য-৫৯৯১.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৬০৫/৪৫৫৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫৭৫০-৫৯৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯০১৩৫, টার্গেট-৭১০০।
- **বেদান্ত :** বর্তমান মূল্য-৪৩৫.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫২৭/৩৬৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৪০৫-৪২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭০৩১৭, টার্গেট-৫১২।
- **জেনারেল ইনসুরেন্স :** বর্তমান মূল্য-৪১১.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫২৫/৩১৭, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৩৭৫-৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭২২১১, টার্গেট-৪৯০।
- **এথার এনার্জি :** বর্তমান মূল্য-৩১৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৩/২৮৮, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-২৯৫-৩১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৬৫৭, টার্গেট-৪১৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : অশোক লেল্যান্ড

● **সেক্টর :** অটোমোবাইল ● **বর্তমান মূল্য :** ২৩৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ১৯১/২৬৪ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৬৯৩১০ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ৩৫.১১ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ২.৬৫ ● **ইপিএস :** ১০.৫৮ ● **পিই :** ২২.৩১ ● **পিবি :** ৬.৭৩ ● **আরওসিই :** ১৪.৪ শতাংশ ● **আরওই :** ২৯.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ২৮৫

একনজরে

- হিন্দুজা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন এই সংস্থা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক গাড়ি নির্মাতা। বাস তৈরিতে বিশ্বের চতুর্থতম এবং ট্রাক তৈরিতে নবম।
- গাড়ি তৈরির পাশাপাশি অশোক লেল্যান্ডের শাখা সংস্থা গাড়ি এবং বাড়ি কেনায় ঋণ দেওয়ার ব্যবসাও করে।
- কৃষি এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য জেনারেটর এবং ইঞ্জিন তৈরি করে এই সংস্থা।
- প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন গাড়ি তৈরি ও সরবরাহ করে এই সংস্থা।

- ইলেক্ট্রিক বাস তৈরি ও বিক্রিতে ক্রমশ নিজেদের উপস্থিতি বাড়িয়ে চলেছে অশোক লেল্যান্ড।
- দেশে সংস্থাটির ৮টি কারখানা এবং ২টি ফাউন্ড্রি ডিভিশন রয়েছে।
- ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে মুনাফা ৩৮ শতাংশ বেড়ে ১২৪৬ কোটি টাকা হয়েছে। মোট আয় ৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১১৯০৭ কোটি টাকা।
- ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে রেকর্ড ৩৮৭৫৩ কোটি টাকা আয় করেছে এই সংস্থা।
- জুনে ১:১ অনুপাতে বোনাস শেয়ার দেবে এই সংস্থা।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- বিগত ৫ বছরে ৫৪.৬ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বাড়িয়ে চলেছে অশোক লেল্যান্ড।
- অশোক লেল্যান্ডের ৫১.১০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে হিন্দুজা গোষ্ঠীর হাতে। বিদেশি এবং দেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ২৩.৩২ শতাংশ এবং ১৪.০৩ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

বিগত চারটি কোয়ার্টারে সর্বোচ্চ জিডিপি বৃদ্ধি

বোধিসত্ত্ব খান

বিশ্বজুড়ে ভূরাজনৈতিক অশান্তি, বাণিজ্য যুদ্ধ, প্রতিবেশী দেশগুলির শত্রুতা সত্ত্বেও ভারতের জিডিপি ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া একটি স্বস্তির কারণ। ভারত সরকার জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টারে ৪৫ শতাংশ সাবসিডি কমালেও জিডিএ (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৮ শতাংশে। তার মানে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও ব্যবসা বা কারখানাগুলি মোট মূল্য সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছে। সার্বিকভাবে অর্থনীতি বেশি উৎপাদন করতে পেরেছে এটা ধরা যেতে পারে।

সিপিআই মূল্যবৃদ্ধি ৩.১৬ শতাংশ-তে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম তলানিতে, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হওয়ার আশা, অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতে শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকার এবং প্রাইভেট কোম্পানিগুলির ক্যাপেক্স (ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার) বৃদ্ধি করার উদ্যোগ, কনজাম্পশন এবং পরিকাঠামোগত খরচ বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা, এই সমস্ত কিছুই ভারতের শেয়ার বাজারকে উৎসাহিত করার ক্ষমতা রাখে।

জুনের ৩ থেকে ৫ তারিখ অবধি রিজার্ভ ব্যাংকের এমপিসি (মানিটারি পলিসি কমিটি)-র মিটিং রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরবিআই নতুন করে রেপো রেট কমানোর চিন্তা করবে কি না তার অপেক্ষায় থাকবেন বিনিয়োগকারীরা। এমনিতেই এই বছরে রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে আরবিআই। আর কতটা কমাবে, কবে কমাবে বা কমাবে কি না সেটা নির্ভর করছে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধিকে সামলানোর মধ্যে একটি ভারসাম্য রেখে এগোবে কি না তার ওপর। ভারতের ক্ষেত্রে যেটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটা হল ট্রাম্পের ট্রেড পলিসি। ৪ জুন থেকে আমেরিকাতে আমদানি করা সমস্ত স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়াম পণ্যের ওপর তিনি ৫০ শতাংশ ট্যারিফ বসানোর কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এতে তাঁর দেশের স্টিল কারখানাগুলি স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। স্বাভাবিকভাবেই একটি খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ভারতের স্টিল কোম্পানিগুলি। বিশেষত যারা আমেরিকাতে স্টিল রপ্তানি করে থাকে। বিগত শুক্রবার টাটা স্টিল (-১.২৯ শতাংশ), জেএসডব্লিউ স্টিল (-১.২৬ শতাংশ), জিপিআইএল (-২.৮১ শতাংশ) প্রভৃতি পতন দেখে।

প্রভাব ফেলবে কি ভারতীয় শেয়ার বাজারে?

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত কবে হবে তা বলা মুশকিল। যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আশাবাদী ছিল বিশ্ব, তাতেও একটা বড় 'কিন্তু' তৈরি হয়েছে। তাই ভারতীয় শেয়ার বাজারের পক্ষে প্রায় সমস্ত ফ্যাক্টর কাজ করলেও ভূরাজনৈতিক অশান্তি তা বেপথু করতে পারে। শুক্রবার সমস্ত পিএসইউ ব্যাংকগুলিতে একটি বড় র‍্যালি আসে। ব্যাংক অফ বরোদা (২.৬৩ শতাংশ), ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (২.৩১ শতাংশ), ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র (৫.৮৮ শতাংশ), ইন্ডিয়ান ব্যাংক (২.৭৩ শতাংশ), পিএনবি (৩.৪২ শতাংশ), কানারা ব্যাংক (৩.৬২ শতাংশ) এবং এসবিআই (১.৮৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পায়। এদিন যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতা ছুঁয়ে যায় তার মধ্যে রয়েছে অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেম, এক্সিস ফেড ইঞ্জিনিয়ারিং, ভারত ডাইনামিক্স, ভারতী হেক্সাকম, বিএসই লিমিটেড, কেয়ার রেটিংস, হিতাচি এনার্জি, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ, ওয়েলস্পান ইন্ডিয়া প্রভৃতি।

ভারতের পক্ষে যেটা ভালো খবর তা হল এফআইআইরা গোটা মে মাস ধরেই বিনিয়োগ করেছেন। গোটা মে মাসে এফআইআইরা ১১,৭৭৩.২৫ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছেন। অন্যদিকে ভারতের ডিআইআইরা মে মাসে মোট শেয়ার কিনেছেন ৬৭,৬৪২.৩৪ কোটি টাকার। বিগত সপ্তাহে যে কোম্পানিগুলি তাদের চতুর্থ কোয়ার্টার ফলাফল ঘোষণা করেছে তার মধ্যে খুব ভালো করেছে বিএসই লিমিটেড। মার্চ ২০২৪-এ ১০৭ কোটি টাকার তুলনায় মার্চ, ২০২৫-এ ৪৯৪ কোটি টাকা লাভ বৃদ্ধি করে। সুজলন মার্চ,২০২৪-এ ২৫৪ কোটি টাকার তুলনায় মার্চ ২০২৫-এ ১১৮১ কোটি টাকা লাভ বৃদ্ধি করেছে। তবে শিপবিল্ডিং কোম্পানি মাজাগাঁও ডক বিনিয়োগকারীদের হতাশ করেছে। মার্চ ২০২৪-এ ৬৬৩ কোটি টাকার তুলনায় ৫০ শতাংশের বেশি লাভ কমে দাঁড়িয়েছে ৩২৫ কোটি টাকায়।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 0353-3569195

জামাইষষ্ঠীর বাজার জমজমাট

জোর প্রস্তুতি দু'তরফে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : জামাইষষ্ঠীর অপেক্ষা করে থাকেন শ্বশুর-শাশুড়ি। তেমনই জামাইও আপ্যায়ন পেতে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন গোটা বছর। উপহার কেনা, বাজার করা এসবের মধ্যে দিয়ে কখন যে দিনটি এসে হাজির হয় তা বোঝাই যায় না। তবে আদর-আপ্যায়নে বহু ঘরে এবছরও জমে উঠেছে জামাইষষ্ঠী।

তালপাতার পাখার সওদায় ব্যস্ত শাশুড়িরা। শনিবার শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

সুশান্ত হাজরা

এত বছর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছি, এ বছর শ্বশুরমশাই হয়েছি। এর একটা আলাদা অনুভূতি রয়েছে।

শিপ্রা দাস

অন্য সময় মেয়ে-জামাই যতই আসুক না কেন, ষষ্ঠীর অন্য আনন্দ রয়েছে। এইসব আয়োজন ওদের জন্যই।

সাগর দাস

এবছরই বিয়ে হয়েছে প্রথম ষষ্ঠীতে যাচ্ছি তাই কিছুটা অন্যরকম তো লাগছেই। এ অনুভূতিটা বেশ ভালো।

রাখি হাজরা

ষষ্ঠীপুজোতে যা যা লাগবে সেইসব কেনা হয়েছে। শাশুড়ি হিসেবে ১০০-তে ১০০ পাওয়ার চেষ্টা করছি।

পুরোনো জামাই কী বলছেন

বহু বছর ধরে জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ি যান অশোকনগরের সুশান্ত হাজরা। বললেন, 'কখনো-কখনো কাজের জন্য বাইরে থাকা হলেও বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করতাম যাতে জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়িতে যেতে পারি। তবে এবছর প্রথম আমার বাড়িতে জামাইষষ্ঠী হচ্ছে। মেয়ে-জামাই আসছে ষষ্ঠী করতে। আর তার জন্য আমরা সবাই ভীষণ খুশি।' নতুন শ্বশুর বললেন, 'এত বছর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছি, আর এ বছর আমি নিজেই শ্বশুরমশাই হয়েছি। এর একটা আলাদা অনুভূতি রয়েছে। এবছর নিজেই মেয়ে-জামাইয়ের জন্য সমস্ত কেনাকাটা সেরেছি। শ্বশুর হওয়া যে কতটা চাপের হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তবে ভীষণ ভালো লাগছে।

সকালসকাল শ্বশুরবাড়ি

ফেব্রুয়ারি মাসেই বিয়ে হয়েছে শক্তিগড়ের সাগর দাসের। এবছর তার প্রথম জামাইষষ্ঠী। শাশুড়ির জন্য শাড়ি কিনবেন। তবে কী রংয়ের নেবেন তা ভেবেই পাচ্ছিলেন তা। অগত্যা শরণ নিলেন বৌয়ের। দুজনে মিলে শেষে কেনাকাটা সারলেন। তবে একা শাশুড়ি নন। শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি ছাড়াও রয়েছেন কাকু, কাকিমা, ঠাকুমা আরও অনেকে। সবার জন্য কেনাকাটা সারতে হয়েছে। আগে যাতায়াত থাকলেও জামাই হিসেবে প্রথম যাচ্ছেন তাই কিছুটা অন্যরকম তো লাগছেই। তবে এই অনুভূতিটা বেশ ভালো। এবারে আম, লিচু আর মাছ নিয়ে সকাল সকাল শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে যাওয়ার পালা শুধু।

শাশুড়ির জন্য একটা জামদানি

ঘোগোমালি এলাকার আরও এক জামাই সবুজ সাহা বলেন, এতদিন আমি শুধু বাড়িতে জামাইষষ্ঠী হতে দেখেছি। এই প্রথমবার নিজে গোটা বিষয়টা উপভোগ করব। আলাদাই একটা অনুভূতি হচ্ছে। শনিবার নিরামিষ খেয়েছি। খুব একটা ভারী খাবার খাইনি। রবিবার পাতের সব সাবাড় করতে হবে তো। কিচ্ছু বাদ রাখা যাবে না পাতে। শাশুড়ির জন্য অনেক পছন্দ করে একটা জামদানি শাড়ি কিনেছি।

ভুল থেকে শিখে নিয়ে প্রস্তুতি

দ্বিতীয়বার জামাইষষ্ঠীর আয়োজন করছেন শিবমন্দিরের শিপ্রা দাস। প্রথমবারের ভুলচুক থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। এবছর নাকি সব তৈরি রয়েছে। শুধু মেয়ে-জামাইয়ের আসার অপেক্ষা রয়েছে। মাছ, মাংস, পাঁচ রকম ভাজা, চিংড়ি, পাবদা, চিলি ফিশ, দই, মিষ্টি, চাটনি নানা আয়োজন রয়েছে। জমিয়ে সব রান্না হবে। প্রাণভরে খাওয়াব জামাইকে। অন্যান্য সময় যতই আসুক না কেন জামাইষষ্ঠীর দিনে বাড়িতে মেয়ে-জামাইয়ের আসার এক অন্য আনন্দই রয়েছে। এতসব আয়োজন তো চলছে ওদের জন্যই।

শাশুড়ির জন্য ফেভারিট উপহার

শাড়ি, ব্লুটুথ স্পিকার, স্মার্টওয়াচ

জামাইয়ের জন্য ফেভারিট উপহার

জামাকাপড়, হাতঘড়ি, স্মার্টওয়াচ, মোবাইল ফোন

লেটার মার্কসের চেষ্টা শাশুড়ির

অশোকনগরের রাখি হাজরা বললেন, 'কাঁঠাল তো আজকাল কেউ খেতে চায় না। তবে জামাই এলেই আগে আম, লিচু, মিষ্টি দিয়ে থালা সাজিয়ে দেব। দুপুরে পকোড়া, ছোলার ডাল, ইলিশ মাছ, চিংড়ি, আলু মটরশুঁটির সবজি, পনির, পটলের সবজি, মাংস, চাটনি, মিষ্টি, দই, স্যালাড সবই থাকবে খাবারের পাতে। সব শেষ করতে হবে জামাইকে। শার্ট-প্যান্ট কিনেছি জামাইয়ের জন্য। মেয়ের জন্য শাড়ি নিয়েছি। ষষ্ঠীপুজোতে যা যা লাগবে সেসবও কেনা হয়ে গিয়েছে। শাশুড়ি হিসেবে ১০০-তে ১০০ পাওয়ার জোরদার পরিকল্পনা চলছে।

পার্বণে সাধ আর পকেটে টানাটানি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : জামাইকে খুশি করতে বাজারে চলছে গৃহিণীদের অলিখিত লড়াই। কে কাকে টপকে বড় ইলিশটা নেবেন, কে আগে নেবেন মিষ্টির সেরা প্যাকেজ। ফলের বাজার থেকে মাছের বাজারে সকাল থেকেই ব্যাগ হাতে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে অনেককেই। পকেটে টান থাকলেও জামাই আদরে কমতি নেই। যদিও বছরের এই দিনটি সব কিছুই বেশি দামে কিনতে হয় বলেই জানাচ্ছিলেন শ্বশুর-শাশুড়িরা।

শহরের বাজারগুলিতে জামাইষষ্ঠীর আগেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ খোঁজ করছেন ইলিশের, আবার কেউ চাইছেন চিংড়ি। আবার কারও টাটকা রুইই ভরসা। কেউ মাছের বাজার নয়, শুধু ফল ও সবজির বাজারটাই সারছেন। কারণ কাল সকালে পাঁঠার মাংস দিয়েই জমবে ভূরিভোজ।

তবে এবারে অনেকেই ইলিশের খোঁজ করছেন না বলেই জানাচ্ছিলেন রেগুলেটেড মার্কেটের এক মাছ ব্যবসায়ী অনুজ সরকার। তিনি বলেন, 'এবার সবাই টাটকা মাছ চাইছেন যেমন রুই, কাতলা। অন্যবারে ইলিশের চাহিদা বেশি থাকে। তবে বিক্রিবাটা বেশ ভালো।' বিয়ের পর মেয়ের প্রথম জামাইষষ্ঠী সাগর দত্তের। তাই এদিন গিন্নিকে নিয়েই বাজারে চলে এসেছিলেন। বলছিলেন, 'ফল, সবজি বাজারটাই করছি। জামাই মাছ খেতে ভালোবাসে, তবে এখন বাজারের বড় ইলিশগুলি কোল্ড স্টোরেজে থাকার কারণে অত স্বাদ নেই। তাই জামাইয়ের জন্য ইলিশ রাখলেও অন্য মাছও রাখছি।'

এদিন বাজারদর ছিল অন্য দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি। সেই কথাই বলছিলেন পরেশ রায়। তাঁর কথায়, 'সবজি থেকে ফল সবকিছুর দাম একটু বেশিই আজ। তবে কিছু করার নেই, এই দিনগুলিতে দাম একটু বেশি থাকে।' ঠিক একই কথা বলছিলেন বাজারে আসা সীমা দে। ফলের বাজারের পাশাপাশি বলছিলেন, 'কাল তো নানা আয়োজন থাকছে। এবার দশকর্মার জিনিসের দামটাও অনেকটাই বেড়েছে। তবে কিছু করার নেই, এটাই নিয়ম যে দাম বাড়বে।'

মেয়ে আগের থেকেই ফোন করে বলে রেখেছে চিতল মাছের মুইঠা বানাতে হবে। সেই মতো বাজার করতে এসেছেন শঙ্খ ঘোষ। বিয়ের পর মেয়ে কলকাতাতেই রয়েছে। এই দিনটি জামাইয়ের সঙ্গে মেয়েকেও আদরযত্ন করার বিশেষ দিন বলে জানাচ্ছিলেন তিনি। বলছিলেন, 'মেয়ে বলেছে আর যাই করো না কেন, সঙ্গে চিতল মাছের মুইঠাটা করো। তাই বাজারে ভালো চিতলের খোঁজে এসেছি।'

এবার ইলিশ নয় বরং রুই মাছেই মন মজেছে সুরেশ সরকারের। বলছিলেন, 'দাম দিয়ে বড় মাছ তো নিয়ে যাই প্রতিবার। তবে স্বাদ তেমন পাই না। তাই এবার ঠিক করেছি স্বাদে ভালো এমনই মাছ নেব।' এবার মাছ বাজারে একটা প্রশ্ন বেশি শোনা যাচ্ছে তা হল মাছ টাটকা তো? এমনটাই জানালেন মাছ ব্যবসায়ী শংকর সাহা। বলছিলেন, 'এবার ছোট, মাঝারি মাছের চাহিদাটাই বেশি।'

আম, লিচু কিনতে বেশ ভিড় ছিল ফলের বাজারে। ফল ব্যবসায়ী রাজা সাহার কথায়, 'এই দিনগুলিই তো আমাদের ব্যবসার সময়।' হাতে ব্যাগ নিয়ে এদিন শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরতে দেখা গেল অনেককেই। কেউ দামদর কষছেন আবার কেউ জামাই আদরের জন্য সেরাটাই বেছে নিচ্ছেন। যেমন হাকিমপাড়ার অজয় দত্তের বাড়ির মেনুতে কাল থাকছে পাঁঠার মাংস, কাতলা কালিয়া। থাকছে আমদই ছাড়াও বেশ কয়েকটি পদ। দেশবন্ধুপাড়ায় প্রকাশ সরকার আবার জামাইয়ের পছন্দ অনুযায়ী আমিষের সঙ্গে নানা নিরামিষ পদও রাখছেন। যেমন ধোকার ডালনা, ছানার তরকারি, পটল পোস্ত। আবার নানা খাবারের সঙ্গে মিষ্টিতেও রাখছেন বিশেষত্ব। জামাইষষ্ঠীর দিন জামাইদের মন জয় করতে কেউ মেনুতে জোর দিচ্ছেন তো কেউ আবার বিশেষ উপহারে।

Bodhi's Polyclinic
"Care With Human Touch!"
Call your doctors for :
General Medicine, General Surgery, Orthopedic Surgery, Gynecology, Cardiology, Chest Medicine, Skin & Dental Surgery
Bidhan Road, Siliguri (Beside Hotel Dolly Inn)
CONTACT : 9474090952, 9614655466

বিধান মার্কেট

রুই-(৪-৫ কিলো)- ৪০০ টাকা কেজি
ইলিশ (১ কিলো)- ১৪০০ টাকা
চিতল- এক কিলো-৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা
কাতল – ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা
চিংড়ি ছোট – ৩০০ থেকে ৪৫০ টাকা
গলদা – ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা

দশকর্মা জিনিস

পাখা- ৫০ টাকা - গতবার ৪০ ছিল।
হলুদ সুতা- ১০ টাকা
আম ল্যাংড়া -১০০ থেকে ১২০ টাকা
হিমসাগর- ৮০ থেকে ৭০ টাকা
জাম, জামরুল, লিচু -১০০, ৮০ (পোয়া)

মাছ বাজারে শাশুড়ি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মার্কেট কমপ্লেক্সে নেশার আসর

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : সারাদিন বিকিকিনি চলে হায়দরপাড়ার মার্কেট কমপ্লেক্সে। রাত হলেই এখানে বসে যায় নেশার আসর। প্রায় প্রতিদিন বহিরাগতরা এসে এখানে মদের আসর বসায়। ইদানীং বেশ কয়েকটি দোকান থেকে সামগ্রী চুরি হয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, এই বহিরাগতরাই চুরি করছে। পুলিশ মাঝেমধ্যে এসে নজরদারি চালালেও দীর্ঘস্থায়ীভাবে নেশার আসর বন্ধ করতে পারছে না। সবমিলিয়ে অতিষ্ঠ হায়দরপাড়াবাসী এবং ব্যবসায়ীরা।

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র পরিষদের সদস্য রাজেশ প্রসাদ। তাঁর কথায়, 'আমি পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি। সেইমতো অভিযানও হয়েছে বেশ কয়েকবার। কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছে।

অতিষ্ঠ হায়দরপাড়াবাসী

> আমি পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি। বহিরাগতরা সুযোগ বুঝে ফের এখানে এসে নেশার আসর বসাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মেয়রের সঙ্গে কথা বলব।
>
> **রাজেশ প্রসাদ** *কাউন্সিলার*

কিন্তু বহিরাগতরা সুযোগ বুঝে ফের এখানে এসে নেশার আসর বসাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মেয়রের সঙ্গে কথা বলব।' পুলিশের এক কর্তা বলেছেন, 'নিয়মিত নজরদারি এবং অভিযান চালানো হচ্ছে।' কিন্তু তারপরেও কেন এসব বন্ধ করা যাচ্ছে না? তার কোনও জবাব নেই পুলিশকর্তার কাছে।

মার্কেট কমপ্লেক্সে ঢুকলেই নজরে পড়বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মদের বোতলগুলো। খুব বেশি দোকান নেই এখানে। দোকানগুলি রয়েছে মূলত নীচের তলায়। ওপরের তলা প্রায় ফাঁকা। এই সুযোগে দিনের পর দিন বহিরাগতরা ভিড় জমাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এতদিন নেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইদানীং নেশাগ্রস্তরা দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে চম্পট দিচ্ছে।

এখানকার এক ব্যবসায়ী সমীর সরকারের বক্তব্য, 'প্রতিদিন দেখি দোকানের সামনে মদের বোতল পড়ে রয়েছে। কখনো-কখনো তো সন্ধ্যা নামলেই এদের অত্যাচার শুরু হয়ে যায়।' স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ কর্মকারের মতে, এমনটা চলতে থাকলে এলাকার পরিবেশ খারাপ হয়ে যাবে।

এখানে যারা নেশার আসর বসাচ্ছে, তারা সকলেই বহিরাগত বলে উল্লেখ করেন স্থানীয় রিঙ্কু রায়। তাঁর মন্তব্য, 'অনেক সময় চিৎকার, হইহুল্লোড় শুনতে পাই। রাতের দিকে জায়গাটা আর নিরাপদ থাকছে না। প্রশাসনের উচিত এদিকে নজর দেওয়া।' এখন দেখার, প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়।

বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : এলাকার একাংশে নেই পিচের প্রলেপ। গোটা রাস্তায় ছোট-বড় গর্ত হয়ে রয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিবেদিতা রোডের বাই লেনের একাংশের অবস্থা এমনই। বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয়রা বলছেন, ওই রাস্তাটি চলাফেরার অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'ওই এলাকার তিনটে রাস্তাই সংস্কারের জন্য টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

নিবেদিতা রোডের সঙ্গে সংযোগকারী এই রাস্তা দিয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে। সব সময় এই রাস্তা ধরে সাধারণ মানুষের যাতায়াত চলে। সম্প্রতি ওই রাস্তায় যেতেই বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ল। রাস্তার একাংশে পিচের প্রলেপ উঠে যাওয়ায় সাইকেল নিয়ে চলতে রীতিমতো সমস্যায় পড়ছিলেন এলাকার বাসিন্দা মহেন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেই। ছোট-বড় গর্ত হওয়ায় সাইকেল নিয়ে চলতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' এমনকি বর্ষার মরশুমে শুরু হতেই বাইক, স্কুটার নিয়ে চলতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী অনিমেষ দাস। তিনি বলেন, 'যা পরিস্থিতি তাতে করে এই বর্ষায় রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। স্থানীয় প্রশাসনের উচিত বিষয়টি দেখা।'

রাস্তার তাপ সামলাতে চোখেমুখে জল। শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

চালককে মারধর

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : থামতে বললেও গাড়ি না দাঁড় করানোয় বেধড়ক মার খেতে হল এক চালককে। শনিবার সকাল আটটা নাগাদ পানিট্যাঙ্কি মোড় এলাকায় এই ঘটনায় অভিযুক্ত তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে ওই চালককে ঠিক কী কারণে মারধর করা হল, তা স্পষ্ট হয়নি। ওই তিন তরুণ লিফটের জন্য গাড়িটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ওই চালকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

আক্রান্ত চালকের অভিযোগ, সেবক রোড ধরে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে আসার সময় দেখি একটি গাড়ির সামনে তিন তরুণ। ওই তিনজন তাঁর গাড়ি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। তবে গাড়ি থামাননি চালক। তারপরেই তিন তরুণ অন্য একটি গাড়ি নিয়ে পিছু নিতে শুরু করে। পানিট্যাঙ্কি মোড়ে ওই গাড়িচালককে নাগালে পেয়ে মারধর শুরু করে দেয় ওই তিনজন।

আক্রান্ত চালকের বক্তব্য, 'অন্যদিনের মতোই আমি কাজের উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলাম। সেবক রোডে উঠে কিছুটা এগোতেই দেখতে পাই, তিন তরুণ একটি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারাই গাড়ি দাঁড় করানোর জন্য আমাকে ইশারা করে। তবে আমি গাড়ি থামাইনি। ওদের কাটিয়ে চলে যাই। ভাবতে পারিনি, ওরা এজন্য আমার পিছু নিতে শুরু করবে।' ওই গাড়ির চালক বলেন, 'পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে পৌঁছে একটি দোকানে চা খাওয়ার সময় দেখি গাড়িতে করে তিনজন চলে এসেছে। কিছু বলার আগেই ওরা আমাকে বেধড়ক মারধর শুরু করে।' সেসময়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে খবর দেন স্থানীয়রা। তারপরই পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এসে মারমুখী ওই তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

অবৈধ পার্কিংয়ে ভোগান্তি বাজারে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : সকাল থেকেই যানজট হায়দরপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায়। চলাচলে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে বেশি ভিড়। এই ভিড়েই আবার যে যেখানে পারছেন, সাইকেল বাইক স্কুটি রেখে বাজার করছেন বা নিজের কাজে চলে যাচ্ছেন। তবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই ঘটনা শুধু আজকের নয় বরং বহুদিন ধরেই এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখর দাস বলেন, 'বাজারে যাঁরা আসেন তাঁরা যত্রতত্র রাস্তার ওপর স্কুটি-বাইক রাখেন। ফলে রাস্তা আটকে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সেই কারণে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যা তো আমাদেরও পোহাতে হয়। কোনও জরুরি কাজে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জো নেই, এমনই অবস্থা হয়ে রয়েছে।'

সরব ব্যবসায়ীরা

- রাস্তায় যে যখন পারছেন যানবাহন রেখে বাজার করতে চলে যাচ্ছেন
- এতে হায়দরপাড়া বাজারের রাস্তা আটকে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে
- সমস্যা নিয়ে ব্যবসায়ীরা সরব হলেও এখনও তার কোনও সুরাহা হয়নি
- ব্যবসায়ীরা আবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনতে কর্মসূচির কথা ভাবছেন

হায়দরপাড়া বাজারে ঢোকার মুখে অবৈধ পার্কিং।

ব্যবসায়ী রাকেশ রায় বলেন, 'আমরা কতবার বলব। ক্রেতারা সবাই তো বোঝেন না সমস্যাগুলো। আমরা বারবার বলতে গেলে ব্যবসা নষ্ট হতে পারে। তবুও বলি যানবাহনগুলো সাইড করে রাখতে, তবে সাধারণ মানুষ শোনে না। অবস্থা একইরম থেকে যায়।' আরও এক ব্যবসায়ী সুমন দাস বলেন, 'সকালের দিকে ব্যাপক যানজট বাধে। দুপুরের দিকেও একই অবস্থা। মানুষও বুঝতে চায় না। যত্রতত্র গাড়ি রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নিমাই পাল বলেন, 'এই রাস্তা ধরেই স্কুল-কলেজ সমস্ত জায়গায় যাওয়া হয়। বাজারে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ আসে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় টোটোগুলির জন্য। এছাড়াও স্কুলের বড় বাসগুলো যখন ঢোকে তখন সমস্যা হয়। এখন প্রতিটি বাড়িতেই স্কুটি-বাইক রয়েছে। হাঁটাপথে আসা যায় এমন মানুষও স্কুটি-বাইক নিয়ে এসে যত্রতত্র রাখে। আমরা আগেও প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। প্রয়োজনে আবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।'

কাঞ্চনজঙ্ঘা
ট্রেড ফেয়ার-২০২৫
৮ই জুন মেলার শেষ দিন
স্থান
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম
মেলা ময়দান, শিলিগুড়ি
সময় ঃ বেলা ২ টা থেকে রাত্রি ৯ টা

দুই দশকের ভরসা
20 YEARS OF EMPOWERING INVESTORS
PRABIN
96478 55333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri- 734001
AMFI Registered Mutual Fund Distributor.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত সিকিম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : কোথাও তিস্তার ত্রাসে ঘর ছাড়ার আশঙ্কা, কোথাও আবার বৃষ্টি-ধসের জেরে গৃহবন্দি হাজার হাজার মানুষ। বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়েছেন পর্যটকরা। সবমিলিয়ে বর্ষার শুরুতেই বিপর্যস্ত সিকিম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে উত্তর সিকিমে। যার জন্য মংগনে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। রাজ্য প্রশাসনের তরফে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে গ্যাংটক জেলার পাশাপাশি পাহাড়ি রাজ্যটির বেশকিছু এলাকায়। শুরু হয়েছে নজরদারি।

রাজ্য প্রশাসনের তরফে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। চলাফেরার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। যা মনে করাচ্ছে '২৩-এর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পরবর্তী ছবি।

এক রাতের প্রবল বর্ষণে ফের বন্যাকবলিত উত্তর সিকিম। তিস্তা অববাহিকায় থাকা বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত। ধস এবং ভূমিধসের কবলে সিকিমের একের পর এক এলাকা। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি বিচ্ছিন্ন। এমন দুর্যোগে উত্তর সিকিমে অনির্দিষ্টকালের জন্য পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

রাজ্যের অন্যত্র বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যটকদের সেখানকার পরিস্থিতি আগাম জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সিকিম পর্যটন দপ্তর তরফে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, লাচুং বেড়াতে যাওয়া ১৩৪০ এবং লাচেনের ১১৫ পর্যটককে কীভাবে এবং কবে উদ্ধার করা হবে, তা স্পষ্ট নয়। এরই মধ্যে উত্তর সিকিমের বড় একটা অংশে বিপর্যয় ডেকে এনেছে মোবাইল ফোন ও বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। শনিবার মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে লাচেন। একাধিক জায়গায় ধস নামায় বিচ্ছিন্ন লাচুংও।

শুক্রবার রাতে মংগন জেলায় বৃষ্টি হয়েছে ৮৮.৪ মিলিমিটার। পাশাপাশি শনিবার দিনভর বর্ষণের জেরে প্লাবিত হয়ে পড়েছে উত্তর সিকিমের ফিদাং গ্রাম। জলমগ্ন অবস্থায় দিশেহারা গ্রামবাসীরা। এলাকাটি তিস্তা অববাহিকায় হওয়ায় নদীর জল গ্রামে ঢুকে যায় বলে স্থানীয়দের বক্তব্য।

তিস্তায় জলস্ফীতি ঘটায় গ্যাংটক জেলার ডিকচু এবং সিংতাম এলাকা ক্ষতির মুখে। বিপদ এড়াতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এখানকার বাসিন্দাদের উঁচু এলাকায় আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে এখানকার বাসিন্দাদের ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে।

যা পরিস্থিতি

- প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম, লাল সতর্কতা মংগনে
- অনির্দিষ্টকালের জন্য পারমিট বন্ধ, লাচেন, লাচুংয়ে আটকে পর্যটকরা
- তিস্তার জলে প্লাবিত ফিদাং গ্রাম, ধসে বিচ্ছিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা
- তিস্তার জলস্ফীতিতে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের সতর্ক করল প্রশাসন

এদিন রংপো এলাকা পরিদর্শন করেন স্থানীয় মহকুমা শাসক সুনীতা সুব্বা। তিনি বলেন, 'তিস্তায় নজরদারি রাখার পাশাপাশি বাসিন্দাদের যাতে কোনও সমস্যায় না পড়তে হয়, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' গ্যাংটকের জেলা শাসক তুষার জি নিহারে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে 'গুজব এড়িয়ে সতর্ক থাকার' পরামর্শ দিয়েছেন। তিস্তায় জলস্ফীতি ঘটায় বৃহস্পতিবার লাচেনচু নদীতে নিখোঁজ পর্যটকদের উদ্ধারে এদিন নদীতে তল্লাশি চালাতে পারেনি মংগন জেলা প্রশাসন। এদিকে, টুং চেকপোস্টের কাছে ধস নামায় সেখানকার রাস্তা বন্ধ। ধসের জেরে বন্ধ সাংকালান-চুংথাং রাস্তা। অবিরাম বোল্ডার পড়ছে টুংশিপ এবং ৩৫ মাইলে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সিবওয়ানির কাছে ভূমিধস হওয়ায় বন্ধ হয়ে রয়েছে সিংতাম বাজার। নামচি জেলার লেগশিপ ও কিউজিংয়ের মধ্যে বড় ধরনের ধস নেমেছে।

শিক্ষা ও প্রত্যাঘাত

প্রথম পাতার পর

ভারতের ৬টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে বলে সাংবাদিকের কথা শোনামাত্র সিডিএস বলে ওঠেন, 'একেবারেই সত্যি নয়।' দু'দেশের লড়াই চলতে থাকলে অচিরে পরমাণু যুদ্ধের স্তরে চলে যেত বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে সরাসরি মন্তব্য না করলেও অপারেশন সিঁদুর কখনও পরমাণু সংকটে পরিণত হয়নি বলে বোঝাতে চেয়েছেন জেনারেল চৌহান।

তিনি বলেন, 'প্রচলিত সামরিক অভিযান এবং পারমাণবিক সংঘাতের মধ্যে তুলনা চলে না। অভিযান চলাকালীন পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিভাবে ভারতের হাতে ছিল।' সিঙ্গাপুরের সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনীতি এবং সক্ষমতা নিয়েও খোলামেলা মতপ্রকাশ করেন তিনি। তাঁর দাবি, স্বাধীনতার পর অনেক ব্যাপারে ভারতের চেয়ে এগিয়ে ছিল পাকিস্তান। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অর্থনীতি থেকে মানবসম্পদ-সব ব্যাপারে পাকিস্তানকে টেক্কা দিয়েছে ভারত।

তবে সিডিএসের কথায়, 'যখন আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম, তখন পাকিস্তান প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, মাথাপিছু আয়- সবকিছুতে। কিন্তু আজ ভারত সব বিষয়ে এগিয়ে। আমরা অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছি।' ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিদেশি নির্ভর মানতে রাজি হননি তিনি। বরং ওই সাক্ষাৎকারে তাঁর দাবি, 'আমরা শুধু আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার মতো দেশীয় প্ল্যাটফর্মগুলিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করিনি, একইসঙ্গে বিদেশের ওপর নির্ভর না করে বিমান প্রতিরক্ষায় নিজস্ব নেটওয়ার্কিং পরিকাঠামো গড়ে তুলেছি। আমরা দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা রাডারগুলিকে অভিন্ন নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে পেরেছি। প্রতিরক্ষার দৃষ্টিতে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

বনধের ডাক

প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে আমাদের শহরবাসীর কাছে অনুরোধ, সোমবার সকলে যেন দোকানপাট বন্ধ করে বনধ পালন করেন।'

ভাঙচুর হওয়া বাড়িতে থাকা এক মহিলার কথায়, 'হঠাৎ দেখি কয়েকজন লোক ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাড়ির সামনে হাজির হয়েছে। এরপর তারা বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। বাড়িতে থাকা দুই পুরুষ সদস্য ওদের আটকাতে গেলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করে। একজনের মাথায় আঘাত করে।'

ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয়রা পথ অবরোধ শুরু করলে হাজির হয় পুলিশ। এরমধ্যেই সাংসদ আসার খবর পেতেই লাঠিসোটা হাতে স্থানীয়রা তাঁকে নিয়ে আসার জন্য মিছিল করে ঝংকার মোড়ের দিকে যায়। এরপর সেখান থেকে রাজুকে মিছিল করে আহতদের বাড়ির সামনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে আহতদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে খবর, অগ্নীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় নজর রাখা হচ্ছে। কেউ বাড়াবাড়ি করলেই পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করবে।

'পুলিশ কি রাতে ঘুমোচ্ছে?'

গোরু চুরির অভিযোগ শুনে আইসি-কে ধমক উদয়নের

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৩১ মে : সবজান্তা 'সিধু জ্যাঠা' গুগল বলছে, দিনহাটা থেকে বীরভূমের দূরত্ব প্রায় ৫০০ কিমি। কিন্তু পুলিশ ধমকানোয় যেন একসূত্রে গাঁথা উত্তর ও দক্ষিণের দুই প্রান্ত। বীরভূমের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডল যখন বোলপুর থানার আইসি লিটন দাসকে অশালীন ভাষায় হুমকি দিয়ে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন, ঠিক তখনই দিনহাটা থানার আইসিকে ধমকে বিতর্কে জড়ালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এনিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে জেলার রাজনীতিতে।

শনিবার দিনহাটার ভেটাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া এলাকায় যান উদয়ন। জনসংযোগ কর্মসূচি চলাকালীন মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে বাসিন্দারা প্রতিবাদে গোরু নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। স্থানীয়রা তাঁকে জানান, একের পর এক গোরু চুরি হলেও ভেটাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ নিষ্ক্রিয়। একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি।

উত্তরপাড়া এলাকায় জনসংযোগে উদয়ন গুহ। শনিবার।

সেকারণে গ্রামবাসীরা নিজেরাই রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিমলা বর্মন মন্ত্রীকে বলেন, 'গোরু চুরি রুখতে আমাদের সারারাত জাগতে হচ্ছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কারণে রাতপাহারার দায়িত্ব আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি।' এসব শুনে ক্ষুব্ধ উদয়ন তখনই দিনহাটা থানার আইসিকে ফোন করেন। তিনি জানতে চান, 'ভেটাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ কী করছে? গ্রামে একের পর এক গোরু চুরি হচ্ছে। পুলিশ কি রাতে ঘুমোচ্ছে?' রাতে টহলদারির জন্য সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েনের পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি আরও জানান, পুলিশকে আরও সজাগ হতে হবে। যারা এই ধরনের কাজ করছে তাদের ধরে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন মন্ত্রী। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। টহলদারি চলবে।

এদিকে, আইসিকে ধমকানো নিয়ে ঘাসফুল শিবিরকে বিঁধেছেন বিজেপির জেলা সহ সম্পাদক বিরাজ বোস। তাঁর কটাক্ষ, 'পুলিশ তো তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। মন্ত্রী পুলিশকে ধমকাচ্ছেন- দেখে মনে হচ্ছে দিনহাটাতেও যেন অনুব্রতরাজ চলছে।' এনিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে উদয়ন পালটা বলেন, 'কে কী বলল, তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।'

কড়া পাহারা।। বৃষ্টির মধ্যে অনন্তনাগ জেলার পহলগামে নিরাপত্তাকর্মীরা। -পিটিআই

জটিল অস্ত্রোপচার

ইসলামপুর, ৩১ মে : জটিল অস্ত্রোপচার করে নজির গড়লেন ইসলামপুর শহরের চিকিৎসক মজহর আলম। নিজের নার্সিংহোমে শনিবার মোহিনী খাতুন নামে এক বধূর ডিম্বাশয়ের ভেতরে থাকা একাধিক টিউমার সফল অস্ত্রোপচার করে আলাদা করেন তিনি। মোহিনী গোয়ালপোখর ব্লকের খাগর এলাকার বাসিন্দা। মজহর বলেছেন, 'নারীর শরীরে দুটি ডিম্বাশয় থাকার কথা। কিন্তু মোহিনীর জন্মগতভাবে একটি ডিম্বাশয়ই ছিল। টিউমারের কারণে ডিম্বাশয় কেটে বাদ দিলে তিনি আর সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন না। ফলে জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আমি তাঁর ডিম্বাশয় রেখে টিউমার কেটে বাদ দিয়েছি। ফলে আগামীতে তাঁর সন্তানের জন্ম দিতে সমস্যা হবে না।' গত দেড় মাসে আলম একের পর এক জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে করেছেন।

পাচারে রেহাই নেই কোনও নদীর

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩১ মে : বালি-বজরির হাব হিসেবে শুধু ওদলাবাড়ির লিস-ঘিস-চেল নয়, সেই অর্থে প্রচারের আলোয় না এলেও পশ্চিম ডুয়ার্সে বয়ে যাওয়া কোনও নদীতেই সরকারি বালি মাফিয়াদের কাছে মাল, নেওড়া, কুর্তি, জলঢাকা, কুজি ডায়না, গাঠিয়া, টানাটানি, ডায়না, রেতির মতো নদীগুলিও মৌচাক।

এদের মধ্যে দু'একটি নদী ছাড়া আর কোনওটি থেকেই বালি-পাথর তোলার সরকারি অনুমতি নেই। জঙ্গল এলাকার দুই কিলোমিটারের মধ্যে বয়ে যাওয়া কোনও নদীতেই সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বালি-পাথরের বেড চিহ্নিত করা হয়নি। তবে, এই নিয়ম শুধু কাগজ-কলমেই আটকে। খোড়াই কেয়ার মাফিয়াদের। পুলিশ প্রশাসনের একাংশ থেকে নেতাদের সঙ্গে বিশেষ বোঝাপড়ায় রাত হলেই নদীতে নামে শয়ে-শয়ে ডাম্পার, ট্র্যাক্টর-ট্রলি।

মালবাজারের ডাম্পার কাণ্ডের পর আর নদীগুলিতে জল বেড়ে যাওয়ায় এখন অবশ্য কারবারের কিছুটা মন্দা। পরিস্থিতি একটু থিতিয়ে এলেই আবার যে লাইন চালু হয়ে যাবে, বুক ঠিকিয়ে একথা বলছেন কারবারিরা। মাল শহর পেরোলেই পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় লাগোয়া মাল নদী। সেখানে তো একসময় দিনেরবেলাতেই বালি-বজরি তোলার জন্য ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। হঠাৎ আসা হড়পায় একাধিকবার সেগুলি বিপদেও পড়েছে। মাল নদী পেরিয়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগোলে শালবাড়ি থেকে মেটেলি ব্লকের শুরু। সেখানে বালি মাফিয়াদের টার্গেট নেওড়া নদী। বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া নেওড়ায় বালি, বোল্ডার ও বেডমিশালি তিনই মেলে। ডুয়ার্সের আর পাঁচটা নদীর মতোই নেওড়াতেও সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয় কোদাল-বেলচার যুগলবন্দি। রাত ঘনালেই গাড়িতে তোলা সামগ্রী জাতীয় সড়ক দিয়ে রওনা হয়ে যায় অন্যত্র। মেটেলি গ্রাম পঞ্চায়েতে ছোট নদী কুর্তিও রেহাই পায় না বালি মাফিয়াদের থেকে। নাগরাকাটা ব্লকে বালি তোলার অনুমতি রয়েছে শুধু ডায়না নদীতে। তাও নির্দিষ্ট বেড়ে। ওই সীমা আর মানে কে? নদীর বুকে আর্থমুভার নামিয়ে খোঁড়া হচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। একবারের রয়্যালটি দিয়ে দুই থেকে তিনবার পাচার হয় বালি। প্রতি ঘনফুট ৩-৪

রমরমা বালি কারবার

টাকার রয়্যালটি বিক্রি হয় ১৫-২০ টাকায়। ইজারাদারের কাছ থেকে কেনা চড়া দামের রয়্যালটি পুষিয়ে নিতে বালি-পাথরের দামও চড়ে। ডুয়ার্সের আমজনতাও জানে, অবৈধ বালি খাদানের জন্য ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে নদীগুলো। বর্ষায় পাড় ভেঙে গিলছে গ্রামের জমি। তবু বালি মাফিয়াদের দাপটে টুঁ শব্দ করার সাহস নেই কারও। ভবিতব্য মেনে প্রতিরাতে ডাম্পার, ট্র্যাক্টর-ট্রলির শব্দ শোনেন গ্রামবাসীরা।

পাত্তাই দিই না : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মে : তাঁকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তিনি যেখানেই যাচ্ছেন, যাই করছেন, হচ্ছে বিতর্ক। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে একমঞ্চে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ রাতের দিকে ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে অনুব্রত সম্পর্কে মুখ খুলেছেন মহারাজ। জানিয়েছেন, তিনি একজন 'পাবলিক ফিগার'। তাঁকে অনেকের সঙ্গেই নানা অনুষ্ঠানে দেখা যায়। আর সেসব নিয়ে বিতর্ক হলে তিনি 'পাত্তাই' দেন না। চওড়া হাসি নিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'কিসের বিতর্ক? আমার সঙ্গে যেই মঞ্চে হাজির হয়, তারই কি কিছুর দরকার পড়ে। দুইজনই পাবলিক ফিগার। বোলপুরে কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনুষ্ঠানে। একসঙ্গে মঞ্চে থাকলে কী হয়েছে। আমি অনেকের সঙ্গেই স্টেজ শেয়ার করি। কিছু মানুষ আমায় রাজনীতিতে অযথা জড়িয়ে ফেলে।' তিনি একজন ক্রীড়াবিদ। রাজনীতির মানুষ নন। স্পষ্টভাবে নিজের মনোভাব জানিয়ে অনুব্রতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিশ্লেষণ করে মহারাজ বলেছেন, 'আমি রাজনীতির লোক নই। আমার কিছু দেওয়ার বা পাওয়ার নেই। কত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি আমি।'

চক-ডাস্টার হাতে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১৫০ পড়ুয়া আছে। এই স্কুলে শিক্ষকের ভূমিকায় আছেন আটজন সিভিক ভলান্টিয়ার। শিক্ষকের ভূমিকায় থাকা অনেক সিভিক ভলান্টিয়ারই স্নাতক, স্নাতকোত্তর এমনকি বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আত্মিক সিংহ আরও বলেন, 'কাজের ফাঁকে সময় করে থানার আইসি শোভন কর্মকার, এসআই জয়ন্ত মণ্ডল, এসআই মধুসূদন ভট্টাচার্য, এএসআই প্রদীপকুমার ঝা পড়ুয়াদের ক্লাস নেন। দুঃস্থ পড়ুয়াদের সবরকম সাহায্যের জন্যও হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের ছাড়া এমন উদ্যোগ সম্ভব হত না। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।' তবে আক্ষিকবাবু বলেন, 'বর্ষাকালে হঠাৎই কেঁপে বৃষ্টি এলে সমস্যা হয়। তখন ছোটাছুটি করে থানার বিভিন্ন ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। পড়ুয়াদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকলে খুব ভালো হত।'

হবিবপুরের আকতৈল এলাকার বাসিন্দা শিক্ষারত্ন মিহির চন্দ্র বলেন, 'ইচ্ছে থাকলে যে অনেক কিছু করা যায়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন হবিবপুর থানার কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার। অবৈতনিক স্কুল কিশলয় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।'

নদীপাড়ে পাঠশালা

প্রথম পাতার পর

সমস্যার কথা জানতে পারেন। শুরু হয় বিশ্বজিতের দ্বিতীয় অধ্যায়। দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর পাঠশালা। শুরুতে বুড়ি বাসরা নদীর পাড়ে খোলা আকাশের নীচে গুটিকয়েক পড়ুয়াকে নিয়ে স্কুল চলত। সেখানে এখন পাকা স্কুলঘর তৈরি করেছেন বিশ্বজিৎ। সপ্তাহে দু'দিন শনিবার ও রবিবার নিঃশুল্ক কোচিং নিচ্ছে সেখানকার শতাধিক পড়ুয়া।

শুধু পাঠদানেই থেমে নেই, বরং দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি থেকে প্রতিভা তুলে আনতে বিশ্বজিৎ সেখানে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি খুলেছেন। সেখানকার পড়ুয়াদের সেখানে ফুটবল কোচিং দেওয়া হয়। ছেলেরা না হয় ফুটবলে মজে গেল। মেয়েরা কী করবে? তাই তাদের জন্য নাচের স্কুলও চালু হয়েছে দক্ষিণ মেন্দাবাড়িতে।

বিশ্বজিৎ বলেন, 'ছোটবেলায় প্রচুর লড়াই করে বড় হতে হয়েছে। তাই চেয়েছিলাম প্রত্যন্ত গ্রামের পড়ুয়াদের জন্য কিছু একটা করার।' নিজের স্কুল চালানোর পাশাপাশি বিশ্বজিৎ লেখকও। কয়েক বছর আগেই পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক করিমুল হককে নিয়ে বই লিখেছেন। সেই বই একটি বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। তার থেকে যে উপার্জন এসেছে তার একাংশ যেমন করিমুল সাহেবের সমাজসেবার কাজে দিয়েছেন বিশ্বজিৎ, তেমনি তা দিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় পড়ুয়াদের জন্য কোচিং সেন্টার খুলেছেন। ওই কোচিং সেন্টারে কম্পিউটার বসিয়েছেন।

ছোটবেলায় অনেকবার দুর্গাপুজো কেটেছে পুরোনো জামা পরে। তাই প্রতি দুর্গাপুজোয় নতুন জামাকাপড় কেনেন গ্রামের খুদেদের জন্য। তাঁর স্ত্রী ও সংযুক্তা সাহা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পাশে থাকেন। পড়ুয়াদের প্রার্থনার জন্য সেখানে একটি মন্দির তৈরি করেছেন বিশ্বজিৎ। মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চন্দ্রা নার্জিনারি বলেন, 'আমাদের তরফে যদি কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমরা অবশ্যই তাঁর পাশে থাকব।'

দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামে সেরকম কাজের কোনও সুযোগ নেই। তাই পড়ুয়ারা যাতে পরবর্তীতে স্বাবলম্বী হতে পারে সেটাই এখন লক্ষ্য বিশ্বজিতের। স্বপ্ন দেখেন বিশ্বজিৎ, একদিন এখানকার ফুটবল কোচিং সেন্টার বা নাচের স্কুল থেকে উঠে আসবে আগামীদিনের তারারা।

রেস্তোরাঁর ভয়

প্রথম পাতার পর

রাজা রামমোহন রায় সরণি বলে পরিচিত, সেখানে পরপর কয়েকটা বড় বড় রেস্তোরাঁ রয়েছে। তাদের মূল আকর্ষণ হল বাঙালি মেনু। জামাইষষ্ঠী স্পেশাল থালির আয়োজন করেছে তারা। এমনকি ষষ্ঠীর নানা আচার পালনের ব্যবস্থাও করেছে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষই। হুহু করে টেবিলও বুক হয়ে যাচ্ছে। এমনই এক হোটেলের কর্মী সহায়ে বললেন, 'কাল দেখবেন রেস্তোরাঁর সামনে কেমন ভিড় হয়। লাইন পড়ে যাবে।'

তাহলে অর্পণদের 'বিরোধী শিবিরের' শাশুড়ির সংখ্যাও শহরে কম না! সুভাষপল্লির রাখি ধর যেমন। চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আরে ওই কমোড বিরিয়ানির দোকানটা তো আমাদের বাড়ির কাছেই।' তারপরেও জামাইকে রেস্তোরাঁয় খাওয়ানোর সাহস হচ্ছে? রাখির হতাশ উক্তি, 'কী করব, মেয়ে আর জামাই দুজনেই বলল ১৩ রকম আইটেমের থালি খাবে। বাড়িতে কি আর এত কিছু রান্না করা যায়? আর করলেও ওভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে হোটেলের মতো তো আর পরিবেশন করা যায় না। অগত্যা ওদের নিয়ে হোটেলেই যাব।' রাখির দলের আরেক শাশুড়ি আঁখি সরকার যেমন বলে দিলেন, যেতে হলে বড় নামীদামি হোটেলে যাবেন। 'সেসব জায়গায় হয়তো ঠিকঠাক স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়', আশা তাঁর।

নির্মাণ বৈধ

প্রথম পাতার পর

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হওয়ার পর সেটি তিন বছরের জন্য বৈধ থাকে। কেউ চারতলা বাড়ির বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করে দোতলা নির্মাণ করে রেখে দিতে পারেন। বাকি দুটি তল তিনি যদি পাঁচ-সাত বছর পরে তৈরি করেন তাহলে রিভাইজড প্ল্যান পাশ করাতে হবে। সেইজন্য পুরনিগমকে নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হয়। কিন্তু ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে এমন প্রকৃত নির্মাণ হচ্ছে যেগুলি পুরনিগমকে জানানোই হচ্ছে না।

অভিযোগ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওয়ার্ডের প্রভাবশালী দাদা এবং তাঁর দলবল নিয়ন্ত্রণ করছে। বিভিন্ন প্রকার রেওয়াজি কাজের জন্য দেড় লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে ১০-১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দর নির্ধারিত রয়েছে। ওয়ার্ডে প্রচুর বাংলাদেশি এসে বাড়ি কিনছেন, ফ্ল্যাট কিনছেন, যাঁদের কাছে জমির সমস্ত বৈধ প্রতিফলনপত্রও নেই। ফলে তাঁরা ভয়ে ভয়ে ওয়ার্ডেই লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সমঝোতা করছেন বলে অভিযোগ।

রহিম-শরণে সাবিনা

মালদা, ৩১ মে : আগামী বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। মালদা জেলায় ভোট বৈতরণী পার করতে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব যে রহিম বক্সীতেই আস্থা রাখছে তা দ্বিতীয় দফায় তাঁকে জেলা সভাপতির ভার দেওয়াতেই স্পষ্ট। এক কথায় মালদা জেলায় তৃণমূলের হয়ে শেষ কথা বলবেন তিনিই। আগামী বিধানসভার টিকিট পেতে ছাড়পত্র লাগবে রহিম বক্সীর। তাই তাঁকে তুষ্ট করতে তৃণমূলের সব সারির নেতারা উঠেপড়ে লেগেছেন। এই তালিকায় এবার নাম জুড়েছে রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের। মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে রহিম বক্সীর মেয়ে আশিকার শবনমকে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধীরা যেমন স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে সরব হচ্ছে, তেমনই তৃণমূলের অন্দরে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের ব্যক্তিগত সহকারী জেলা তৃণমূল সভাপতি রহিম বক্সীর মেয়ে, শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এনিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। যদিও তাঁর কটাক্ষকে পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে করছেন না মন্ত্রী এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি দুজনেই।

শনিবার সুকান্তর এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্ট মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় মালদা জেলায়। যুগ্মসচিবের স্বাক্ষরিত চিঠি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'একে বলে মেধাযুক্ত, যোগ্য বেকার তরুণ-তরুণী যখন চাকরির দাবি নিয়ে ফুটপাথে রাত কাটাচ্ছে, তখন নিঃশব্দে বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির কন্যাকে চাকরি পাইয়ে দিলেন সাবিনা ইয়াসমিন।'

দেবতা কাঞ্চনজঙ্ঘায় পা নয়, আর্জি গোলের

অস্বস্তিতে পর্বতারোহীরা

শিলিগুড়ি, ৩১ মে : কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান কি বন্ধ হয়ে যাবে, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্ন উঠেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেবতা হিসেবে পুজো করেন সিকিমবাসী, তাই শ্বেতশুভ্র পর্বতশিখরটিতে পা রাখা অনুচিত, মনে করেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। শুধু মনে করা নয়, কেন্দ্র যাতে এ ব্যাপারে নেপালের সঙ্গে কথা বলে, তার জন্য তিনি চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে। যদিও এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেন্দ্রের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তবে তামাংয়ের চিঠির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে পর্বতারোহীদের মধ্যে। বড় প্রশ্ন হয়ে উঠছে, পর্বতারোহণ যেখানে আয়ের পথ, তা কেন নেপাল বন্ধ করতে যাবে?

কাঞ্চনজঙ্ঘা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র স্থান। এই বিশ্বাস এবং ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়ে ২০০১ সালে সিকিম দিয়ে ৮,৫৮৬ মিটার উচ্চতার কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিং। প্রায় ২৫ বছর পর পূর্বসূরির পথ অনুসরণ করে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে নেপালের রাস্তাও বন্ধ করতে চাইছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। যে কারণে তাঁর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি

দেওয়া। সম্প্রতি অরুণাচলপ্রদেশের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের একটি দল কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ জয় করেছে। এরপরেই চিঠি লেখেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী।

তবে নেপাল যে রাজি হবে না, সে ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত পর্বতারোহীরা। ২০১১ সালে প্রথম অসামরিক ভারতীয় হিসেবে কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করেছিলেন দুই বাঙালি দেবাশিস বিশ্বাস ও বসন্ত সিংহ রায়। দেবাশিস বলছেন, 'স্থানীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় ভাবাবেগে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জায়গা থেকে এমন দাবি করতেই পারেন। কিন্তু নেপাল রাজি হবে বলে মনে হয় না। কেননা, এমন অভিযানের সঙ্গে রুটিরুজি জড়িয়ে রয়েছে।'

কাঞ্চনজঙ্ঘা নেপালের কাছেও পবিত্র ভূমি হওয়ায় শেরপারা অভিযানে যাওয়ার আগে নিরামিষ খান এবং পর্বতারোহীরাও ওই পথ অনুসরণ করেন, মনে করিয়ে দিচ্ছেন এভারেস্ট জয়ী দেবাশিস। এভারেস্ট জয়ী মলয় মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'যে কোনও পর্বতশৃঙ্গ হরিহরি মা। তাহলে তো সব শৃঙ্গ অভিযান বন্ধ করে দিতে হয়। শৃঙ্গে পা রাখার অনুভূতিটা ঈশ্বর দর্শনের।'

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে পশ্চিম কাঞ্চনজঙ্ঘা (ইয়ালুংকাং নামে পরিচিত পর্বতারোহীদের কাছে) অভিযানে গিয়ে দুই শেরপা সহ নিখোঁজ হয়ে যান ছন্দা গায়েন। ২০১৯ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে গিয়ে মারা যান দুই বাঙালি বিপ্লব বৈদ্য ও কুন্তল কাঁড়ার। এরপরেও এভারেস্টের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ জয় পর্বতারোহীদের কাছে স্বপ্ন।

পুলিশকে উপেক্ষা

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে জামিন দিতে হয়, তাতে গ্রেপ্তার করবে কী করে? আমার আবেগ চরিতার্থ করার জন্য তো আইন নয়।' মনে করা হচ্ছে, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এই মামলায় অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ নেই। করলেও সঙ্গে সঙ্গে জামিন হয়ে যাবে।

সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দল বিজেপি শনিবার অনুব্রতের গ্রেপ্তারের দাবিতে রামপুরহাট থানায় বিক্ষোভ দেখায়। সেই বিক্ষোভকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে কিছুটা ধাক্কাধাক্কি হয়। অনুব্রতের বিরুদ্ধে রামপুরহাট ও সাঁইথিয়া থানায় বিজেপি এফআইআর দায়ের করে।

কিন্তু শুভেন্দুর বক্তব্য, 'দেখবেন, পুলিশ অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করবে না। উলটে বোলপুর থানার ওই আইসি-কে বদলি করে দেওয়া হতে পারে।' ওই আইসি-কে অশালীন গালাগাল করায় ও হুমকি দেওয়ায় রাজ্যজুড়ে হইচই শুরু হলে তৃণমূল নেতৃত্ব শুক্রবার অনুব্রতকে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মানলেও পুলিশের নোটিশে সাড়া দেননি।

পুলিশ আবার তলব করা ছাড়া আর কোনও পদক্ষেপের বার্তা দেয়নি। তদন্তের স্বার্থে অনুব্রত বা বোলপুর থানার আইসি'র মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কি না জানতে চাইলে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার তথা বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল কিছু বলতে চাননি। তদন্তের স্বার্থেই যুক্তি দেখিয়ে বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ সিংও প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছেন।

দুজনের ফোনালাপের অডিও ক্লিপিং কী করে বাইরে এল, তা জানতে চাইলে পুলিশ সুপার বলেন, 'সেটার তদন্ত হবে।' অনুব্রত যাবেন বলে শনিবার শান্তিনিকেতন থানা ও এসডিপিও অফিসের দু'দিকে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে সাত আইনজীবীর একটি দল বোলপুর এসডিপিও'র সঙ্গে দেখা করেন। আইনজীবীরা অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি।

জানা গিয়েছে, তাঁদের মারফত সময় চেয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। কিন্তু পুলিশ আবার রবিবার থানায় যেতে বলে অনুব্রতকে নোটিশ পাঠিয়েছে। অসুস্থতার কথা বলে থানায় না গেলেও শনিবার তাঁকে বিকেলে বোলপুরে তৃণমূলের অফিসে যেতে দেখা গিয়েছে। যে অফিসের কাছেই থানা।

বাইবেলে মোজেসের পাঠানো সেই বিশেষ ১২ জন থেকে শুরু করে ইয়ান ফ্লেমিংয়ের সৃষ্ট জেমস বন্ড হয়ে ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। 'গুপ্তচর' জ্যোতিকে নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা। চর ভারতীয় জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও সক্রিয়? রাজনীতি থেকে সংসারে। এবার প্রচ্ছদে সেই বন্ড ও জ্যোতিদের কথা।

১৬ ছোটগল্প ময়ূরী মিত্র

১৭ ছোটগল্প হর্ষ দত্ত
আয় মন বেড়াতে যাবি কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

১৮ ধারাবাহিক পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা অনুপ দত্ত, সুব্রতা ঘোষ রায়, রাজীব চক্রবর্তী, মৌ চট্টোপাধ্যায়, আজিজুল হক, জয়ন্ত সরকার ও সুপ্তি ভট্টাচার্য

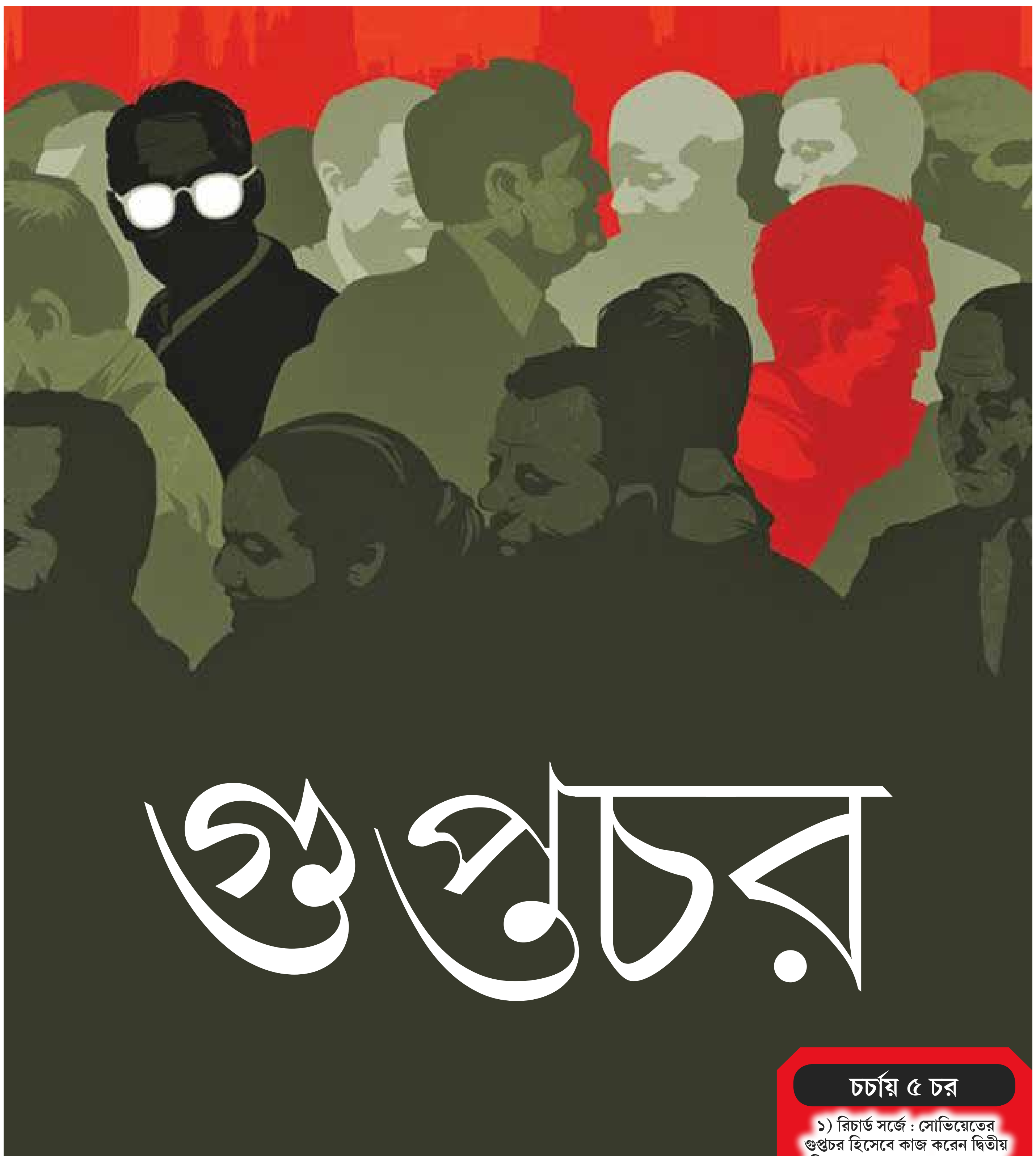

রাজনীতিতে অনেকেই বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি

জয়ন্ত ঘোষাল

ইংরেজি শব্দটি হল 'স্পাই'। বাংলায় আমরা বলি 'গুপ্তচর'। স্পাই শব্দটা শুনলেই প্রথমে মনে হয় দেশের বাইরে দেশের জন্য কোন 'র'-এর এজেন্ট কাজ করছে 'এজেন্ট বিনোদের' মতো। সলমন খান কিংবা সইফ আলি খান। তাঁরা সবাই দুর্দান্ত স্পাই। হলিউডে জেমস বন্ডের কথাও তো আমাদের স্মৃতিতে সবসময় সমুজ্জ্বল। তবে রাজনৈতিক গুপ্তচর আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার মধ্যেও পরতে পরতে জড়িয়ে আছে।

স্পাই নানান রকম হয়। স্পাই কাকে বলে? সংজ্ঞা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম, স্পাই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি গোপনে তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই তথ্য পৌঁছে দেন ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে। যাকে বলে এসপিওনেজের উদ্দেশ্যে। সেটা নানা স্তরে হতে পারে। সরকারি ক্ষেত্রে, বেসরকারি ক্ষেত্রে, দেশের ভেতর, দেশের বাইরে। তবে গুপ্তচর মানেই সবসময় সরকারি স্পাই নয়। এমনকি বহুজাতিক সংস্থাতেও স্পাই প্রথা কার্যকর হয়। অনেক সময় গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে ডবল এজেন্টও হয়ে যায়। একটা সংস্থায় কাজ করছে গোপনে আরেকটা সংস্থার হয়ে আসলে কাজ করছে। এদের বলা হয় ডবল এজেন্ট।

এখনও মনে পড়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিজেপির শীর্ষনেতা অরুণ জেটলি কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ রাজীব শুক্লাকে বলতেন 'তোমারা সোচ হামারে সাথ হ্যায়। বিজেপিকে সাথ হ্যায়। অটলবিহারী বাজপেয়ীকে সাথ হ্যায়। অউর শরীর/বডি কংগ্রেসকে সাথ হ্যায়। গান্ধি পরিবারকে সাথ হ্যায়'। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। রাজীব শুক্লা ক্রিকেট রাজনীতিতে আজও যুক্ত। সেদিনও রাজীব শুক্লা শারদ পাওয়ারের ঘনিষ্ঠ। শাহরুখ খানের ঘনিষ্ঠ। মুকেশ আম্বানির ঘনিষ্ঠ। অটলবিহারী বাজপেয়ীর ঘনিষ্ঠ। অরুণ জেটলির ঘনিষ্ঠ। আদতে তিনি ছিলেন সাংবাদিক। পরবর্তীকালে রাজনেতায় রূপান্তরিত হলেন। কিন্তু ক্রিকেটে যে বিসিসিআই রাজনীতি করেন সেখানে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন বিজেপির শীর্ষনেতাদের সঙ্গে। এমনকি ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর রাজীব শুক্লার সেই স্টেটাস বজায় ছিল। আজও আছে। এখনও বিসিসিআই-এর কর্ণধার অমিত শা'র পুত্র এবং তিনি এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রাজনীতিরও অন্যতম ব্যক্তিত্ব। রাজীব শুক্লা তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আবার রাজীব শুক্লা আজও রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধিদেরও ঘনিষ্ঠ। তাঁর স্ত্রী অনুরাধা বিজেপি নেতা রবিশংকরের নিজের বোন। যিনি প্রাক্তন আইনমন্ত্রী বিশিষ্ট বিজেপি নেতা। এখনও রাজীব সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি শরীরটা কংগ্রেসে রাখলেও হৃদয়টা যেন বিজেপির কাছেই। এহেন রাজীব শুক্লার ভূমিকাকে কি গুপ্তচরবৃত্তি বলা যায়? শোনা যায় যে রাহুল গান্ধি-প্রিয়াংকা গান্ধি-রবার্ট ভদরার সঙ্গে মোদি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের যতই সংঘাত হোক না কেন, যতই কটুতা হোক, যতই এনফোর্সমেন্ট-সিবিআই হোক! কোথায় একটা যুযুধান দুটো পক্ষের মাঝখানেও কিন্তু এমন ব্যক্তির প্রয়োজন হয় যিনি দুটো শিবিরের মধ্যেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তবে কি বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি? ডবল এজেন্ট? গুপ্তচরবৃত্তি? সেদিন দিল্লিতে শুনছিলাম, এই যে ন্যাশনাল হেরাল্ডের মামলা নিয়ে সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট-সিবিআই পেছনে পড়ে রয়েছে। রবার্ট ভদরার বিরুদ্ধে চলছে ডিএলএফের কেলেঙ্কারি। রাজীব শুক্লা নাকি এখন বিজেপির শীর্ষনেতাদের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যাতে ঝগড়াঝাঁটি যাই-ই হোক কলহ, সংঘাত, রাজনৈতিক লড়াই, ভোটের লড়াই এসব থাকবেই। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সিবিআই আর এনফোর্সমেন্টকে ব্যবহার এগুলো থেকে তাঁরা যাতে নিবৃত্ত হন তার জন্য রাজীব শুক্লা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই শুধু ক্রিকেট নয়। কোথাও একটা সেতুবন্ধনের কাজ করছেন। আবার কংগ্রেসের বহু নেতা তাঁরা রাজীব শুক্লার ওপরে খুব চটা। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, সেতুবন্ধন নয়। আসলে

> রাজীব শুক্লা ক্রিকেট রাজনীতিতে আজও যুক্ত। সেদিনও রাজীব শুক্লা শারদ পাওয়ারের ঘনিষ্ঠ। শাহরুখ খানের ঘনিষ্ঠ। মুকেশ আম্বানির ঘনিষ্ঠ। অটলবিহারী বাজপেয়ীর ঘনিষ্ঠ। অরুণ জেটলির ঘনিষ্ঠ। আদতে তিনি ছিলেন সাংবাদিক।

রাজীব শুক্লা হল স্পাই। আসলে তিনি আমাদের সব খবর বিজেপির নেতাদের কাছে পাচার করে দিচ্ছেন। এধরনের লোককে বিশ্বাস করা একেবারেই অনুচিত। এই ধরনের ভূমিকা খুব গোলমেলে, সংবেদনশীল।

আমি যখন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কভার করতাম তখন পাকিস্তান হাইকমিশন আমাকে আমন্ত্রণ জানাত। পাকিস্তানের কূটনীতিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের বাড়িতে দাওয়াত দিতেন। আমার তৎকালীন সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্তকে বলেছিলাম, এই যে পাকিস্তান আমাকে ঘনঘন নেমন্তন্ন খাওয়ায়, ডাকে। শুধু পাকিস্তান দিবসে নয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমনকি বাড়িতেও বিভিন্ন কূটনীতিক ডাকেন। কূটনীতিকদের কাজই হচ্ছে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা, বুঝতে চাওয়া। সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা।

এরপর ষোলোর পাতায়

দূতাবাসে কাজ করলে প্রতি মুহূর্তে দড়ির ওপরে হাঁটা

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

লিফটে রোজ দেখা হয়। জানি উনি আমার আবাসনেই থাকেন। কয়েকদিন পরে জানলাম, মালে শহরের যে বহুতলে আমার বাস, সেই বহুতলেরই ওই বাসিন্দা ভদ্রলোক শহরের সবচেয়ে নামী হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার। ওই হোটেলের মালিকানার বড় অংশই চিনাদের নিয়ন্ত্রণে। যদিও আমার প্রতিবেশী ভদ্রলোক চিনা নন, 'ভদ্রতা'র কারণেই আমি তাঁর দেশের নাম উল্লেখ করছি না। প্রতিবেশী হওয়ার কারণে সৌজন্য এবং শুভেচ্ছা বিনিময় চলতে চলতে একদিন তিনি আমাকে তাঁর ফ্ল্যাটে প্রাতরাশে ডাকলেন। যাব কি যাব না এইসব ভাবতে ভাবতে, কূটনীতির নিয়ম অনুযায়ী আমি আমাদের হাইকমিশনে 'যাঁদের' শরণাপন্ন হওয়ার কথা, তাঁদের কাছে জানতে চাইলাম প্রতিবেশী সুভদ্র, অমায়িক মানুষের ফ্ল্যাটে প্রাতরাশের আমন্ত্রণে যাওয়া উচিত হবে কি না!

> মালদ্বীপে যে শিল্পীকে দিয়ে দুই-একটা অনুষ্ঠান করানো হল, তারপরে জানা গেল, তাঁর মেয়ে পাকিস্তানে ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে! তক্ষুনি মাথার মধ্যে 'রেড অ্যালার্ট' বাজতে থাকে, 'একে কি আর ততটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করা যায়?'

'ম্যাডাম, আমরাও ভাবছিলাম আপনাকে সতর্ক করে দেব। আপনার প্রতিবেশী শুধু চিনা সংস্থার মালিকানাধীন হোটেলে কাজ করেন না, আমাদের সন্দেহ উনি চিনা এজেন্ট।' আমার স্বল্পদিনের কূটনৈতিক কাজের অভিজ্ঞতায় জেনেছি এটাই 'প্রোটোকল'। কখনও তুমি 'লক্ষ্মণরেখা' পেরিয়ে যাচ্ছ কি না সেই বিষয়ে সতর্ক থাকা। হাইকমিশনের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত' ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে নাও, যিনি তোমার সঙ্গে আবার আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্ব করছেন, শপিং মলে কিংবা ক্যাফেতে 'যাঁর' সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে সব সাক্ষাৎকারই কাকতালীয় তো? ইসলামাবাদের 'মাধুরী' এপিসোডের পর থেকে ভারতীয় বিদেশ দপ্তরের অনেক 'লক্ষ্মণরেখা'ই কাটা আছে। 'লক্ষ্মণরেখা' মেনে আবার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিদেশে ভারতীয় কূটনীতিকদের কাজ করতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে টোটো করে ঘুরে বেড়ানোর নিরিখে জানি, প্রতি মুহূর্তে কতটা সতর্ক থাকতে হয়।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সফর দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল, সিওল থেকেই আমার এক তৎকালীন সহকর্মিণীর উত্তেজিত ফোনালাপ, 'বুঝলি, আজকাল তো চিনা রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়ার আগেও আমরা অনেক ভাবছি। সেই চিনা রেস্তোরাঁয় পানশালা থাকলে তো নৈব নৈব চ।' আসলে বিদেশের মাটিতে ভারতীয় দূতাবাসের হয়ে কাজ করতে গেলে শুধু তো পাকিস্তান বা চিনা দূতাবাসের কর্মীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকলে হয় না, দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার মতো প্রতিটা মুহূর্তে জরিপ করতে হয়, যার সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছি, তিনি আসলে কতটা 'ভারতবন্ধু' থাকবেন, নাকি সংকটের সময় বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়বেন! এমন উদাহরণও আছে, স্থানীয় যে শিল্পীকে প্রোমোট করার সিদ্ধান্ত নিলাম, দুই-একটা অনুষ্ঠানও তাঁকে দিয়ে করানো হল, তারপরেই জানা গেল তাঁর মেয়ে পাকিস্তানে ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে! তক্ষুনি মাথার মধ্যে 'রেড অ্যালার্ট' বাজতে থাকে, 'একে কি আর ততটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করা যায়?'

ভারতীয় বিদেশ দপ্তরের এক কর্তা, যিনিও আবার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র, একবার ঘরোয়া আলোচনায় হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'এটাই তো নিয়ম! ওরা আমাদের পিছনে লোক লাগাবে, খবর জেনে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। আমরাও কি ছেড়ে দেব নাকি? তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী, ইতিহাসও কি তাই বলে না?' ভেবে দেখেছি সত্যিই তো! ইতিহাসে সামরিক কারণে নিজেদের প্রাধান্য ধরে রাখার জন্য সবসময়ই তো 'গুপ্তচর'-এর ব্যবহার বহু প্রচলিত ছিল। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাজনীতির প্রয়োজনে চরেদের কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা সম্পর্কে বিশদে বলে দিয়েছিলেন। এই যে একটা সময় ভারতবর্ষে রাজা বা রাজ-অমাত্যদের কাবু করতে তাঁদের কাছে 'বিষকন্যা'দের পাঠানো হত, সেটাও তো চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই ভীষণভাবে সত্যি!

নিজস্ব আগ্রহের কারণে ২০২৪-এ আমি উজবেকিস্তান গিয়েছিলাম তৈমুর এবং চেঙ্গিজের সাম্রাজ্য, রাজ্যবিস্তার ইত্যাদিকে চিনতে এবং বুঝতে। চেঙ্গিজ এবং তৈমুর বহু যুদ্ধ জিতেছেন শুধুমাত্র 'গুপ্তচর'দের মাধ্যমে নিখুঁত তথ্য জানার কারণে। তুলনায় অনেক ছোট সেনাবাহিনী নিয়েও চেঙ্গিজের অপরাজেয় সেনাপতি হিসেবে যে খ্যাতি, তার কারণ তাঁর অবিশ্বাস্য 'গুপ্তচর নেটওয়ার্ক'। চেঙ্গিজের 'গুপ্তচর নেটওয়ার্ক'-এর নামই ছিল 'ইয়াম'। এবং ওই নেটওয়ার্কের পিছনে তিনি যেমন প্রচুর

এরপর ষোলোর পাতায়

চর্চায় ৫ চর

১) রিচার্ড সর্জে : সোভিয়েতের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। জাপানে থেকে জাপান ও জার্মানির খবর পাচার করতেন সোভিয়েত ইউনিয়নে।

২) সিডনি রেইলি : জেমস বন্ড সৃষ্টিতে নাকি তাঁর চরিত্রের ছায়া আছে। রাশিয়ান রেইলি অনেক দেশের হয়ে কাজ করতেন। লেনিন হত্যার ছক কষেছিলেন এক সময়। সোভিয়েতরা তাঁকে খুন করে।

৩) ডুসান পোপভ : অনেকেরই বিশ্বাস, ইয়ান ফ্লেমিং জেমস বন্ড করেন পোপভকে ভেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় পোপভ পার্ল হারবারে জাপানের আক্রমণ নিয়ে সতর্ক করেন। এফবিআই তা শুনলে ইতিহাস অন্য হত।

৪) মাতা হারি : প্যারিসের নর্তকী ও বারবনিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির চর হিসেবে তথ্য পাচার করতেন। জন্ম নেদারল্যান্ডসে। ফ্রান্স তাঁকে ধরে ফেলে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

৫) ইজাবেলা বয়েড : আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় একটা গোষ্ঠীকে নিয়মিত খবর দিতেন। বাবার হোটেলে কাজ করতে করতে।

চর-চর্চায় এক ডজন ছবি

১) স্কাইফল--২০১২
২) মিশন ইমপসিবল সিরিজ- ১৯৯৬ থেকে ২০২৫ আটটি ছবি।
৩) ক্যাসিনো রয়্যাল-২০০৬
৪) দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল--১৯৭৩
৫) গোল্ড ফিঙ্গার--১৯৬৬
৬) ডক্টর নো--১৯৬২
৭) হোয়ার ঈগলস ডেয়ার-১৯৬৮
৮) কোয়ান্টাম অফ সোলাস- ২০০৮
৯) দ্য কনভারসেশন--১৯৭৪
১০) স্পেকটের--২০১৫
১১) ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ- ১৯৬৩
১২) নটোরিয়াস--১৯৪৬

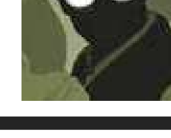

লোকাল স্পাই ইউনিভার্স

সৌরভ মজুমদার

'তেরে দর পর সনম চলে আয়ে,
তু না আয়া তো হম চলে আয়ে।'

আমাকে আজকে যদিও আসতেই হত এখানে। রবিবার গড়পড়তা মধ্যবিত্তর ওই একটাই ঠিকানা- পাড়ার সেলুন। আর হ্যাঁ, ঠিক এখানেই কুমার শানু বেজে চলেছে। এসিও চলছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গরমাগরম জোর আলোচনা- ভারতীয় নৌসেনার করাচি কাণ্ড। বিক্রান্তের গতি নিয়ে সেখানে তুমুল বিতর্ক। আরাম করে আমি চোখ বন্ধ করে এসব শুনছি। মজা নিচ্ছি ফেক নিউজের নিজস্ব কমেডি সার্কাসের। আর বিজয় দুই হাত দিয়ে ম্যাজিকের মতো আমার কাঁধে আঙুলের চাপ বসাচ্ছে। বিজয়ের বাবা মানে ঈশ্বরদা এখন আর তেমন কাজ করেন না। আমি আয়না দিয়ে দেখলাম- ঈশ্বরদা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর চেয়ারে এসে বসলেন একজন অসম্ভব হ্যান্ডসাম মানুষ। তবে এখন চেহারার জেল্লা অনেকটাই কমে এসেছে। সেই ঘন চুল পাতলা হতে হতে অনেকটাই গায়েব। কিন্তু হাসিটা এক রকম আছে। আরে এই তো আমাদের পাড়ার 'রাঙাদা'। ভালো নাম রঙ্গন রায়চৌধুরী। কর্পোরেটে নাম করেছে দারুণ। আজ প্রায় এক দশক পর দেখা। রাঙাদা সংসারী হয়েছে দীর্ঘদিন। অথচ রাঙাদাকে দেখেই আমার প্রথমেই যে কথাটা মনে পড়ে সেটা হল মিষ্টিদি। নাইন্টিজের শেষ ভাগ। সদ্য বয়ঃসন্ধিকাল আমার, আর সমবয়সি পাড়ার সকলেই রাঙাদা হতে চায় তখন। কারণ, রাঙাদার জয়েন্টে মেধাতালিকায় নাম। তবে রাঙাদার নেক নজর আমার দিকে। সেই প্রথম আমার টেস্ট পেপার সরিয়ে রেখে গুপ্তচরবৃত্তির শুরু। প্রত্যেক শুক্রবার ঈশ্বরদার সেলুনে মিষ্টিদিকে দেওয়ার জন্য রাঙাদার চিঠি নিতে আমার যাতায়াত। এছাড়াও রাঙাদাকে মিষ্টিদির টিউশনির টাইম, স্কুলে ফেরার রাস্তা, বন্ধু-বান্ধবীদের তালিকা ইত্যাদি জোগাড় করে দেওয়ার ঝক্কি তো ছিলই। মিষ্টিদি রাঙাদার কোনও বেনামী চিঠিরই কোনওদিন উত্তর দেয়নি। শেষ দুটো চিঠি মিষ্টিদি নিতে রাজি না হওয়ায় ঠিক হয় যে, শারজায় ইন্ডিয়া পাকিস্তান ফাইনাল ম্যাচের দিন রাঙাদা আমাকে নিয়ে ওর টিউশনির গলির পেছন দিকটায় যাবে। মফসসলের দুপুরবেলা। সমস্ত দোকানদার শাটার ফেলে ঘুমোচ্ছে। পাড়াতে খুব বেশি টিভি নেই, থাকলেও কেবল নেই। অতএব, ঈশ্বরদার সেলুনে ছেলেছোকরাদের হেব্বি ভিড়। ওখানেই খেলা দেখা চলছে। আর এদিকে রাঙাদার চোখমুখ বসে একাকার। টস শেষ হতেই আমি দোকানে এসে হাজির হলাম। ইন্ডিয়া ব্যাট পেয়েছে। ব্যাস, সাইকেলে আমাকে নিয়ে রওনা দিল রাঙাদা। প্যারালালি ওয়াসিম আক্রাম সাদা বল হাতে নিয়ে রান আপের দিকে দৌড়াচ্ছে। গলির মোড়ে পৌঁছাতেই দেখলাম মিষ্টিদি একটি ছেলের হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। রাঙাদা সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল। শচীন তেন্ডুলকার ব্যাটিং স্টান্স ঠিক করে ব্যাট চালাতেই আমি দেখলাম রাঙাদার উইকেটটা পড়ে গেল। সেই প্রথম আমার স্পাইগিরি করতে গিয়ে আউট হয়ে যাওয়া। ব্যস্ততা ছিল বলে কুশল বিনিময়েই সমস্তটা সীমাবদ্ধ রেখে, মাথায় ফ্ল্যাশব্যাক চালিয়ে বাড়ি ফিরে দৌড় লাগালাম স্নানঘরে।

রোববারের মাটনের সঙ্গে যাপনের হেব্বি ইয়ারি। শ্যাম্পুর কৌটো হাতে আলসেমির এসরাজ। স্নান সেরে এবার বিছানায়। হাতে নতুন কেনা বইটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছি। 'ব্যাটেলগ্রাউন্ড বার্লিন।' এ যেন গুপ্তচরবৃত্তি ও ইতিহাসের কাটাকুটি। এর মধ্যেই বন্ধুর ফোন। বিকেলের প্ল্যানটা ফিক্সড হতেই পুরোনো দিন যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই কলেজের ১২ নম্বর রুম। পাশ কোর্সের কেমিস্ট্রি ক্লাস। সাদা সালোয়ার পরা একটা মাঝারি উচ্চতার মিষ্টি মেয়ে। দুই মাসের দৌড়াদৌড়ির পর আমার এই একটু আগের কলের গুপ্তচর বন্ধু নামটা জানিয়েছিল মেয়েটির। তার এক মাস পরে ঠিকানা। আরও তিন মাস পর ১০ ডিজিটের একটা নম্বর। তারপর সরাসরি পরবর্তী ইনিংস। জয় গোস্বামী ধার করলে, "যাও আজীবন অশান্তি ভোগ করো।" আর ঠিক এই কারণেই, আমার সেই স্পাই বন্ধুকে কুর্নিশ জানাতে এখন আমার কুণ্ঠাবোধ হয়।

যাই হোক, যার কথা বলছিলাম আর কী, তিনি এসে হাজির। অতএব বই বন্ধ। উনি এখনও জানেন না আজ বয়েজ নাইট আউট আছে। জানলে হয়তো আমি নট আউট থাকব না। বাইরে আকাশের মতো এদিকে ওঁরও থমথমে মুখ। বুঝতে পারছি কেজিবি আর সিআইএ'র মধ্যে আবার কিছু ঘটেছে। ধরতে পারলেন না তো! সহজ করে বলি, শাশুড়ি বনাম বৌমা। ঘর ঘর কী কাহানি। এদের আবার পরিবারের মধ্যেই অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি আছে। দুজনেরই অকাট্য যুক্তি, নিখুঁত তর্ক। হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র।

> সহজ করে বলি, শাশুড়ি বনাম বৌমা। ঘর ঘর কী কাহানি। এদের আবার পরিবারের মধ্যেই অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি আছে। দুজনেরই অকাট্য যুক্তি, নিখুঁত তর্ক। হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র।

এরপর ষোলোর পাতায়

রংদার রোববার

16 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১ জুন ২০২৫

এ বসন্তে পানুকুমার

ময়ূরী মিত্র

ছোটগল্প

একগাদা নাল ফেলে ঘুমোচ্ছিল পানু। নাল ঝরিয়ে ঘুমোতে আজকাল খুব সুখ হয়। না খেয়ে খেয়ে রোগ বাধাবার পর পানুর নালসুখ আরও বেড়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ তো আর নাল পড়ছে কি না বুঝতে পারে না। ফলে ঘুমিয়ে উঠে ঠোঁটের গোড়ায় জমা জল দেখে পানুকে বুঝতে হয় ...ঘুমটা ঠিক কতটুক ঘন হয়ে এসেছিল! আজও সেই ঘুমটাই দিচ্ছিল! হঠাৎ ওপর থেকে মানুষের বাচ্চার পটি ভর্তি থলে মাথার ওপর পড়ল। ধড়ফড় করে উঠে বসল পানু।

তিনটে ম্যাও লাফ মেরে পাঁচিলে চলে গেল। তিনটেই পানুর। ম্যাও তিনটে পোষার পর থেকেই ওপর থেকে যা তা ফেলার এই বাড়তি উৎপাতটা যোগ হয়েছে তার জীবনে। ম্যাওগুলোকে খুবই স্নেহের চোখে দ্যাখে পানু। স্নেহভরেই তাদের হিসু হাগু একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রাস্তায় ফেলে আসে দু'বেলা। সেটাই বোধহয় কোনওদিন ওপর থেকে দেখে ফেলেছিল তিনবাচ্চাওয়ালা মাড়োয়ারি বৌটা। ব্যাস! সেই থেকে শুরু হয়েছে পানুর আধা টেকো মাথার ওপর যখন-তখন হিউম্যান পটি, দুধে গোলা ওটস, ড্রাগন ফলের গোলাপি খোসা ইত্যাদি আপাত মূল্যবান সব জিনিস ছুড়ে ফেলা। মানুষের হাগা পড়ছে তার মাথায়! মনে পড়লেই পানুর আর পরিষ্কার করতে ইচ্ছে হয় না। এইসব সময়ে তাই ইংরেজি নামটাই মনে আনার চেষ্টা করে।

মানুষ ও পশুর দু'ধরনের পটি বড় প্যাকেটে মাখন মিক্সিং করে ফেলে দিল পানু। সামান্য ময়লা ফেলার কাজটিকে যথেষ্ট পরিমাণ জটিল করে গন্ধসাবান আর তোয়ালে নিয়ে বৈকালিক চানের জন্য প্রস্তুত হল। বন্ধু আলি প্রতি মাসে সাবান, ক্রিম, গা ঘষার স্পঞ্জ একটা প্যাকেটে করে পানুকে দিয়ে যায়। এ মাসে গায়ের ময়লা তোলার ছোবড়াও দিয়ে গেছে। আলি ছেলেটা গুছোনো। তবে পানুর বিরুদ্ধে সারাক্ষণ অভিযোগ রাখে ...। 'হ্যাঁ রে, পানু বৌটাকে নিজেই তো তাড়ালি! এমন ভাব করলি যেন বৌ দূর না হলে তোর সংসারই ব্যর্থ! তা কেন এখন সাবান টাবান না মেখে এমন ভূত হয়ে যাচ্ছিস! তাড়িয়ে আবার তার জন্য এত দুঃখ মানায়!'

এসব কথায় পানুও চুপ থাকে না। মুখের ওপর সটান বলে দেয় 'আলি যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলিস না প্লিজ। প্রেম ঘেন্নার মানানসই বলে কিছু হয় না! দুটোই একেবারে চরম! ধর গিয়ে দোদোমা। একসঙ্গে দু'বার শোর মাচায়। যা যা, তোর ছোবড়া সাবান নিয়ে চলে যা! রোজ রোজ ফর্সা হতে পারব না!'

পানু জানে, তার মুখে 'যা যা' সহ্য করতে পারে না আলি। হাত-পা ধরে একদম কান্নাকাটি শুরু করে দেয় ...

'ও পানু। ও আমার মনাসোনা। তোর কথা মানছি রে! এই দ্যাখ .... আবার মুখ ঘুরোয়। পুরো মানছি রে তোকে! অমন সুন্দরী বৌয়ের শরীর ঘাঁটার পর তার আগুনপোড়া লাল মুখ দেখতে নারাজ হয়েছিল তোর মন! তাই তাড়িয়েছিস! তা সে তো বাপু চলে গেছে! এখন গা না মেজে, দই দুধ না খেয়ে নিজের কাঁধ ভুঁড়ি শুকোচ্ছিস কেন? কেনই বা বাপের এত্ত বড়ো বাড়িটা প্রোমোটারকে দিলি? আচ্ছা বেশ বেশ! নাহয় ক্যাশের জন্য দিয়েছিস! তাহলে ক্যাশ বুঝে নে। ওপরের বড় বারান্দাওয়ালা ফ্ল্যাটটায় উঠে যা। তা না-- একতলার মশাভর্তি খুপরি ঘরে তিনটে বেড়াল নিয়ে ন্যাকামো লাগিয়েছিস। সরি সরি, ন্যাকামি শব্দটা বাজে বলে ফেললাম আবার! বেড়ালের সঙ্গে এত প্রেম কেন তোর! এবার থেকে প্রতি সপ্তায় চারটে করে, মোট ষোলোটা পাতা শ্যাম্পু দিয়ে যাব। সপ্তা শেষে পাতা গুনে নেব। দেখি, মাথায় শ্যাম্পু না দেওয়ার আর কত বাহানা তুই করতে পারিস!'

কত কী বলে আলি! আলি যতক্ষণ বকে পানু হাসে। মুখে যতই গাল পাড়ুক পাড়ার সব লোক জানে পানু আলি পরস্পরকে নিয়ে সুখে থাকে। পানু বিড়ি মুখে মশকরা করে। আলি পানুর নখের ময়লা পরিষ্কার করে। আলির মা ম্যাওদের জন্য লাইলনটিকা মাছ রেঁধে পাঠায়। ঠিকঠিক মশলা থাকলে ম্যাওদের টিফিনবক্স থেকে পানুও খেয়ে নেয়।

চানঘরে ঢুকতে যাবে, পাশের হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারির টিনের চালে চোখ গেল পানুর। দু'দিন ধরে বড্ড চুপচাপ বাড়িটা। ও বাড়ির মেয়ে সারদার বর মরেছে। সারদার বর পর্বতারোহী ছিল। ব্যাটা ওপরে উঠতে গিয়ে পা হড়কে মরেছে! হাসতে হাসতে খানিকটা বডিঅয়েল ম্যাসাজ করে নিল পানু। আজ সে গন্ধ মেখে সারদাকে দেখতে যাবে।

২

আজও যত্ন করে রোগী দেখলেন হরিচরণ। সকাল থেকে চা অব্দি খাননি। ফিরেও খাবেন কি না, ঠিক করতে পারেননি। একমাত্তর মেয়েটা বিয়ের এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্বামীহারা হয়েছে। দু'দিন আগে সারদার ফোন বেজেছিল। শীতের রাত ঘন কুয়াশা ছড়াচ্ছে তখন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই হরিচরণ দেখলেন শুকতারার আলোয় মোবাইল কানে সারদা।

'এই সারদা ভোররাতে কার ফোন? আমায় না দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী ফিশফিশ করছিস! এই সারদা ...'

ততক্ষণে সারদা ঠাণ্ডা। পাথর। একটুও না কেঁদে বাবাকে সুব্রতর মরার খবর দিয়েছিল। ঠিক সেইসময় সারদার আগুনে পোড়া সাদা হাত দুটো চোখে পড়েছিল হরিচরণের। দুটো হাত একটু বেশিই ফাঁকা মনে হচ্ছিল। হরিচরণের মনে পড়েছিল, এক মাস আগে রেজিস্ট্রি বিয়ের পরপরই মায়ের শেষ বালা দুটো সুব্রতর হাতে তুলে দিয়েছে সারদা। ঘরদোরহীন সুব্রতর মাটি ছেড়ে পর্বতে ওঠার রাহাখরচ। সারদার এটা দু'নম্বর বিয়ে। শুকতারা দেখতে দেখতে বিড়বিড় করছিলেন হরিচরণ, 'সুব্রত অনেক উচ্চ হয়ে গেল সারদা! ঘরে এসে ভালো করে সিঁদুর পরে নে। খানিক রেখে চেঁছে তুলে নিস!'

সারদা কথা বলেনি। ঘরে আসেনি।

রোগী শেষ হয়ে গেছে কখন! তবু ওষুধের শিশিগুলো ঠুকঠুক করেই যাচ্ছিলেন হরিচরণ। সারদার মুখে মাখবার মলম ফুরিয়েছে। পোড়ার পর থেকে আজ পনেরো বছর ধরে মেয়ের মুখে মলম লাগান। মেয়ের মাথার চুল সাদা হয়ে গেল! তবু মুখের ক্ষত সারল না। কালীপুজোর আগুনে সারদা পুড়েছিল খুব। হাসপাতালে পূর্ণ চিকিৎসার পর প্রথম বরটা যখন সারদাকে হরিচরণের কাছে দিয়ে গেল, তখনও হরিচরণ ভেবেছিল বড়জোর মাসতিনেক! এর মধ্যেই চিকিৎসক বাবার সেবা নিয়ে সারদা বরের বিশাল বাড়িতে ফিরবে। যে বর এত খরচ করে বৌয়ের জ্বালাপোড়া সারাতে চায়, সে কখনও বৌকে বাপের কাছে ফেলে রাখবে না। বরের বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট হল। সারদা বাবার কাছে থেকেই গেল। মলম হাতে কড়া চোখে পাশের ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল হরিচরণ। একবার তাঁকে যেতে হবে ওখানে।

হতভাগা ইদানীং আবার বেড়াল পুষে রেখেছে ক'টা। মেয়েটার এত ভয় বেড়ালে! তবু দেখো, তিনটে ধাড়িকে যখন-তখন ছেড়ে দেয় এদিকে!

টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে আলি ঢুকছে! ফ্ল্যাটবাড়ির গলি এত সরু, বিরক্ত লাগে! হরিচরণ চেঁচালেন, 'এই আলি বন্ধুকে শোধরাতে পারিস না! শুধু খাইয়ে খাইয়ে হাতি করছিস! চান করাচ্ছিস! ছুঁচুটা বাদ থাকে কেন!'

'বাবা!'

৩

বেড়ার গেট খুলে পানু যখন হরিচরণের উঠোনে পৌঁছাল, পা দিয়ে বকুলগুলো পিষছিল সারদা। বাবা আজ তার মুখের পোড়া নিয়ে যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছে। কী জোরে জোরে মলম ঘষেছে! একটার ছাল উঠি উঠি করছিল। সেটাকে একটানে ছিঁড়ে নিয়েছে বাবা। সারদা রাগে ফুটছিল। কী করবে! কান্না অনেকদিন কাছে আসে না।

'এতদিন পর আমার শান্তি হল রে সারদা-- এতদিন পরে তোর পোড়া মুখ দেখার ফের ইচ্ছে হল', হিসহিসিয়ে বলল পানু।

সারদা চুপ। কঠিন চোখ টানটান। পানুর দিকে তাকিয়ে। আরও দুটো বকুল মাটিতে মিশল।

'এই একদম অমন তাকাবি না। চোখ খুবলে নেব তোর। শয়তান মেয়ে একটা! এই--এই চুপ করে থাকতে দেব না কিছুতে। বল--পোড়ার পরও আমি তোকে বুকে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলাম কি না! হরি ডাক্তার এখনও জেগে আছে। যা, বাপকে গিয়ে বলে আয়! আমার বুকটাকে ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত কার ছিল! বল কে আমাকে পাঁচিলের ওপারে একা করে চলে এসেছিল! আজ তোকে বলতে হবে সারদা।'

হাউহাউ করে কাঁদছে পানু।

'ওরে সারদা সবাই ভেবেছে, আমি আগুনে পোড়া অসুস্থ বৌটাকে ছেড়ে দিয়েছি। সারদা রে! পনেরো বছর ধরে মানুষের ঘেন্না সয়েছি। যদি ভেবে থাকিস তোর ওপর আমার এখনও মায়া দয়া আছে ভুল ভাবছিস! দ্বিতীয় বর মরেছে বলে আবার আমার ঘরে ফিরবি, আশা করছিস তো! ভুল ভুল। তোর ঘা নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে শেষ করে দেব। তবু আমার ঘরে তোকে আর ফেরাব না। তোকে আগে বলতে হবে। বল বলছি-- সারদা। আমি তোর বন্ধু। তোকে বিধবা দেখতে তবু কী আনন্দ হচ্ছে রে!'

রোগী শেষ হয়ে গেছে কখন! তবু ওষুধের শিশিগুলো ঠুকঠুক করেই যাচ্ছিলেন হরিচরণ। সারদার মুখে মাখবার মলম ফুরিয়েছে। পোড়ার পর থেকে আজ পনেরো বছর ধরে মেয়ের মুখে মলম লাগান। মেয়ের মাথার চুল সাদা হয়ে গেল!

বেড়ার কাছে আলি দাঁড়িয়ে। সেও তার ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখতে এসেছে। নিশ্চুপ সারদার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে পানু কখন মাটিতে মুখ দিয়ে শুয়ে পড়েছে! সারদা বাকি ফুলগুলো রাখার জন্য পাত্তর খুঁজছে!

'ও আলি, পানুকে ছাড়া ছোটবেলা থেকে কাউকে ভালোবাসিনি রে আলি। আমার এত ভালোবাসার--এত সুন্দর দেখতে বরটা রোজ সকালে আমার চামড়া কুঁচকানো মুখ দেখবে! আমার এ মুখ ওর ঘাড়ে চাপালে আমিই যে বইতে পারব না রে আলি! তুই গিয়ে পানুকে বলিস--আমিই আর ফিরব না। কিছুতে না।'

কবেকার কথা। দগ্ধ বন্ধুর একটি শব্দও ভোলেনি আলি।

হরিচরণ ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। বাড়ি ফিরে আলি মায়ের কাছে সারদা পানুর পুরোনো গল্পটা শোনাতে বসেছে। তাতে হয়তো নতুন কথারা ঢুকে পড়ছে। সারদা বাকি বকুল বাবার ওষুধখানার টেবিলে সাজাচ্ছে। কালকের রোগীরা সুবাস পাবে।

আধা চাঁদের আলোয় কেবল তিনটে ম্যাও। একই পাড়ার তিন তিনটে বন্ধুর সুখ দেখে তারা মাছের কাঁটা খুঁজতে যাবে।

লোকাল স্পাই ইউনিভার্স

পনেরোর পাতার পর

একজনের কল রেকর্ড, অপরজনের স্ক্রিনশট। বিষয় হয়তো সামান্য তবে আয়োজন প্রশ্নাতীত। ইগনোরের নামতা এখানে কাজ করবে না কখনোই। বাড়ির সত্যনারায়ণপুজোর দিন দোকানে আমিষ খেয়ে মিথ্যে বলতে গিয়ে মায়ের কাছে ধরা পড়েছেন উনি। সৌজন্যে ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ও সিস্টারের স্টকিং স্কিল। আর এদিকে সেই নিয়ে আত্মীয়দের কাছে মায়ের পরোক্ষ ভর্ৎসনা ওর কানে তুলে দিয়েছে স্বয়ং ওর ব্রাদার-ইন-ল। পরিবারের নিজস্ব স্পাই ইউনিভার্স। খাবার টেবিলে শান্তি চুক্তির বার্তা নিয়ে কষা মাংসে কামড়। তারপর চিরাচরিত ভাতঘুম।

বিকেলে উঠেই তুমুল বৃষ্টি। চায়ের সঙ্গে পকোড়ার মোক্ষম কম্বিনেশনে হালকা করে অরিজিৎ সিং। এর মধ্যেই মোবাইলের রিংটা বেজে উঠল। আবার কৌশিকের ফোন। সেই কলেজের গুপ্তচর বন্ধু। ওর নাম কৌশিক রায় হলেও, আমার কাছে ও রবীন্দ্র কৌশিকের চেয়ে কম কিছু নয়। বিকেলের প্ল্যানটা আজকের মতো ক্যানসেল হয়ে গেছে। বৃষ্টির জন্য মুলতুবি থাকছে নাইট আউট। এ যাত্রায় ভালোই হল। কাদামাখা রাস্তায় বেরোতে কেমন লাগে। বয়সের সঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে রোমান্টিসিজমের একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আছে।

তাই মোবাইল নিয়ে টুকটাক রিল দেখছি, দেখি অফিসের গ্রুপে দক্ষযজ্ঞ বেঁধে গেছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির ওপর সাম্প্রদায়িক স্টেটমেন্ট। তা থেকে বলতে গেলে ভার্চুয়াল রায়ট। এর মধ্যে আবার কয়েকজন সিনিয়ারদের পোষা স্পাইয়ের স্ক্রিনশটফিলিয়া। ব্যাপারটা যখন খারাপের দিকে এগোচ্ছে তখন কয়েকজনের পাল্লা দিয়ে মেসেজ ডিলিট ফর অল করার ধুম। এসব তামাশার মজা নিতে নিতেই ডিনার টেবিলে বসে অবধারিত স্মানডেয়িং। খেয়ে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে তো আর ঘুম পায় না। সমাজমাধ্যমে খবর স্ক্রল করছি। দেখছি প্রত্যেক ফিডে একজনেরই মুখ। জ্যোতি মালহোত্রা। হরিয়ানার এই মেয়েটি নাকি নিউ এজ স্পাই। হিসার থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে। সারাদিন যত বাজে খবর। বিরক্তির সঙ্গে মোবাইলটা রেখে শুতে গিয়ে মনে পড়ল দাদামণি ওর ছেলেটার ওপর নজর রাখতে বলেছিল। ওর বন্ধুসঙ্গ, পড়াশোনা, অ্যাম্বিশন ইত্যাদি। ওদের বাড়িতেও যাওয়া হল না। কোনও খোঁজও নেওয়া হল না। শুধু শুধু আরেকটা রবিবার জীবন থেকে বেরিয়ে গেল।

চর্চিত পাঁচ গুপ্তচর

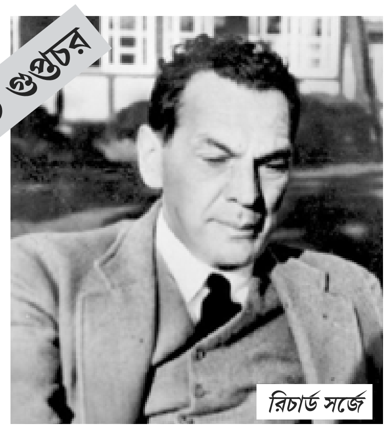

রিচার্ড সর্জে

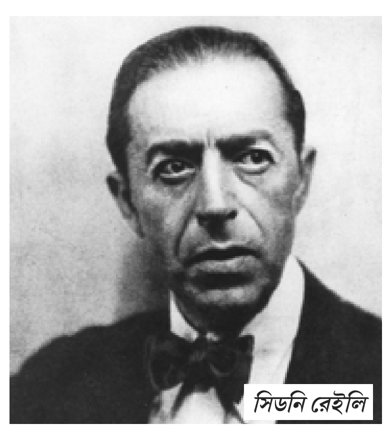

সিডনি রেইলি

ডুসান পোপভ

মাতা হারি

ইজাবেলা বয়েড

প্রতি মুহূর্তে দড়ির ওপরে

পনেরোর পাতার পর

খরচও করতেন, তেমনই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ি এবং আস্তাবল থাকত 'গুপ্তচর'দের থাকা, খাওয়া এবং ঘুরে বেড়ানোর জন্য। সমকালীন অনেক ঐতিহাসিকই যেহেতু চেঙ্গিজকে আলেকজান্ডারের চাইতেও দিগ্বিজয়ী সেনাপতি হিসেবে মান্যতা দেন, তাই আমাদের মনে রাখতে হবে, এপাশে চিন এবং ওপাশে ইউরোপের হাঙ্গেরি অন্তত এই দুটি জায়গা জয়ের পিছনে চেঙ্গিজ খানের তৈরি 'গুপ্তচর নেটওয়ার্ক' বিশেষভাবে কাজ করেছিল। চেঙ্গিজ একদিকে যেমন তথ্য জোগাড় করতেন, তেমনই বিপক্ষ শিবিরের মনোবল ভাঙতে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিতেন। ঐতিহাসিকভাবেই তাই 'ফেক নিউজ'-এর ব্যবহার এবং কৌশলী প্রয়োগ সামরিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

মধ্যযুগের ইউরোপে গুপ্তচরদের রাজা অথবা অমাত্যরা 'সম্পদ' বলে মনে করতেন। হয়তো বা গ্রিক বা রোম সাম্রাজ্যের প্রথা মেনেই ইউরোপ চরবৃত্তিকে এত গুরুত্ব দিতে শুরু করে। ইতিহাস বলে, ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথকে হত্যার জন্য তাঁর তুতো বোন স্কটল্যান্ডের রানি মেরিই যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেই ষড়যন্ত্রের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল বিয়ারের ব্যারেলে সাংকেতিকভাবে লেখা বার্তার মাধ্যমে। রানি এলিজাবেথের গুপ্তচর প্রধান ফ্রান্সিস ওয়ালসিংহাম সেই সাংকেতিক বার্তার মর্ম উদ্ধার করে এলিজাবেথকে জানানোর পরই ইংল্যান্ডের রানি, তাঁর তুতো বোন, স্কটল্যান্ডের রানির শিরশ্ছেদ করার নির্দেশ দেন। রাজা থাকবে, রানি থাকবে, ক্ষমতার টানাপোড়েন থাকবে আর যুযুধান শিবিরগুলির 'গুপ্তচর'রা থাকবে না, এমন কখনও হতে পারে? ভারতবর্ষের মোগল শাসকরাই হন কিংবা ইংল্যান্ডের রাজবংশ, সবাই তাই নিজস্ব 'গুপ্তচর নেটওয়ার্ক' তৈরি করেছিলেন, যা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরিকল্পনা, সময়কাল এবং অবশ্যই ভবিষ্যতের পদক্ষেপ, যা আসলে আবার ঘোড়ার আড়াই চালও হতে পারত, তা বুঝতে সাহায্য করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যখন মস্কো আর ওয়াশিংটন দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ এবং একে অপরকে টপকে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে, তখন 'গুপ্তচর নেটওয়ার্ক'-এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। সেই জন্যই কিং ফিলবির মতো চরিত্ররা এসেছেন, যিনি ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা এমআই-৬-এর হয়ে কাজ করলেও কমিউনিস্ট মতাদর্শের কারণে আসলে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ডাবল এজেন্ট' ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ক্ষমতা, দ্বন্দ্ব, পরমাণু আক্রমণের বিপদ ছিল বলেই তো ইয়ান ফ্লেমিং জেমস বন্ডের মতো চরিত্র এনে দিলেন। 'গুপ্তচর'দের নিয়ে এই রহস্যময়তা, 'ফ্যান্টাসি' আর দুর্নিবার আগ্রহ রয়েছে বলেই মাতাহারিকে নিয়ে এমন টানটান কৌতূহল, বলিউডের সিনেমায় আইএসআই-এর এজেন্ট হিসেবেও ক্যাটরিনা কাইফের মতো ডাকসাইটে সুন্দরীকে নিয়ে আসা। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, গ্ল্যামার দিয়ে সবসময় চিনতে যাবেন না, অনেক 'গুপ্তচরই' সাধারণের ভিড়ে এমনভাবে মিশে থাকে, যে তাঁকে আলাদা করে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আশরাফ মারওয়ানের গল্প দিয়ে এই লেখা শেষ করব। যাঁরা তাঁর নাম জানেন না, তাঁরা মিশরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গামাল আব্দুল নাসেরের জামাই আশরাফ মারওয়ানের জীবনের উপর নির্মিত নেটফ্লিক্সের অসাধারণ সিনেমা 'দি এঞ্জেল' দেখে নিতে পারেন। নাসেরের জামাই ঠিক কাদের জন্য কাজ করতেন, ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ না মিশরীয় গুপ্তচর সংস্থার হয়ে, তা আজও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি। এমনকি ২০০৭ সালে আশরাফের লন্ডনে রহস্যমৃত্যুর পর মোসাদ তাঁকে ফ্ল্যাট থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল না মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক লোক পাঠিয়ে তাঁকে খুন করিয়েছিলেন, তাও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। ইজরায়েলের গোয়েন্দারা দাবি করেন, ১৯৭৩-এ ইয়ম কিপ্পুর যুদ্ধের সময় মিশরীয় সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা, কায়রোর তৎকালীন শাসক আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতাদের কথোপকথন, সবই আশরাফ মারওয়ান তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং মিশরের সেনাবাহিনীর সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেইলসই ইজরায়েলের তৎকালীন মহিলা প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়রকে যুদ্ধে জিততে সাহায্য করেছিল। পশ্চিম এশিয়ার অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন, ইজরায়েল বনাম মিশরের ওই যুদ্ধই আরব দুনিয়ার সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে নির্ণায়ক যুদ্ধ। ইজরায়েল যাঁকে তাদের গুপ্তচর মনে করে, সেই আশরাফ মারওয়ানের রহস্যময় মৃত্যুর পর মিশরের সরকার শুধু তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে শেষকৃত্য করেনি, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক বলেছিলেন, "উনি মিশরের জন্য যে গোপন কাজ করে গিয়েছিলেন, তা চিরকাল জাতি মনে রাখবে।" আশরাফ মারওয়ানের মতো চরিত্ররাই আসলে 'গুপ্তচর' শব্দটার সঙ্গে এত প্রহেলিকা, রোমান্টিসিজমকে জড়িয়ে রেখেছে।

অনেকেই বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি

পনেরোর পাতার পর

তবে বরুণ সেনগুপ্ত আমাকে বলেছিলেন যে, সেটা খুবই ভালো। সাংবাদিক হিসেবে তুমি নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু একটা লক্ষ্মণরেখা রেখে। বেশি ঘনঘন যেতে থাকলে তখন কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দারাও তোমাকে মনে করতে পারে তুমি পাকিস্তানের এজেন্ট। আর পাকিস্তানের লোকেরা মনে করবে তুমি ভারতীয় এজেন্ট। এই ডবল এজেন্ট ভাবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সাংবাদিকতা করলেও কোথাও একটা লক্ষ্মণরেখা রাখতে হয়। তা না হলে সাংবাদিকতা সম্পর্কে ভুল ধারণা অনেকের হতে পারে।

জয়ললিতার সঙ্গে বিজেপির যখন সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে তিনি ধীরে ধীরে এনডিএ-তে যোগ দিলেন। তখন তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। এআইএডিএমকের সমর্থন আদায় করে সরকার গঠন হল। তখন তামিলনাড়ুতে একজন প্রবীণ সাংবাদিক ছিলেন চো রামস্বামী। তিনি জয়ললিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করতে আদবানি এবং জয়ললিতার মধ্যে সেতু হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন এবং তিনি বিরোধের কাজ নয়, জোড়ার কাজ করেছিলেন। এই বিরোধের বদলে জোড়ার কাজ করলে তাকে কি গুপ্তচর বলা উচিত? সুব্রহ্মণ্যম স্বামী একইভাবে জয়ললিতার সঙ্গে সোনিয়া গান্ধির যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন। অশোকা হোটেলে সোনিয়া গান্ধির চা-চক্রে জয়ললিতার আগমন। সেই দিনটা তো ভোলার নয়! তখন স্বামী সুব্রহ্মণ্যম স্বামী সোনিয়া গান্ধির হয়ে কাজ করেছিলেন। আর আজ সেই সুব্রহ্মণ্যম স্বামী সবথেকে বেশি বিরোধিতা করেন সোনিয়া গান্ধির এবং গান্ধি পরিবারের। ন্যাশনাল হেরাল্ডের মামলা তো সুব্রহ্মণ্যম স্বামীই করেন। সুপ্রিম কোর্টে সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে কতগুলো মামলা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সুব্রহ্মণ্যম স্বামী তাহলে কার স্পাই? কার গুপ্তচর? বিজেপির গুপ্তচর হয়ে সোনিয়া গান্ধির শিবিরে মোল হয়েছিলেন? নাকি সোনিয়া গান্ধির মোল হয়ে বিজেপিতে তিনি ছিলেন। একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বা অস্তিত্বের সংকট এধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়ে যায়। শুরুতে হয় না। হয় পরবর্তীকালে। যখন গোটা দেশ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভারতের বিদেশনীতি, ভারত সরকার যখন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তখন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। ইজরায়েলের সরকারের সঙ্গে ভারতীয় সাংবাদিকদের দৌত্য করতেন। ভারতীয় সাংবাদিকদের ইজরায়েল সফরের ব্যবস্থা করতেন। আনন্দবাজারের তৎকালীন সাংবাদিক দিল্লি অফিসের ব্যুরো চিফ প্রয়াত সুনীত ঘোষ তাঁর বইতে লিখেই গেছেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী কীভাবে তাঁদের ইজরায়েল সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়েছিলেন। তখন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী খুব সক্রিয় হয়ে ইজরায়েলের কূটনীতিকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। অনেকে বলতেন, আসলে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী হল ইজরায়েলের এজেন্ট। এই গুপ্তচরবৃত্তির প্রমাণ থাকে না। অভিযোগ থাকে। তার ভিত্তিতে অনেক গল্পের ডালপালা বিস্তার করে শাহি দিল্লিতে।

রাজনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রয়াত সমাজবাদী পার্টির নেতা অমর সিংয়ের আলোচনা করতেই হবে। আজকের প্রজন্মের অনেকেই অমর সিংকে দেখেনি বা অমর সিংয়ের কথা ভুলে গেছে। বড়বাজারের ব্লক কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরিষদের রাজনীতি করতেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায় তখন ডাকসাইটে ছাত্রনেতা। তার পরে রাজ্য নেতা। তারপর ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। অমর সিংকে দেখেছি তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার পরে একটা সময় এল যখন সেই অমর সিং দোর্দণ্ডপ্রতাপ দিল্লির নেতা। তাঁর জনসংযোগ সাংঘাতিকভাবে বিস্তৃত। সেখানে অমিতাভ বচ্চন থেকে সোনিয়া গান্ধি। সোনিয়া গান্ধি থেকে হরকিষেণ সিং সুরজিৎ, প্রণব মুখোপাধ্যায়। কে নেই? মুকেশ আম্বানির ঘনিষ্ঠ। অনিল আম্বানির ঘনিষ্ঠ। তাঁর যোগাযোগের আকাশ সুবিস্তৃত। এখনও মনে আছে সংসদে সেন্ট্রাল হলের আড্ডায় একবার অমর সিং প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে বলেই দিলেন, দেখুন প্রিয়দা একটা সময় ছিল যখন আমি আপনার পেছন পেছন ঘুরতাম। আর এখন দেখুন আমার পেছন পেছনই আপনাদের ঘুরতে হয়। কথাটার মধ্যে একটা অহংকার লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু প্রিয়দাও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ অমর এ রাজনীতির রূঢ় বাস্তবতা। যখন সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হচ্ছে, হরকিষেণ সিং সুরজিৎ সোনিয়া গান্ধির চা-চক্রে যাচ্ছেন তখন অমর সিংকে সোনিয়া গান্ধি চা-চক্রে আমন্ত্রণ জানাননি। কিন্তু অমর সিং এতটাই মরিয়া ছিলেন যে তিনি হরকিষেণ সিং সুরজিতের গাড়িতে উঠে পড়েছিলেন এবং সোনিয়া গান্ধির বাড়িতে পৌঁছে গেছিলেন তাঁর ইনভাইটেড গেস্ট হয়ে। সংবাদপত্রের হেডিং হয়েছিল : 'গ্রেট ক্রাশার অমর সিং'। এই অমর সিং যখন জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা হচ্ছে তখন কখনও এই শিবিরে কখনও ওই শিবিরে ঘুরছেন এবং এখানকার কথা ওখানে গিয়ে বলছেন। ওখানকার কথা এখানে এসে বলছেন। অনেকে অমর সিংকে রাজনৈতিক দালাল বলে অভিহিত করত। সোনিয়া গান্ধি তো বলেছিলেন যে, আমি অমর সিংকে এইজন্য ভেতরে ঢুকতে দিতে চাইছিলাম না, ও কংগ্রেসের কেউ না। অমর সিং স্পাই। অমর সিং কেকে বিড়লার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হিন্দুস্তান টাইমসের মালকিন কেকে বিড়লার কন্যা শোভনা ভারতিয়ার সঙ্গেও ছিল অমর সিংয়ের দারুণ সম্পর্ক। মাধব রাও সিন্ধিয়া পরিবারের সঙ্গে অমর সিংয়ের দারুণ সম্পর্ক।

এই রাজনৈতিক মিডলম্যান তাদের কাজের সঙ্গে রাজনৈতিক গুপ্তচরদের সম্পর্ক আছে। মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

রং ও রঙিন বর্ণমালা

হর্ষ দত্ত
আঁকা : অভি

ছোটগল্প

গত বছর অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, আরজি কর হাসপাতালের এক সম্ভাবনাময় জুনিয়ার ডাক্তারকে, গ্যাং রেপ ও হত্যা করার প্রতিবাদে ধিক্কার, বিদ্রোহ ও অনশনের বেদনাময় পর্বের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল এ রাজ্যের সাগর থেকে পাহাড়ে। উদ্বুদ্ধ হয়েছিল টিকলির প্রতিরোধী সত্তা। অপরের হাতে হাত রেখে মানববন্ধনের মিছিলে নিজের প্রতিবাদকে মিশিয়ে দিয়েছিল। কলকাতায় একটা অতিদীর্ঘ পদযাত্রার মাঝখানের অংশটি যখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে যাচ্ছে, তখন চিরায়ত ওর পাশে এসে ডেকেছিল, টিকলি...।

আরে, তুমি! টিকলি অবাক, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

উন্মাদনায়, পথচলার শ্রমে ঘামে ভেজা মুখে, হাসির আভাস টেনে চিরায়ত উত্তর দিয়েছিল, সবসময় তো তোমার পাশাপাশি আছি!

টিকলি রক্তিম চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, অন্য কেউ হলে ঠাস করে চড় মারতাম।... এই মানববন্ধন দুরন্ত ঝড়ের মতো, তীক্ষ্ণ তিরের মতো প্রবল গর্জনে একটা লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে। এখন ফাজলামি করবে না।

রাতের দিকে পদযাত্রা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, দ্রোহের আগুনের কাছাকাছি অবস্থান করার বদলে, ধর্ষিতা, নির্যাতিতা ও মৃতা তরুণী ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশে, চিরায়ত রওনা দিয়েছিল। বিটি রোড ধরে হেঁটে সোজা সোদপুর। উদ্বিগ্ন টিকলি ফোনে ওর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করতে পেরেছিল। তারপর সব বিচ্ছিন্ন।

সেই অকালমৃতা দেবীমানবীর বাড়ির গলিতে টহলদার পুলিশ দেখে, চিরায়ত বড় রাস্তায় শুয়ে-বসে সময় কাটিয়েছে। সকালবেলায় যখন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে ফিরে এল, তখন ওর অবস্থা শোচনীয়। দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হয়েও টিকলি বুঝতে পেরেছে, চিরায়ত বাড়ি ফিরে না গেলে, চরম অসুস্থ হয়ে, মরে পড়ে থাকবে রাস্তায়। তিন-চার মাস পরেই মানুষ ওকে ভুলে যাবে।

ইট গেঁথে, লোহার রেলিং বা ফেন্সিং দিয়ে তৈরি, লম্বাটে ধরনের চতুষ্কোণ পথ-উদ্যানে আবর্জনা থেকে ইঁদুর---সব কিছু আছে, কেবল বাগান নেই। তেমনই একটা পরিচর্যাহীন চতুষ্কোণের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিল চিরায়ত। দ্রুত পায়ে ওর কাছে গিয়ে টিকলি কঠিন গলায় বলেছিল, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি এখুনি বাড়ি চলে যাবে। পেট ভরে খেয়ে নিয়ে সোজা বিছানায়। একসময় ঘুম ভাঙবে, কিন্তু কোনও অবস্থায়, আজ আর আন্দোলনে যোগ দিতে আসবে না। দিস ইজ মাই অর্ডার।...

টিকলি যা নির্দেশ দিয়েছিল, চিরায়ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। অনেক রাত্রে ওর আচমকা ঘুম ভেঙে গেছিল। জাগরণের পরমুহূর্তে জড়ানো গলায় ফোন করেছে, তুমি এখন কোথায়?

উন্মাদনায় ভরপুর টিকলি জানিয়েছিল, আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে আমরা বহু মানুষ বসে আছি। আমি বাড়ি ফেরার জন্যে কোনও গাড়ি পাইনি।...কাল ভোরেই বাড়ি চলে যাব। ফ্রেশ হতে হবে। চিন্তা কোরো না। চিরায়তর সঙ্গে ওর সম্পর্ক, ধীরে ধীরে কখন যে এমন অন্তর্লীন হয়ে গেছে, টিকলি বুঝতেই পারেনি।

সাত-আট মাস পার হওয়ার আগেই একসময় স্তিমিত হয়ে গেল আন্দোলন। কোর্টের নির্দেশে ও শাসকের সাংবিধানিক ক্ষমতাকে মান্যতা দিয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা ফিরে গেলেন হাসপাতালে। কী আশ্চর্য, আলগা হয়ে গেল হাতের মধ্যে হাত রাখা স্বেচ্ছাবন্ধন!

চারপাশে তাকিয়ে টিকলি অবাক! নিজের কাছে নিজেই পরাজিত। ধিকিধিকি আগুন কোথাও কি জ্বলছে প্রলয়ের অপেক্ষায়? টিকলি উত্তর দিতে পারবে না। তবে ও নিশ্চিত, হত্যার শিকার প্রয়াতা জুনিয়ার ডাক্তারের মা-বাবার বুকের ভেতর বাজছে অগ্নিবীণা।

প্রবল ক্ষেপে গিয়ে চিরায়ত বলেছিল, এখানে প্ল্যান মাফিক, সব কিছু জটিল আইনি ঘূর্ণাবর্তে ফেলে দেওয়া হয়। ভেঙে যায় প্রতিরোধের পাঁচিল। পুরো ঘটনার ওপর ধামাচাপা পড়ে যায়। মিছিলে অংশগ্রহণ ও স্লোগানে গলা মেলানো ছাড়া সাধারণ মানুষ আর বেশি দূর যেতে পারে না। নির্ঝঞ্ঝাটে বেঁচে থাকার তাগিদকে উপেক্ষা করতে পারা দুরূহ।

চিরায়তর কথাগুলো মন দিয়ে শুনে, টিকলি স্বল্প হেসে বলেছিল, ধামাচাপা দিতে দিতে একদিন সব ধামা শেষ হয়ে যাবে। সেই সুদিনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

পথে নেমে আন্দোলন করার দিন বোধহয় শেষ হয়ে গেল। এখন চলছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, চাকরিহারা শিক্ষকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার আন্দোলন।...বিড়বিড় করে চিরায়ত আরও কী সব বলতে বলতে চলে গেছিল।

মাস চারেক মানুষটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি টিকলি। ওর মা ভালোরকম অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হওয়ার পর, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কাজে আটকে পড়ে টিকলি। এদিকে চিরায়তর সঙ্গে কন্ট্যাক্টের চেষ্টা করলেই যে ওকে পাওয়া যাবে, তারও কোনও স্থিরতা নেই। কেননা মোবাইল রিচার্জ করতে ভুলে যায়। এবারেও তেমন কিছু ঘটেছে ভাবতে ভাবতে, টিকলি শেষ চেষ্টার মতো আজ ফোন করল। ভাগ্য দারুণ সুপ্রসন্ন, পেয়ে গেল চিরায়তকে, কী ব্যাপার তোমার?

সাত-আট মাস পার হওয়ার আগেই একসময় স্তিমিত হয়ে গেল আন্দোলন। কোর্টের নির্দেশে ও শাসকের সাংবিধানিক ক্ষমতাকে মান্যতা দিয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা ফিরে গেলেন হাসপাতালে। কী আশ্চর্য, আলগা হয়ে গেল হাতের মধ্যে হাত রাখা স্বেচ্ছাবন্ধন!

কোথায় মুখ লুকিয়ে আছ! নাকি নির্দোষ টিচারদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছ?

এসব আন্দোলন-ফান্দোলন থেকে আমি মন তুলে নিয়েছি। আরজি কর নিয়ে আন্দোলিত, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যেখানে ধীরে ধীরে উবে যায়, সেখানে শিক্ষকদের প্রতিবাদের আওয়াজ কতদূর পৌঁছোবে!... বাদ দাও, বাদ দাও। কেউ না বললেও বেশ বুঝতে পারছি, এই দেশে, এই রাজ্যে নিজের মতো করে বাঁচতে হবে। নিজেকেই দেখতে হবে নিজের স্বপ্ন।

আরে, তোমার স্বপ্ন অন্য কেউ দেখবে কেন? টিকলি মধুর হেসে বলেছিল।

আসল সত্য এটাই। যাক গে শোনো, তুমি একটা ঠিকানা লিখে নাও। কাল দুপুর দুটো নাগাদ চলে আসবে। তোমাকে বেশ কয়েকবার ফোন করতে গিয়েও করিনি। আসলে কাজটা গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না।

কী কাজ?...তোমার কাজের কথা শুনলেই ভয় লাগে। টিকলি উদ্বেগ লুকিয়ে বলল, ঠিক আছে, যাব।

আঃ, তুমি নিজের চোখে আগে দেখে যাও। এটাই এখন কাজের কাজ। ফোন রাখছি। বাই বাই...

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ওপর গলিটার অবস্থান। টিকলি লেনের ভেতরে ঢুকে এল। যে ঠিকানা লিখে এনেছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে সামনে দাঁড়াতেই নজরে এল, বাড়িটা উনিশশো সাতান্ন সালে তৈরি, প্রস্থে বেশ লম্বা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে চিরায়ত। টিকলি সময়মতো এসেছে। ওকে চৌকো মতন ঘরটায় বসিয়ে, উৎসাহের তোড়ে ভেসে যেতে যেতে চিরায়ত বলল, আমার স্কুলের বন্ধু আয়ুষ্মান, এই দ্বিতল আবাসের প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থিত, মেজ্যানিন ফ্লোর ও গ্যারাজ---এই ফাঁকা জায়গা দুটো, শিশুদের জন্যে নামমাত্র ভাড়ায় ব্যবহার করতে দিয়েছে। ওঁদের ছয় আসনবিশিষ্ট বড় গাড়ি গ্যারাজে আর রাখা যায় না। অন্যত্র থাকে। বন্ধুটির মা ছাড়া বাড়ির সবাই, গাড়ি চালাতে পারেন। অতএব ড্রাইভারেরও দরকার নেই। দেখেছ নিশ্চয়ই, গ্যারাজের ওপরে শিশুদের লাইব্রেরি ও আঁকা শেখানোর স্কুলের আর্টিস্টিক সাইনবোর্ড---অক্ষর ও অঙ্কন।

এটাই ফোনে না-বলা চিরায়তর কীর্তি। গ্যারাজের একপাশে একটা ক্ষুদ্র কিউবিকলে ওর অফিস, ছোট টেবিল ও দুটো চেয়ার। এর পাশেই অভিভাবকদের বসবার জন্যে একটা লম্বা বেঞ্চ। এখানেই সবুজ রঙের নকল গ্রাস কার্পেটের ওপরে বাচ্চাদের বসিয়ে আঁকা শেখার ক্লাস হয়। মধ্যবর্তী তলায় শিশুপাঠ্য বইয়ের লাইব্রেরি। চিরায়ত আত্মতৃপ্তি ঝরিয়ে বলল, চলো, পাঠাগারটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

গ্যারাজের ভেতর দিয়ে, সামান্য কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে টিকলি অবাক! বাচ্চাদের চোখের সমান্তরালে, নীচু বুকশেলফগুলো হরেকরকম বাংলা-ইংরেজি বই দিয়ে সাজানো। শিশুদের সরল মন ও ছোট্ট দেহের কথা মনে রেখে, তাদের হাতের কাছে বইগুলো রাখা হয়েছে। টিকলি ভালো লাগা এবং বিস্ময় থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, এত বই তুমি কোত্থেকে পেলে?

জানাশোনা দোকান থেকে চেয়ে নিয়েছি। আবার অনেক বই ধারে কিনতে হয়েছে। চিরায়ত মৃদু শঙ্কায় উত্তর দিল। কেননা কোনও এফোর্টের পেছনে এতটুকু অন্ধকার টিকলি একদম পছন্দ করে না।

একটু থেমে চিরায়ত আবার বলল, প্ল্যান করে সাজাতে বাজেট ক্রস করে গেছে।... আগেই বলে রাখছি, ধার শোধ করার জন্যে বন্ধু টিকলির কাছেও হাত পাতব।... চেষ্টা করেও চাকরি পাইনি। তবে টিউটোরিয়াল হোমে পড়িয়ে আর টিউশনি করে কিছু রোজগার হয়। কিন্তু নির্মল শিশুদের জন্যে এই উদ্যোগ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব কি না সন্দেহ। অথচ স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়া ছোটরা অন্য কোনও বই পড়তেই চায় না। রূপকথার বর্ণময় জগৎটাই ওদের কাছে অধরা থেকে যাচ্ছে।

তাহলে এসব করলে কেন? টিকলি বিরক্তি চেপে রেখে বলল, সমাজসেবা করতে গেলেও টাকা ইনভেস্ট করতে হয়।...আচ্ছা, লাইব্রেরিতে নিশ্চয়ই মেম্বারশিপ সিস্টেম। মানে পাঠাগারের গ্রাহক বা সদস্য হওয়া জরুরি। তা, এখনও পর্যন্ত কতজন বাচ্চা সদস্য হয়েছে?

মাথা সামান্য নীচু করে চিরায়ত উত্তর দিল, এগারোজন। প্রথম প্রথম পাঁচ-ছ'জন বাচ্চাকে গার্জেনরা রোজ নিয়ে আসতেন। এখন কমতে কমতে একজনে এসে ঠেকেছে। আয়োজন সত্ত্বেও খামতিটা ঠিক কোথায় বুঝতে পারছি না।

কোনও মন্তব্য করল না টিকলি। নীচে নামতে নামতে জানতে চাইল, অক্ষর ও অঙ্কন কখন খোলে?

বেলা তিনটের সময়। সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ড্রইং ক্লাসে খুদে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি।

তুমিই কি ওদের আঁকতে শেখাও? নাকি অন্য কেউ আসেন! টিকলি অপলকে চিরায়তর দিকে তাকিয়ে আছে।

ম্লান হাসল চিরায়ত, কাউকে মাইনে দেওয়ার সামর্থ্য এখন আমার নেই।...এখনই চলে যাবে না তো! তিনটে বাজতে আর দশ মিনিট বাকি। বইয়ের সম্ভার বাচ্চাদের তেমনভাবে টানতে পারছে না। কিন্তু রং নিয়ে ওদের খুব মাতামাতি। নিজের চোখে একবার দেখে যাও। আমি ওদের একঘেয়ে স্কেচ পেন, প্যাস্টেল, ওয়াটার কালার, তুলি-ব্রাশ ইত্যাদি থেকে রঙের জগতে নিয়ে গেছি। ওরা যে অঙ্কন শিখছে তার নাম ফ্লুয়িড বা প্যর্ পেন্টিং।

দেওয়ালে যে ক্যানভাসগুলো ঝুলছে, সেগুলো কি...। টিকলি কথা থামিয়ে দিল।

ইয়েস, ওগুলোই ফ্লুয়িড পেন্টিং। এই অঙ্কন পদ্ধতিতে ড্রইং-এর কোনও ভূমিকা নেই। ওই যে দশ বাই সাত ইঞ্চি মাউন্টেড সাদা ক্যানভাসগুলো দেখছ, ওগুলোর ওপর নানা রং ঢেলে, নাড়াতে নাড়াতে আশ্চর্য সব ছবির জন্ম হয়।...আরও উৎসাহে চিরায়ত জানাল,

কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে টিকলি অবাক! বাচ্চাদের চোখের সমান্তরালে, নীচু বুকশেলফগুলো হরেকরকম বাংলা-ইংরেজি বই দিয়ে সাজানো। শিশুদের সরল মন ও ছোট্ট দেহের কথা মনে রেখে, তাদের হাতের কাছে বইগুলো রাখা।

উনিশশো তিরিশ সালে, ডেভিড আলফারো সিক্যুইরাস নামে এক মেক্সিকান ম্যুরালিস্ট এই পদ্ধতির প্রচলন করেন। তখন সম্ভবত জলরং ব্যবহৃত হত। ষাটের দশক থেকে ব্যবহার হয় অ্যাক্রিলিক কালার। এই সময়ে ফ্লুয়িড আর্ট দারুণ জনপ্রিয় সৃষ্টি। বাঁধা গৎ নেই, তাই বাচ্চারা আনন্দে মেতে ওঠে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিকলি ছবিগুলোর সামনে দাঁড়াল। তিনটে বেজে যাওয়ার পর, মায়ের হাত ধরে তিন থেকে পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরা একে একে আসছে, বসছে। সাত-আটজন মহিলার মধ্যে একজন ছিপছিপে, তরুণী মা হঠাৎ চিরায়তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, আপনি ভর্তির সময়ে বলেছিলেন, ওদের রঙিন স্বপ্ন দেখাবেন। কিন্তু যে ধরনের আঁকা ওদের শেখাচ্ছেন, তাতে আমরা ক্ষুব্ধ। দেওয়ালে, বিছানায়, টেবিলের ঢাকনায় ছেলেমেয়েরা অ্যাক্রিলিক রং ঢেলে কী অবস্থা করছে! ঘরদোরগুলো হয়ে উঠছে রঙের ডাস্টবিন। চলুন, নিজের চোখে একবার ক্ষয়ক্ষতি দেখে আসবেন।

মিনমিন করে, ক্ষিপ্ত মহিলাকে সমর্থন করলেন আরও কয়েকজন মা। এবারে যেন টিকলিকে সাক্ষী রেখে, চড়া গলায় তরুণী ঘোষণা করলেন, স্যর, আপনি ট্র্যাডিশনাল ড্রয়িং-পেন্টিং না শেখালে আমরা বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

চিরায়ত এমন অপমানের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। টিকলির দিকে অসহায় চোখে তাকাল। টিকলি হিমস্বরে ক্ষিপ্ত মহিলাকে বলল, নিশ্চয়ই সন্তানকে নিয়ে যাবেন। এটা আপনার অধিকার। তবে মনে রাখবেন, একটা কিউট লাইব্রেরি ও অন্যরকম আর্ট স্কুলের মাধ্যমে উনি ফিরিয়ে আনতে চাইছেন, শিশুদের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের ভুবন আর সৃজনী প্রতিভা।

টিউলিপ ফুলের সমুদ্রে

আয় মন বেড়াতে যাবি

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

টিউলিপ ইজ টিউলিপ, অলওয়েজ এহেড! ফুলটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে! 'টিউলিপা' এই ফুলের লাতিন নাম। এই ফুল সুখ, ভালোবাসা, আনন্দ, সৌভাগ্য এবং শুভকামনার প্রতীক হিসেবে বন্দিত। বর্ষজীবী ও কন্দযুক্ত প্রজাতির টিউলিপ গাছ আসলে 'লিলিয়েসি' পরিবারভুক্ত একটি উদ্ভিদ। এই বসন্তকালীন ফুলটির ২-৬টি পাতা। এর কাণ্ডের উচ্চতা মাত্র ৪ ইঞ্চি থেকে ২৮ ইঞ্চি হলেও এই ফুলের খ্যাতি কিন্তু উচ্চতার তুঙ্গে। নানা রঙের, নানা বর্ণের টিউলিপ হয়। মজাটা হল টিউলিপের নীলাভ রং হয় না। এই ফুলের জন্য বিশ্বখ্যাত নেদারল্যান্ডসের কুকেনহাফ বাগান। কুকেনহাফ দেশের দক্ষিণ হল্যান্ড প্রদেশে। এখানে এখন বেশ সূর্যতাপ, বসন্তের শেষ, গ্রীষ্ম শুরু হবে। এখানে এসেও দেখছি অনেক রঙের টিউলিপ কিন্তু প্রকৃত নীল কোথাও নেই। অদ্ভুত ও রহস্যময় এই সত্য। আরেকটি কথা হল 'মন্টে কার্লো', 'ব্রাউন সুগার' ও 'ক্রিম আপস্টার' প্রজাতি ছাড়া টিউলিপের সাধারণত গন্ধ নেই। টিউলিপ নিয়ে আগ্রহী আপামর পুষ্পপ্রেমীদের কাছে আমার মতে এটাই ক্যাচলাইন। কিন্তু গন্ধ না থাক, বেঁটে হোক তবুও সে টিউলিপই। অসীম তার প্রেমশক্তি ও পুষ্পাকর্ষণ।

বসন্তে নেদারল্যান্ডস এলে টিউলিপকে নিয়ে পৃথিবীর পুষ্পপ্রেমীদের উন্মাদনা প্রত্যক্ষ করা যায়। না দেখলে বোঝা যাবে না, এ কেমন মর্মভেদী ফুলের জলসা। মানুষ ও ফুলের এমন আন্তরিক মিলনোৎসব আমি তো আগে দেখিনি। প্রতি বছর পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এই বাগানে গড়ে দেড় লক্ষ পর্যটক আসেন। কাশ্মীরের শ্রীনগরের টিউলিপ বাগানও এশিয়ার বৃহত্তম। তার চাইতেও কুকেনহাফের এই বাগানের এলাকা বড়। প্রায় ৮০ একর জুড়ে এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দৈত্যাকার বাগান। সেটার চাইতেও বড় কথা, শ্রীনগরে যেখানে ৫০-৬০টি প্রজাতির টিউলিপ ফুল দেখা যায়, সেখানে কুকেনহাফে ফোটে ৮০০ প্রজাতির টিউলিপ। টিউলিপ নেদারল্যান্ডসের জাতীয় ফুল। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, নেদারল্যান্ডস বছরে প্রায় ২ বিলিয়ন টিউলিপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। ২০২২-এর একটি হিসেবে নেদারল্যান্ডসের টিউলিপ রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১১৭ মিলিয়ন ইউরো। কুকেনহাফ টিউলিপ ফেস্টিভালের কথা বহুবার শুনেছি, এবার সচক্ষে দেখলাম। দেখা তো নয় এটা একটা লাইফটাইম টিউলিপ এক্সপেরিয়েন্স!

নেদারল্যান্ডসের দক্ষিণ হল্যান্ড প্রদেশের লিসি-র কুকেনহাফ টিউলিপ বাগান সবদিক দিয়েই বিশ্বের বৃহত্তম ও আকর্ষণীয়। প্রতি বসন্তে এখানেই হয় টিউলিপ উৎসব। এবারের উৎসব ছিল মার্চের ২০ থেকে ১১ মে পর্যন্ত। এই টিউলিপ বাগানের এবার ছিল ৭৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৪৯ সালে একটি দাতব্য সংস্থা এই বাগানের গোড়াপত্তন করে। পরে জনসাধারণের জন্য বাগান খুলে দেওয়া হয় ১৯৫০-এ। সেই জগৎখ্যাত ফুলবাগানে ৫ মে সারাদিন ছিলাম। ফুলবাগান তো নয়, বলা যায় এটা একটা ফুলের সমুদ্র। ভাবতে অবাক লাগে এই বাগানে বছরে ৮০০ জাতের ৭০ লাখ ফুলের চারা লাগানো হয়। বলা হয় মানুষের কল্পনায় যত ফুলের রং আছে তার সবগুলোরই এখানে দেখা মেলে। একটি প্রাচীন হাওয়াকল বাগানটিতে ডাচ ঐতিহ্যের প্রতীক

ভরা মরশুমে বাগানটিতে এসে বুঝতে পারছি, অমিতাভ-রেখা কেনই বা গাইছিলেন জাভেদ আখতারের লেখা আমাদের কলেজ আমলের সেই সেরা রোমান্টিক গান, 'দেখা এক খোয়াব তো ইয়ে সিলসিলে হুয়ে, দূর তক নিগাহ মে হ্যায় গুল খিলে হুয়ে'! বা, কেনই বা গাইছিলেন, 'এ কাহাঁ আ গয়ে হম, য়ুঁহি সাথ সাথ চলতে...'।

হয়ে আছে। টিউলিপের সঙ্গে তো বটেই এই হাওয়াকল বা উইন্ডমিলের সামনে দাঁড়িয়েও ছবি তোলার ভিড়।

কুকেনহাফে এসে বুঝতে পারছি, আজ থেকে সাড়ে চার দশক আগে যশ চোপড়া কেন সিলসিলার শুটিং করতে অমিতাভ বচ্চন-রেখাদের সুদূর ইউরোপের এই টিউলিপ বাগানে নিয়ে এসেছিলেন! ভরা মরশুমে বাগানটিতে এসে বুঝতে পারছি, অমিতাভ-রেখা কেনই বা গাইছিলেন জাভেদ আখতারের লেখা আমাদের কলেজ আমলের সেই সেরা রোমান্টিক গান, 'দেখা এক খোয়াব তো ইয়ে সিলসিলে হুয়ে, দূর তক নিগাহ মে হ্যায় গুল খিলে হুয়ে'! বা, কেনই বা গাইছিলেন, 'এ কাহাঁ আ গয়ে হম, য়ুঁহি সাথ সাথ চলতে...'।

২

কুকেনহাফ নেদারল্যান্ডসের রাজধানী শহর, আমস্টারডাম থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধা নেই। চারদিক থেকে দূষণমুক্ত বাস, ট্রেনের সারাবছর সুব্যবস্থা আছে। গোটা লিসি পুর শহরটিই যেন ফুলের শহর। কিন্তু এই টিউলিপ কোত্থেকে এল নেদারল্যান্ডসে? বলা হয় এ দেশের জাতীয় ফুল হলেও এদেশে টিউলিপ এসেছে তুরস্ক থেকে। ১৬ শতকের শুরুতেই সম্ভবত তুরস্ক থেকে নেদারল্যান্ডসে প্রথম টিউলিপ আসে। কয়েক দশকের মধ্যেই ফরাসি পুষ্পবিজ্ঞানী, ক্যারোলাস ক্লুসিয়াস টিউলিপ নিয়ে প্রথম বই লেখেন। টিউলিপ বিখ্যাত হয় গোটা বিশ্বজুড়ে। টিউলিপের ইতিহাস পামীর মালভূমি ও হিন্দুকুশ পর্বতমালার সঙ্গে জড়িত। এসব পার্বত্য এলাকা থেকেই টিউলিপ আসে কাজাখস্তানে।

টিউলিপ নিয়ে একটি দারুণ পৌরাণিক কাহিনী আছে। সেই গল্প অনুসারে, 'ফরহাদ নামে এক রাজপুত্র একসময় শিরিন নামে এক সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত শিরিন খুন হয় এবং এতে ফরহাদ বিচ্ছিন্ন ও একাকী হয়ে পড়ে। হতাশায় ফরহাদ তার ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে। পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গম পথে উঠতে গিয়ে সে ক্ষতবিক্ষত হয়। পাহাড়ি মাটিতে যেখানে যেখানে ফরহাদের রক্ত পড়েছিল সেসব জায়গার একটি থেকে একটি লাল টিউলিপ জন্মায়।' বলা হয় এই টিউলিপ ছিল অকাল প্রয়াত শিরিনের প্রতি ফরহাদের নিখুঁত প্রেমের প্রতীক।

বলা হয় টিউলিপের দেবীও আছেন। ইনি হলেন রোমান দেবী, ফ্লোরা। ফ্লোরা শুধুই টিউলিপেরই দেবী নন, ইনি সকল ফুলের ও বসন্তকালেরও দেবী। ফ্লোরা ছিলেন ঐতিহ্যবাহী রোমান ধর্মের বারো দেবতার মধ্যে একজন। এদের নিজস্ব ক্লেমেন ছিল, ফ্লোরালিস। বসন্তের সঙ্গে এই দেবীর সংযোগ তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। রোমান লোককথায় ফ্লোরাকে যৌবনের দেবীও বলা হয়।

এখন দেখা যাক বিভিন্ন রঙের টিউলিপ নিয়ে মানুষের ব্যাখ্যা কী! লাল টিউলিপ যে নিখুঁত প্রেমের প্রতীক তা তো আমরা লোককথার রাজপুত্র, ফরহাদ ও শিরিনের প্রেমকাহিনীতেই দেখেছি। বলা হয় লাল টিউলিপ ভালোবাসা, আবেগ ও রোমান্টিক সম্পর্কের বার্তা দেয়। হলুদ টিউলিপে নাকি সূর্যকিরণ ও বসন্তের উন্মেষের সংকেত থাকে। সে বন্ধুত্ব ও আরম্ভেরও প্রতীক। হলুদ টিউলিপ নাকি প্রফুল্ল মনন, শুভভাবনা ও সুখেরও চিহ্ন হয়ে আছে। গোলাপি টিউলিপ স্নেহ, ভালোবাসা, যত্ন ও কৃতজ্ঞতা, মর্যাদা এমনকি প্রশংসার প্রতীক। ফুল নিয়ে যাঁরা স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা বলেন সাদা টিউলিপে থাকে একধরনের বিশুদ্ধতার ভাষা। সাদা টিউলিপ সরলমনা। তার মধ্যে আছে মানুষের মতো ক্ষমাগুণ, নতুন কিছু শুরুর সংকেত ও নবজন্মের দিশা। কমলা রঙের টিউলিপের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের জাতীয় রং একাত্ম হয়ে আছে। ডাচরা বলে কমলা টিউলিপ উজ্জ্বল ও প্রাণবন্তই শুধু নয়, সে উৎসাহ, আনন্দ, উত্তেজনা ও উষ্ণতার প্রতীক। বেগুনি টিউলিপের আভিজাত্য তাকে অত্যন্ত মহার্ঘ করেছে। আগেই বলেছি নীল টিউলিপ বিরল। কিন্তু ডাচ লোককথায় বলা হয়, যদি সত্যি সত্যি কোনওদিন নীল টিউলিপের জন্ম হয়, তাহলে সে হবে খুবই রহস্যময়! সেই নীলে থাকবে প্রশান্তি, নির্মলতা ও আত্মার শান্তি! ফলে তামাম বিশ্বের পুষ্পপ্রেমী তথা টিউলিপপ্রেমীরা এখন নীল টিউলিপের দিকে তাকিয়ে নতুন নীলিমার প্রত্যাশায়!

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহদেবতার গল্পে ভক্তিরস

পূর্বা সেনগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে তাঁর গৃহদেবতার প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট তেমন আমরা আর কোনও সাহিত্যিকের জীবনে পাই না। আমরা আজ তিনজন সাহিত্যিকের জীবনে গৃহদেবতা বা বিশেষ কোনও দেবভাবনার প্রতি অনুরাগ আছে কি না তা দেখবার চেষ্টা করব।

আমাদের প্রথম অন্বেষণ প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। আপনারা সেই গানের কলি নিশ্চয়ই শুনেছেন,

'কালা তোর তরে
কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু নদীর ধারে, কভু পথের পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল
আমার কাজল পড়া জোড়া আঁখি
চেয়ে থাকি।'

এক সময় তমসা উপন্যাসের এই গানটি মানুষের মুখে মুখে ফিরত। এখানে কালা যে শ্রীকৃষ্ণ তাতে সন্দেহ নেই কারও। তারাশঙ্কর ছিলেন রাঢ়বাংলার মানুষ। যেখানে পথেপ্রান্তরে গুঞ্জরিত হয় শাক্ত তন্ত্রের মাতৃসংগীত, তার সঙ্গে মিশেছে বৈষ্ণব তন্ত্রের ধারা। তারাশঙ্করের রচনায় এই দুটি ধারারই প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। রাইকমল, রাধা উপন্যাসের মধ্যে রাধা হল তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। যেখানে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় রাধা ছাড়া কৃষ্ণ ভাবনার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেছেন। রাইকমল গল্পতে শ্রীচৈতন্য পরবর্তী আখড়ায় পর্যবসিত বৈষ্ণব ধর্মের রূপটি খুব সুস্পষ্ট। আবার যদি 'কীর্তিহাটের কড়চা' উপন্যাসের দিকে তাকাই তাহলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। সেই বিরাট উপন্যাসের মধ্যে তিনি কী নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন শাক্ত তন্ত্রের গুহ্য দিক। এক সমৃদ্ধ রাজপরিবারে এক প্রজন্মের ভ্রান্তি থেকে সাধনপথে অর্জিত অভিশাপ বংশপরম্পরায় ধাবিত হয়। পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন 'রক্তের দোষ'! তন্ত্রসাধনা যে ছেলেখেলা নয় তা এত গভীরভাবে আর কোনও সাহিত্যিক ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হননি। তারাশঙ্করের জন্মস্থান বীরভূম, যে জেলাতে মাটির রংই লাল, তার প্রতিটি ধূলিকণাতে তন্ত্রের প্রভাব আমাদের ভক্তিতে আনত করে। এতগুলি শক্তিপীঠের সমাহার কেবল এই জেলাতেই। তার সঙ্গে বৈষ্ণব আখড়া গড়ে উঠেছে, কারণ এখানেই চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান। এখানেই অজয় নদীর তীরে জয়দেব রচনা করেছেন বৈষ্ণব সাহিত্য গীতগোবিন্দ। সব নিয়ে ধর্মভাবনার মধ্যে এত গভীরতা আর বৈচিত্র্য বোধহয় আর কোনও নগর-প্রান্তরে পাওয়া যাবে না। এই ধর্মভাবনার সমৃদ্ধ আঙিনায় জন্মগ্রহণ করে তারাশঙ্করের জীবন গড়ে উঠেছিল কোন ভাবনায়? কে ছিলেন তাঁর গৃহদেবতা? আমরা সকলেই জানি বীরভূমের লাভপুরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভিটাতে আজ একটি মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে। ভিটের সম্মুখেই একটি একরেখ আকৃতির শিব মন্দির। খুব ভালো করে সংরক্ষিত না হলেও প্রতিদিন যে মানুষের আনাগোনা আছে তা বোঝা যায়। 'চাঁপাডাঙার বৌ' চলচ্চিত্রে তারাশঙ্করের লেখা 'শিব হে শিব হে' গানটির কথা উল্লেখ করা যায়। শিবের উপর লেখা তাঁর আরও কিছু কবিতা বা গান থাকলেও তারাশঙ্করের গৃহদেবতা কিন্তু শিব নন। তিনি ধরামাতা বা ধরিত্রী দেবী। তারাশঙ্করের বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ধাত্রীদেবতায় চিত্রিত হয়েছেন এই ধরামাতা ধরিত্রী দেবী। তাঁর বর্তমান গৃহের নামকরণের সময় বাড়ির সম্মুখে মন্দির বা ঠাকুরঘরের অংশটিতে বড় করে লেখা আছে ধাত্রীদেবতা। ধরামাতা বা ধরিত্রী মায়ের পুজো কিন্তু ব্রতের মধ্যে খুব স্পষ্ট। কিন্তু গৃহদেবতা রূপে এই দেবীর উপস্থিতি বেশ নতুন ধরনের। কী করে এই লোকায়ত দেবী গৃহদেবী হয়ে উঠলেন তার ইতিহাস অজানা কিন্তু তাঁর প্রভাব খুব স্পষ্টভাবেই সাহিত্যিক জীবনে পড়েছিল বলেই তা সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হয়ে উঠেছিল। এই ধাত্রীদেবতাই তাঁকে ধারণ করে বিচিত্র ধর্মভাবনার সম্মেলনের দিকে অগ্রসর করিয়েছে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ধাত্রীদেবতা রচিত হয়। ১৯৪০ সালেই তারাশঙ্কর নিজ পরিবার নিয়ে লাভপুর ছেড়ে কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে চলে আসেন। এই উপন্যাসের মূল ছিল এক সমৃদ্ধ জমিদার বংশের ক্ষয়িষ্ণু রূপ ও পারিবারিক বিবাদ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস। তারাশঙ্করের সপরিবারে কলকাতায় চলে আসা সেই পারিবারিক বিবাদের ইঙ্গিত দেয়।

বীরভূমের লাভপুরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশের মন্দির।

পর্ব - ৪৮

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ আর শরদিন্দু বাংলা সাহিত্যের এই তিন মহীরুহ বাংলার ধর্মভাবনাকে তুলে ধরেছিলেন তাঁদের রচনা সম্ভারের মধ্য দিয়ে। সেই সাহিত্য আমাদের জীবনের ধর্মবোধকে সমৃদ্ধ করে বাঙালি জীবনকে আরও উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তারাশঙ্করের পরে আমরা প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাঙ্গনে প্রবেশ করব। ১৮৯৪-এর নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন বিভূতিভূষণ। তাঁর লেখা পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক আমাদের বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। আমাদের আলোচনা অবশ্যই তাঁর সাহিত্য নিয়ে নয়, তাঁর ধর্মজীবনকে কেন্দ্র করে। বিভূতিভূষণের জীবনে ছিল কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মতো চলমানতা। তাঁর জীবন নানা খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মুরাতিপুর নামে এক গ্রামে, তাঁর মামার বাড়িতে। কিন্তু পিতৃগৃহ ছিল আজকের বনগাঁ অঞ্চলের বারাকপুর নামে গ্রামে। পরবর্তী জীবনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার হরিনাভির একটি স্কুলে তিনি শিক্ষকের কাজ সম্পাদন করেন। দুই চব্বিশ পরগনার সবুজ বনানী তাঁর লেখাকে প্রভাবিত করেছিল। এইসব সবুজ গ্রামের চারপাশেই তাঁর বেড়ে ওঠা। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তার সঙ্গে কথকতা করতেন বলে শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেছিলেন। যাঁরা সেই যুগে কথকতা করতে যেতেন তাঁদের কাছে একটি শালগ্রাম শিলা থাকত। সেই শিলারূপী নারায়ণকে সম্মুখে বসিয়ে তাঁরা অধ্যাত্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন। বিভূতিভূষণের পিতা কি তেমন এক শালগ্রাম শিলার অর্চনা করতেন না? যদিও বা করতেন আমরা কোথাও কিন্তু তার উল্লেখ পাই না। কিন্তু তাঁর উপাধি ও কর্মের ধরন দেখে আমরা একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে পারি মাত্র। যদিও বিভূতিভূষণ তাঁর পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তবু গৃহেদেবতা থাকলেও তাঁকে গ্রহণ করে পুজোয় মগ্ন হবেন এমন চরিত্রের কাঠামো তাঁর কখনও ছিল না। কারণ, মানবজীবনই ছিল তাঁর জীবনদেবতা, তিনি সেই দেবতার আরাধনা করেছেন চিরকাল। প্রথম স্ত্রী গৌরী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল বিয়ের এক বছর পরেই। কিন্তু সেই সঙ্গীকে তিনি আজীবন হৃদয়ে ধারণ করেছেন পরম যত্নে। গৌরী দেবীর মৃত্যুর পর বিভূতিভূষণ প্রায় সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতেন। তাঁর জীবনের মধ্যে ধর্মভাবনাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন এবং জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে এমন উপলব্ধি প্রদান করেছিল যার মাধ্যমে তিনি 'দেবযান'-এর মতো উপন্যাস লিখতে সক্ষম হন। ইহকাল নয় পরকালের স্বপ্ন তাঁকে বারংবার চিন্তা করিয়েছে। যার মাধ্যমে তিনি দেববিগ্রহ, দেবতা, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের ধারণাগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যকে একটা স্পষ্টভাবে উপন্যাসের আঙ্গিকে লিখে ফেলতে পেরেছেন। সেই বৃহতের চিন্তার পরেও তিনি দুটি নারী-পুরুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন দেবযান উপন্যাসে। বিভূতিভূষণকে আমরা সাহিত্যিক রূপে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক রূপে চিহ্নিত করতেই পারি। তাঁর ধর্মভাবনার আরেকটি দিক দেখতে পাই তাঁর অসামান্য সৃষ্টি 'তারানাথ তান্ত্রিক'-এর মধ্যে। এই গ্রন্থে তিনি তন্ত্রসাধনার একটি দিককে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মানুষের গভীর গোপন ইচ্ছা, এক তান্ত্রিকের কাছে তাঁকে নিয়ে গেলে কী ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। তন্ত্রের ভয়ানক দিকটিই তুলে ধরেছেন এখানে কিন্তু তার মধ্যেও একটি ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পৌত্র তারানাথ তান্ত্রিকের বিষয়টিকে আরও বিস্তারিত করেছেন।

আজকে আমরা তৃতীয় যে সাহিত্যিককে নিয়ে আলোচনা করব তিনি হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের পর আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উচ্চারণ করতে পারতাম কিন্তু বাংলার এই স্বনামধন্য সাহিত্যিক তাঁর জীবনবোধে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি কখনও। তিনি মার্কসপন্থী ছিলেন বরাবর, তাই আমরা এই গৃহদেবতার আলোচনায় তাঁকে পাশ কাটিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে প্রবেশ করলাম। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উচ্চারিত হলেও আমাদের মনে যে চিরনবীন সত্যান্বেষী চরিত্রটি ভেসে ওঠে তা হল ব্যোমকেশ। এই চরিত্র শরদিন্দুকে অমর করলেও তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে অবহেলা করা যাবে না। বিশেষত তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ হয় 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের জন্য।

শরদিন্দুর জীবনও বৈচিত্র্যময়। তবে তাঁর জীবন নিজ পারিবারিক দেবীর চরণে আনত হয়েছে এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বারংবার। শরদিন্দুর পারিবারিক দেবী ছিলেন দুর্গা। যদিও তিনি এই দেবীকে কেন্দ্র করে সরাসরি কোনও উপন্যাস লেখেননি কিন্তু প্রথম থেকেই অতিপ্রাকৃত বিষয় তাঁকে আকর্ষিত করে। কিশোর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প প্রেতভূমি তাঁরই ইঙ্গিত দেয়। তিনি নিজে জ্যোতিষ বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। এও তাঁর ধর্মভাবনার একটি দিক। তাঁদের পরিবারে পূজিত দেবী কোথা থেকে আনীত হয়েছিলেন তা জানা যায় না। কারণ তাঁরা বেশ কিছুদিন মুঙ্গের নিবাসী ছিলেন।

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ আর শরদিন্দু বাংলা সাহিত্যের এই তিন মহীরুহ বাংলার ধর্মভাবনাকে তুলে ধরেছিলেন তাঁদের রচনা সম্ভারের মধ্য দিয়ে। সেই সাহিত্য আমাদের জীবনের ধর্মবোধকে সমৃদ্ধ করে বাঙালি জীবনকে আরও উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

ড্রপআউট যখন আদর্শ

তেলেঙ্গানার ভুপালুমল্লুর এক গ্রামে আর মধু নামের তরুণ চেয়েছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হতে। টাকার অভাবে সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। মাঝপথেই ছেড়ে দিতে হয় পড়াশোনা।

তাতে কী? তিনিই এখন রাজ্যের অনেকের কাছে আদর্শ। ৫০ হাজার টাকায় তিনি একটি মেশিন কিনেছিলেন, যেখানে ভুট্টা সেদ্ধ করে ভাজা যায়। সেই ভাবনা সুপারহিট। সেই খাবার কেনার জন্য লাইন পড়েছে। মধু শুধু নিজে রোজগার করছেন না, পথ দেখাচ্ছেন অন্য গরিব পড়ুয়াদের।

ক্যান্টিনে কাজ? চাই পিএইচডি

ক্যান্টিন চালাতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার জন্য যোগ্যতা কী? অন্তত পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। এমনই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে চিনে। সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞাপন নিয়ে হইচই। শুধু ভারতেই তাহলে এ ধরনের ঘটনা হয় না!

চিনে এই কাজটা পেলে কী কী করতে হবে? রান্না যাতে ভালো হয় দেখতে হবে। ঠিকাদারদের দেখভাল দরকার। প্রশাসনিক কাজকর্ম তো আছেই। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলে বাড়তি অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থী।

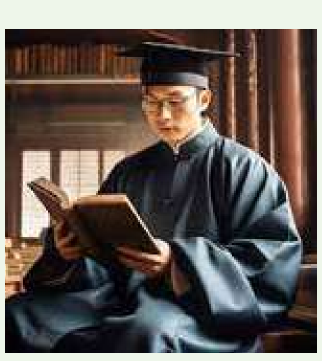

নজরুল রক কনসার্ট

কাজী নজরুলকে নিয়ে রক কনসার্ট হল বাংলাদেশে। ঢাকার মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউতে। নজরুলের দ্রোহ ও জাগরণের ১০টি গান নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ হল অ্যালবামে। ১০টি ব্যান্ড গাইল নজরুলের গান। যার মধ্যে রয়েছে 'কারার ওই লৌহ কপাট', 'দুর্গম গিরি', 'ওই শিকল পরা ছল', 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো'। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ বনাম নজরুল 'যুদ্ধ' চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার মধ্যেই এই উদ্যোগ। রাজনীতিতে তপ্ত দেশে সাড়া ফেলেছে অনুষ্ঠান।

সপ্তাহের সেরা ছবি

হাজার হাজার স্বপ্ন। এভারেস্টের বেসক্যাম্পের দৃশ্য এখন। অভিযাত্রীরা অজস্র শিবির করেছেন থাকার জন্য। লক্ষ্য শৃঙ্গজয়।

কবিতা

তুমি কোথায়
অনুপ দত্ত

এক ঝাঁক অন্ধকার নামার আগে তোমার আসার কথা ছিল
চারিদিকে সন্ধ্যারতির মাঝে ছেলে ভোলানোর গল্প শোনাচ্ছেন আলোছায়াদি
তুমি কোথায়?
বনগাঁ লোকাল এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে তমসুকদের বাড়ির পথে
ভিড়ের মাঝে ঝুঁকে থাকা মানুষগুলি খুঁজে বেড়াচ্ছে বিশ্রম্ভের গন্ধ!
মায়ার পোস্ট মর্টেম হয়েছে একটু আগে
ডাহুককাকুর মুঠোয় এখন বিলম্বিত লয়ে বাজছে রংবদলের রিপোর্ট
হুক্কাহুয়া ডাকে ঘুম ভেঙেছে জ্যোতিবাবুর...
সে যে এক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মহড়া
সাতপাকে বাঁধা পড়েছে মায়ালুবস্তির রিনা
অকালমৌসুমি বাতাসে নিরুদ্দেশ হয়েছেন শান্তি মুন্ডারা...
বাঘনখের চিহ্ন হাতে হ্যাপিভ্যালি থেকে থানায় হাজির হয়েছেন শ্রাবণীর মা
পাণ্ডুলিপির মতো জেগে থাকা তারার মাঝে শোনা যাচ্ছে আজানের সুর...
এক ঝাঁক অন্ধকার নামার আগে তোমার আসার কথা ছিল
তুমি কোথায়...

স্বপ্নলোকের চাবি
সুব্রতা ঘোষ রায়

আখের হল গুছিয়ে নেওয়া...
নিজের নিজের জমি,
আখের হল খোলসে বীজ-
ধূসর ঊষর ভূমি!
আখের হল কলা মুলো...
আখের ফুটেজ পাওয়া,
আখের হল প্রচার বিলাস!
ইস্যু ঘেঁটে যাওয়া,
আখের কিছু গুছিয়ে থাকে,
হিসেব থাকে কিছু...
ঘোলা জলে মাছ ধরা কেউ
থাকেন পিছু পিছু!
আখের নিতে কেউ বা ভাসেন...
ডোবে আসল দাবি!
শান্তিকামী মানুষ হারান
স্বপ্নলোকের চাবি

কপাল
রাজীব চক্রবর্তী

আমার কপাল সুন্দর স্বপ্ন দেখার পর
জেগে উঠে দেখে
দুঃস্বপ্ন ;
ব্যাগ ভর্তি দরকারি জিনিস নিয়ে
দোরে দোরে ঘোরে –
একটা দরজাও খোলে না ;
বিপদ যখন ধাওয়া করে
দৌড়াতে পারে না ;
ভুল ঠিকানা সংগ্রহ করে
সবসময় ঝামেলায় জড়ায় ;
গোলাপের পাপড়ির মতো বাঁকা বলে
অনন্ত উপবৃত্তে পাক খেতে থাকে ;
জোয়ারের বিপরীতে সাঁতার কাটতে কাটতে
নিঃসঙ্গ তীরে এসে ওঠে।

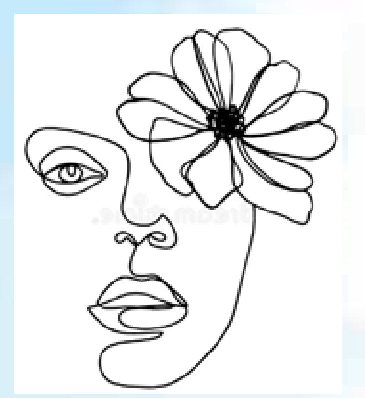

আর এক ভারতবর্ষ
মৌ চট্টোপাধ্যায়

নিকানো উঠোন
আর পড়ে ছিল শুধু কিছু কথামালা---
ঘামে ভেজা শরীর থেকে ঘ্রাণ আসছিল
ভালোবাসার পীতাম্বরী চরিতের।

ওরা কাঁসার থালায় সাজানো ভাত দেখিনি
দেখেছে পান্তাভাত, নুন লংকা,
তার সাথে তারায় ভরা আকাশ---
গল্পের কথাসাগরে রাত্রিবাস শেষে,
শুরু হয় আর এক ভারতবর্ষের উপকথা।।

একুশেই বাঁচুক মাধবীলতা
আজিজুল হক

তোর আকাশে এক ফালি চাঁদ,
আমার গর্ব একুশ...!
তোর বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতকতায়,
আমার বিশ্বাস মাধবীলতায়...
তোর গর্ব মইদুল নিধনে,
আমার আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার,
তোর স্বপ্ন চতুরতায়, আমার আকাশ বাতাস ছড়ায় প্রাণচঞ্চলতায়,
তাই, তোর বাকা হাসিতেও খুঁজি আমি
এক ফালি চাঁদ আর কাস্তে ...
শত্রুর চোখের হাজারো নির্মমতায় তাই
বিপ্লব স্পন্দিত হৃদয় দুঃসাহসের ঘোড়া ছোটায় তেপান্তরের মাঠে...
বেঁচে থাকুক একুশ
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে।
মইদুল কিংবা জব্বার-রা রক্তবীজের বংশধর হয়েই বাঁচুক হাজার প্রেমিকের চেতনায়...
মাধবীলতা বিপ্লব হয়ে উঠুক লাশকাটা ঘরে
নীলাঞ্জনার বুকে...!

কোজাগরি
জয়ন্ত সরকার

জ্যোৎস্নার প্রাকারের শীর্ষে
চঞ্চল তার দু'পায়ের নিক্বণ
বন্দনায় প্রসারিত হাত
আরও প্রাণময় শিশিরের পদছাপে

ব্রতকথা, পাঁচালির পর
উৎসর্গে মেলে ধরি নিজেকে
পদ্ম পাতায়, উলুধ্বনির অন্তঃপুরে

আগামী বছর ঠিক বর্ষা হবে,
ধানফুল মুছে দেবে
সমস্ত বেদনা...

মোমবাতি
সুপ্তি ভট্টাচার্য

নীরবে শৃঙ্খলিত মিছিল এগিয়ে চলেছে,
সকলের হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি,
যে মৃত্যু লজ্জার, যে মৃত্যু অপমানের -
এরা স্মরণ করছে তারই স্মৃতি।
পথচারী নতশিরে থমকে দাঁড়ায়,
হয়তো শ্রদ্ধায় কিংবা যানজটের আশঙ্কায়,
সে-ও হয়তো পা মিলিয়েছে মিছিলে -
যে সাক্ষী দিলে খুনি যায় জেলে।
এমনই অনেক হয়তো, কিংবা বন্যায়,
জ্বলন্ত মোমবাতি নিভে উত্তাপ হারায়
যার প্রিয়জন সেই শুধু কাঁদে,
অন্যরা সবাই সব ভুলে যায়।

সুযোগ কাজে লাগানো লক্ষ্য 'ইউটিলিটি ফুটবলার' বরিসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মে : অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ দলের সদস্য ছিলেন। তখন থেকেই পাখির চোখের মতো দেখেছেন সিনিয়ার জাতীয় দলের জার্সি।

অবশেষে ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ দিয়ে স্বপ্ন বাস্তবের রূপ পাওয়া শুরু বরিস সিং থাংজামের। ওই সময়ে চোটের জন্য ছিলেন না আশিস রাই, আনোয়ার আলিরা। ফলে তাঁর উপরেই আস্থা রাখেন মানোলো মার্কুয়েজ। ৬ দিন পরে বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচও খেলা হয়ে গিয়েছে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে। এখন অপেক্ষায় থাইল্যান্ড এবং যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয়

অনুশীলনে বরিস সিং থাংজাম।

ম্যাচ হংকংয়ের। এফসি গোয়ার বরিস এখন পাথুম থানিতে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন দলের বাকিদের সঙ্গে। সেখানেই এআইএফএফের ওয়েবসাইটকে বললেন, 'জাতীয় দলের জার্সি পরে শুধু গর্বিত না, নিজেকে সম্পূর্ণও লাগছে। কোচকে ধন্যবাদ দেব আমার উপর আস্থা রাখার জন্য। একইসঙ্গে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাই।' আপাতত ভারতীয় দল পুরো তিনদিনের ট্রেনিং সেশন সম্পূর্ণ করেছে পাথুম থানিতে। তার আগে কলকাতায় আট-নয়দিনের প্রস্তুতি খুব সাহায্য করছে ফুটবলারদের। কারণ এই মুহূর্তে পাথুম থানির আবহাওয়ার সঙ্গে দারুণ মিল কলকাতার। অসম্ভব আর্দ্রতা আর মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি বরিসদের কলকাতার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। এবারের সুপার কাপ জিতে এএফসি-র টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জন করেছে এফসি গোয়া। বছরের শেষ টুর্নামেন্টে বরিস নিজেও দুর্দান্ত খেলেন। আর সেটাই মনোবল জোগাচ্ছে বলে মনে করেন তিনি, 'ক্লাব এবং আমার জন্য জরুরি ছিল সুপার কাপ জয়। আমরা নিজেদের চেষ্টায় পেয়েছি ওটা। এই দারুণভাবে মরশুম শেষ করতে পারাটা জাতীয় শিবিরে মানসিকভাবে কাজে লাগছে।'

আনোয়ার, সুরেশ সিং ওয়াংজাম, জিকসন সিং, আপুইয়াদের সঙ্গে তিনি খেলছেন সেই অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির সময় থেকে। সেই সময়টা তাঁদের কতটা কাজে লেগেছে এই কথা জানান তিনি, 'আমাদের জীবনে ওই ইন্ডিয়ান অ্যারোজ থেকে শুরু করে বিশ্বকাপ খেলা অবধি, পুরো সময়টাই বিশেষ একটা জায়গা নিয়ে আছে। আমরা যারা সুযোগ পেয়েছিলাম বয়সভিত্তিক হলেও ফিফা বিশ্বকাপ খেলার, তারা ভাগ্যবান তো অবশ্যই। ওই টুর্নামেন্টই আশা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছে যে আমরা কখনও সিনিয়ার বিশ্বকাপও খেলব।'

বিরাটের অবদান অস্বীকার করা মুশকিল : পন্টিং

আহমেদাবাদ, ৩১ মে : আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'মরণবাঁচন ম্যাচ'। প্রথম আইপিএল ট্রফির স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে পাঞ্জাব কিংস। নামছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। তার প্রাক্কালে বিরাট কোহলির বন্দনা পাঞ্জাবের হেডকোচ রিকি পন্টিংয়ের মুখে। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা আখ্যা দিলেন বিরাটকে। অজি কিংবদন্তির মতে, শুধু টেস্ট ব্যাটিং বা পরিসংখ্যান নয়, বিরাটকে সবাই মনে রাখবে ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য।

কোহলিকে নিয়ে পন্টিংয়ের পর্যবেক্ষণ, নিঃসন্দেহে সেরাদের তালিকায় থাকবে বিরাট। গত বছর দুয়েক পারফরমেন্সে ভাঁটা পড়েছে। কিন্তু তার আগে ধারাবাহিক পারফরমেন্স বিরাটকে গ্রেটদের পাশে বসিয়ে দিয়েছে। পন্টিং বলেছেন, 'আমরা যাঁরা ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা অন্য দেশের খেলোয়াড় তাদের পক্ষে বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের ওপর কী পরিমাণ চাপ থাকে। দীর্ঘদিন ভারতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব সামলানো, নিজেকে সবসময় উজ্জীবিত রাখা সহজ নয়। বিরাট সেটাই কিন্তু করে দেখিয়েছে বছরের পর বছর।'

এত ক্যাচ মিস করে জেতা যায় না : গিল

মুল্লানপুর, ৩১ মে : ম্যাচ শেষ। গুজরাট টাইটান্স ডাগআউটে একরাশ যন্ত্রণার ছবি। কিছুটা দূরে সারাক্ষণ দলের হয়ে গলা ফাটানো আশিস নেহেরার ছেলে কেঁদে চলেছে। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া হতাশা নিয়ে বিধ্বস্ত হাল শুভমান গিলের বোনের। চোখে জল। শূন্য দৃষ্টি নেহেরারও।

গোটা টুর্নামেন্টে আধিপত্য দেখিয়ে শেষ পর্বে পা হড়কানো। হিসেব মেলাতে পারছিলেন না অনেকে। শেষ ওভার পর্যন্ত আশায় বুক বেঁধেছিলেন কেউ কেউ। ২৪ রান দরকার। রাহুল তেওয়াটিয়া রয়েছেন। টানা চার ছক্কা মেরে জেতানোর নজির রয়েছে যাঁর। শাহরুখ খানের ব্যাটিং বিক্রমের কথা ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত। কিন্তু আশাভঙ্গ।

রানের মধ্যে আটকে রাখা উচিত ছিল মুম্বইকে। কিন্তু ক্যাচ হাতছাড়ায় পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ২২৮ রান তোলে মুম্বই। জবাবে গুজরাটের ২০৮।

শুভমান প্রথম ওভারে আউট হলেও সুদর্শন ম্যাচকে উত্তেজক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সুদর্শন (৪৯ বলে ৮০) ফিরতেই ম্যাচ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যায় গুজরাট। শুভমানও বলেছেন, 'শেষ তিন-চার ওভার আমাদের পক্ষে যায়নি। তারপরও বলব দারুণ একটা ম্যাচ হল। এবারের মতো অভিযান থামলেও ইতিবাচক অনেক কিছু পেলাম আমরা। দলকে কৃতিত্ব দিতে হবে। বিশেষত সাইকে। দুর্দান্ত।'

এলিমিনেটরে হারের পর রোহিত শর্মার সঙ্গে আলোচনায় শুভমান গিল।

সুদর্শনের চোখ ইংল্যান্ড সিরিজে

ভবিতব্যটা যদিও শুভমান গিল অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন! ১৬তম ওভারে রিচার্ড গ্লিসনের বলে বি সাই সুদর্শনের উইকেট ছিটকে যাওয়ার পর শুভমানকে দেখা গেল ডাগআউট ছেড়ে সাজঘরের পথে। শরীরী ভাষায় ম্যাচ সবকিছু শেষের আক্ষেপ। শেষপর্যন্ত ২০ রানে হেরে বিদায়ঘণ্টা।

ম্যাচ শেষে শুভমান দুষলেন ক্যাচ মিসকে। ৮১ রান করে ম্যাচের সেরা রোহিত শর্মারই পড়ে জোড়া ক্যাচ। তাও একেবারে শুরুর দিকে (৩ ও ১২ রানে)। সূর্যকুমার যাদবও একবার জীবন পান। সেই আক্ষেপটাই ঝরে পড়ছিল গিলের গলায়। গ্রুপ লিগে মুম্বইকে দুইবার হারালেও সুযোগ মিসে এলিমিনেটরের 'ডু অর ডাই ম্যাচে' স্ক্রিপ্ট বদল।

শুভমানের দাবি, তিনটি সহজ ক্যাচ মিস হয়েছে। বোলারদের কাজ যা আরও কঠিন করে দেয়। এতগুলি ক্যাচ হাতছাড়া তাঁদের বিপক্ষে গিয়েছে। খেসারত চুকোতে হয়েছে ভালোমতো। ২০৫-২১০

> কাউন্টিতে গোটা সাতেক ম্যাচ খেলেছি। দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। টেকনিক, ক্রিকেটীয় বেসিকের উন্নতিতে কাউন্টির অভিজ্ঞতা ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। আরও শিখতে চাই। ফোকাস রাখতে চাই শেখাতে, যা আমাকে আগামীতে সাহায্য করবে।
>
> **বি সাই সুদর্শন**

গুজরাটের প্রাপ্তির তালিকায় শীর্ষে নিঃসন্দেহে সুদর্শন। ক্রিকেটীয় শটের নান্দনিক ব্যাটিংয়ে গতকালও জসপ্রীত বুমরাহ, ট্রেন্ট বোল্ট সমৃদ্ধ বোলিংয়ের কপালে ভাঁজ ফেলেছিলেন। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের সাফল্যের রহস্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুদর্শন জানান, ব্যাটিং নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করছেন। প্রতিটি বিষয়ে উন্নতির জন্য ঘাম ঝরাচ্ছেন। সুফল পাচ্ছেন কাউন্টি ক্রিকেটে খেলারও।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সুদর্শন বলেছেন, 'কাউন্টিতে গোটা সাতেক ম্যাচ খেলেছি। দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। টেকনিক, ক্রিকেটীয় বেসিকের উন্নতিতে কাউন্টির অভিজ্ঞতা ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। আরও শিখতে চাই। ফোকাস রাখতে চাই শেখাতে, যা আমাকে আগামীতে সাহায্য করবে।'

আইপিএল অভিযান শেষ। এবার মিশন ইংল্যান্ড। কাউন্টির বদলে এবার জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেলার হাতছানি। সাদা বলের টি২০ ফর্ম্যাটের বদলে লাল বলের ক্রিকেট। সুদর্শনের কথায়, মাস তিনেক সাদা বলে খেলার পর লাল বলে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। কিছুটা সময় লাগবে। সিরিজের আগে পাওয়া ম্যাচ, সময়কে কাজে লাগাতে চান। মুখিয়ে রয়েছেন যত দ্রুত সম্ভব ইংল্যান্ডগামী বিমানে উঠে পড়তে।

সব রোগের ওষুধ বুমরাহ-ভ্যাকসিন

মুল্লানপুর, ৩১ মে : উৎকণ্ঠার প্রহর কাটিয়ে স্বস্তির জয়।

২২৮ রানের পুঁজি নিয়েও হারের আশঙ্কায় রক্তচাপ ক্রমশ বাড়ছিল। ডাগআউটের পাশে আরামকেদারাও তখন 'কাঁটা' মনে হচ্ছিল সপুত্র বসে থাকা মালকিন নীতা আম্বানির। বোলিং কোচ লাসিথ মালিঙ্গা, হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনেরা তো বসেও থাকতে পারছিলেন না।

অজানা আশঙ্কায় ছটফট করছিলেন। নিরুপায় হার্দিক পান্ডিয়া ১৫তম ওভারে বল তুলে দেন বুমরাহর হাতে। ফল হাতেনাতে। চতুর্থ বলটাই নিখুঁত ইয়র্কার। বিস্ফোরক মেজাজে এতক্ষণ ব্যাট ঘোরানো সুন্দর যার হদিসই পাননি।

ব্যাটের নীচ দিয়ে সোজা উইকেট ভেঙে দেয়। ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান সুন্দর। বুমরাহর যে ম্যাজিক বলে ম্যাচের রং বদল। আশঙ্কার কালো মেঘ কেটে আশার কিরণ মুম্বই শিবিরে। প্রাক্তন পেসার বরুণ অ্যারনের কথায়, বুমরাহ হল এমন একটা ভ্যাকসিন, যা সমস্ত রোগের প্রতিষেধক। সব রোগে কাজ করে!

বুমরাহর ঘাতক ইয়র্কারে গুজরাট টাইটান্সের স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে বরুণ অ্যারন বলেছেন, 'বুমরাহ এমন একটি অ্যান্টিডোট, ভ্যাকসিন, যে কোনও বোলিং রোগ সারাতে সক্ষম যা। আপনার যদি উইকেট দরকার লাগে, সেখানেও বুমরাহ। ঠিক উইকেট দিয়ে যাবে। রান আটকাতেও বুমরাহ। অসাধারণ বোলার। আমি আছি, মাহেলা জয়বর্ধনেকে যেন সেই আশ্বাস দিচ্ছিল।'

বুমরাহ-বন্দনায় মজে এবি ডিভিলিয়ার্সও। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এবি বলেছেন, 'শেষ স্পেলে বুমরাহর আসার আগে আমি ছেলেকে বলছিলাম, ম্যাচ এখনও শেষ হয়নি। এখনও বুমরাহর বল রয়েছে। আরও একবার বুঝিয়ে দিল, কেন ও অন্যতম সেরা।'

এবির কথার সুর মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার গলায়ও। মেনে নেন, হাতে বুমরাহর মতো একজন থাকা মানে যে কোনও অধিনায়কের কাছে বিলাসিতা। যখন মনে হবে ম্যাচ বেরিয়ে যাচ্ছে বুমরাহর হাতে বল তুলে দাও। বাকি কাজ হয়ে যাবে। ঊর্ধ্বমুখী মুম্বইয়ের হাউসিং প্রাইসের মতো তাঁদের কাছে মূল্যবান বুমরাহ।

ডেথ ওভার পর্যন্ত বুমরাহকে রাখার পরিকল্পনা থাকলেও আগেই আনতে হয়। যে প্রসঙ্গে হার্দিকের যুক্তি, স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। লক্ষ্য ছিল, শেষ কয়েক ওভারে গুজরাটের টার্গেট যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। সেই ভাবনা থেকে বুমরাহকে আগে আনা। বাকিটা সবার সামনে। ১৫তম ওভারে সুন্দরকে আউট করার পর ১৮ নম্বর ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে হার্দিকের দেওয়া দায়িত্ব সেরে দেন বুমরাহ।

জনি বেয়ারস্টোকে নিয়ে আবার গান বেঁধেছেন হার্দিক। টিম হোটেলে ফিরে নতুন সতীর্থকে নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক গেয়ে ওঠেন, 'জনি! জনি! জনি বেবি! তেরি মেরি হ্যায় কাহানি...।' হার্দিকের হিন্দিতে গাওয়া যে গানের মানে বুঝতে না পারলে বেয়ারস্টো পুরোদস্তুর মজা নিলেন। পরে বলেন, কী বুঝতে পারিনি। তবে সবাই মিলে ওর সঙ্গে তাল দিয়েছেন।

কাজ এখনও বাকি। আরও জোড়া হার্ডল। আগামীকাল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে পাঞ্জাব কিংসকে হারাতে পারলে ফাইনালের টিকিট। যেখানে প্রতিপক্ষের জন্য অপেক্ষায় বিরাট কোহলির স্পর্শে উজ্জীবিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে মুল্লানপুরে গুজরাট-বধটাকে চেটেপুটে নিলেন মুম্বই শিবির। ম্যাচ শেষে নীতা আম্বানিকে দেখা গেল হার্দিকের গাল টিকে আদর করতে। বাকি দুই হার্ডল অতিক্রম করলে, উৎসবের মেজাজ যে আরও বাড়বে সন্দেহ নেই।

গাল টিপে অধিনায়ক হার্দিককে আদর নীতা আম্বানির

জসপ্রীত বুমরাহ বাউন্ডারি লাইনের ধারে যেখানে ফিল্ডিং করছেন, সেখানেও পৌঁছে যান জয়বর্ধনে। 'ছাত্রকে' কিছু নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা। জবাবে বুমরাহ হাবেভাবে যেন বুঝিয়ে দেন, চিন্তা করার কিছু নেই। আমার কাজটা আমি জানি।

শুধু শরীরী ভাষায় নয়, বল হাতে তা করেও দেখালেন। বাকি বোলারদের ব্যবহার করে বি সাই সুদর্শন-ওয়াশিংটন সুন্দরের বিস্ফোরণে ব্রেক লাগানো যাচ্ছিল না।

দুরন্ত ইয়র্কারে ওয়াশিংটন সুন্দরকে বোল্ড করে জসপ্রীত বুমরাহ।

আবার ক্যাসে যাচ্ছে কাশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মে : আপিল কমিটির নেওয়া এদিনের সিদ্ধান্তে চার্চিল ব্রাদার্সই চ্যাম্পিয়ন আই লিগে। তবে বিষয়টা থেমে থাকছে না এখানেই। এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষেও ক্যাসে (কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস) যাওয়ার কথা জানিয়ে দিল ইন্টার কাশী।

এবারের মতো বিতর্ক সম্ভবত এর আগে কোনও আই লিগেই হয়নি। একবার একটা দলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা, একাধিক ক্লাবের আপিল কমিটিতে আবেদন, কাপ দেওয়ার পরেও ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলা, বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের ক্যাসে আবেদন করা, এমনকি অবনমনের কবলে পড়া দলের আদালতের দ্বারস্থ হওয়া। ঘটে চলেছে একের পর এক ঘটনা। এদিন আপিল কমিটির সিদ্ধান্তে বিতর্ক আরও জোরালো হল বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন আপিল কমিটি আগের যাবতীয় সিদ্ধান্তকে বাতিল করে চার্চিল ব্রাদার্স, নামধারী এফসি ও রিয়াল কাশ্মীরের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইন্টার কাশীর নিয়মবিরুদ্ধভাবে এক বিদেশি ফুটবলার খেলানোর অভিযোগ মেনে নেয় এবং এই তিন ম্যাচের পয়েন্ট এই তিন দলকে দিয়ে দেয়। এই তিন পয়েন্ট পাওয়ার ফলে চার্চিলের হয়ে গেল ৪২ পয়েন্ট। পয়েন্টের ভিত্তিতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল গোয়ার এই ঐতিহ্যশালী ক্লাব। কিন্তু এরপরেই কাশীর তরফ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও তারা ক্যাসে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাদের করা একটি আবেদন জমা রয়েছে ক্যাসে। যার শুনানি আগামী ৪ জুন হওয়ার কথা। নামধারী তাদের বিপক্ষে নিয়মবিরুদ্ধভাবে এক ফুটবলার খেলিয়েছে বলে অভিযোগ ছিল কাশীর। এবারও তাদের অভিযোগ, ফুটবলারদের ছাড়পত্র ও নথিভুক্তিকরণে স্বচ্ছতা নেই ফেডারেশনের নিয়মে।

আপিল কমিটির সিদ্ধান্ত চার্চিলের পক্ষে

এদিকে এদিন আপিল কমিটির নেওয়া সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে চার্চিল ও বাকি দুই ক্লাব। তবে দেখার, এই জল কতদূর গড়ায়।

বিপিনকে সম্মান মুম্বই সিটির

কলকাতা, ৩১ মে : মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে দীর্ঘ সাত বছরের সম্পর্কে ইতি টানলেন বিপিন সিং। গন্তব্য এবার কলকাতা।

শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিপিনকে বিদায় জানাল মুম্বই সিটি। বিদায়বেলায় মণিপুরি ফুটবলারকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিল তারা। সাত বছরে মুম্বইয়ের জার্সিতে দেড়শোরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন। সাফল্য এনে দিয়েছেন। দুইবার করে আইএসএল কাপ ও শিল্ড জিতেছেন। ক্লাবের প্রতি এই অবদানের জন্য তাঁকে বিশেষ সম্মান জানাচ্ছে মুম্বই। বিপিনের ২৯ নম্বর জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে দেখা যাবে বিপিনকে। ইতিমধ্যেই লাল-হলুদের চুক্তিপত্রে সই করে দিয়েছেন ৩০ বছর বয়সি মণিপুরি উইঙ্গার।

প্রস্তাব সৌরভের, সম্মতি জয়ের

দুবাই, ৩১ মে : প্রস্তাব দিয়েছিলেন আইসিসি-র পুরুষদের ক্রিকেট কমিটির প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই প্রস্তাবে আজ সাড়া দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। আরও স্পষ্টভাবে বললে, ক্রিকেটের আকর্ষণ বাড়ানোর মহারাজকীয় প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা।

সব ঠিক মতো চললে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বদলে যাওয়া নিয়মের পথ চলা শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন ক্যালেন্ডারে। আগামী ১৭ জুন শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশের টেস্ট শুরু হওয়ার কথা। সেই ম্যাচ থেকেই কনকাশন সাব-এর নিয়মে বদল আনতে চলেছে আইসিসি। জানা গিয়েছে, ২০২৫-'২৭-এর নয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ক্যালেন্ডারে কনকাশন সাব-এর জন্য

উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার কেফেরিনের সঙ্গে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। মিউনিখে শনিবার।
ছবি : পিটিআই

বদলাচ্ছে ক্রিকেটের নিয়ম

খেলা শুরুর আগে ম্যাচ রেফারির কাছে পাঁচজন ক্রিকেটারের একটি তালিকা জমা দিতে হবে। ব্যাটারের পরিবর্ত ব্যাটার, বোলারের পরিবর্ত বোলার, অলরাউন্ডারের পরিবর্ত অলরাউন্ডার, স্পিনারের পরিবর্ত স্পিনার-এভাবেই সেই তালিকা তৈরি করতে হবে। মাঠে কোনও ক্রিকেটার কনকাশন সাব হলে পরিবর্ত হিসেবে এতদিন দলের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী কাউকে নামানো যেত। সেই নিয়ম এবার বদলে যাচ্ছে।

টেস্টের পাশে সাদা বলের একদিনের ক্রিকেটের আসরেও বদলাচ্ছে নিয়ম। এতদিন একদিনের ক্রিকেটে পিচের দুই প্রান্ত থেকে দুইটি বল ব্যবহার করা যেত। এবার থেকে ৩৪ ওভার পর্যন্ত দুইটি বল ব্যবহার করা যাবে। ৩৫ নম্বর ওভার থেকে একটি বলেই খেলা হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী যে বলটি বেশি ভালো অবস্থায় থাকবে, সেটা দিয়েই বাকি ম্যাচ হবে। ক্রিকেট এখন অনেকটাই ব্যাটারকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। এমন অভিযোগ অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। মাস খানেক আগে লন্ডনে আইসিসি-র পুরুষদের ক্রিকেট কমিটির বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে নিয়ম বদলের সুপারিশ করেছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ। আজ সেই সুপারিশ অনুমোদন পেয়েছে আইসিসি-তে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ My Dear Arkadeep/Dido/Goodlai- "Many many happy returns of the day." From mummum, babai NBU Campus, amma, bu, nani, meson, babon, chinku, dona bunu & santa didi, Lake Town, Siliguri.

করুণের দ্বিশতরান

ভারত 'এ'- ৫৫৭
ইংল্যান্ড লায়ন্স-২৩৭/২
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

ক্যান্টারবেরি, ৩১ মে : পুল করে বল পাঠিয়ে দিলেন মিডউইকেট বাউন্ডারিতে। তারপর আকাশের দিকে তাকালেন একবার। মাথা থেকে খুলে ফেললেন হেলমেট। সেই হেলমেটের সামনে থাকা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের লোগোয় চুম্বন দিলেন। তারপর নতুনভাবে স্টান্স নিলেন করুণ নায়ার।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা টেস্টের অবসর গ্রহে। এমন অবস্থায় বিলেতের মাটিতে আসন্ন পাঁচ টেস্টের সিরিজে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ভরসা কে হবেন? প্রশ্নের পাকাপাকি জবাব হয়তো এখনও মেলেনি। কিন্তু তিনি যে তৈরি, আজ প্রমাণ করে দিলেন করুণ। গতকাল ইংল্যান্ড

পালটা দিচ্ছে লায়ন্স

দ্বিশতরানের পর করুণ নায়ার।

লায়ন্স দলের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম বেসরকারি টেস্টের প্রথম দিনের শেষে ১৮৬ রানে অপরাজিত ছিলেন করুণ। আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর মিনিট চল্লিশের মধ্যেই দ্বিশতরান পূর্ণ করলেন। গতকাল সরফরাজ খান তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। আজ ধ্রুব জুরেল (৯৪) সেই কাজটা করলেন। সরফরাজের মতো তিনিও অল্পের জন্য নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন। কিন্তু তাতে কী?

করুণ তাঁর সতীর্থদের শতরান না পাওয়ার হতাশায় ডুবতে দেননি। প্রায় একার হাতেই ইংল্যান্ড লায়ন্স দলের বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের ইনিংস ৫৫৭ রানে পৌঁছে দেন তিনি। শেষপর্যন্ত ২০৪ রানে করুণ আউট হয়ে যান। আর ভারতীয় 'এ' দলের ইনিংস শেষ ৫৫৭ রানে। শেষদিকে শার্দূল ঠাকুর (২৭), হর্ষ দুবেরা (৩২) রান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভারত 'এ' দলের টেলএন্ডাররাও ব্যাটিং করতে জানেন।

পালটা দিচ্ছে ইংল্যান্ড লায়ন্সও। দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে তাদের সংগ্রহ ২৩৭/২। টম হেইন্স ১০৩ ও ম্যাক্স হলডেন ৬৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন। উইকেট দুইটি নিয়েছেন অংশুল কম্বোজ ও হর্ষ।

প্রতিপক্ষ হিসেবে ইংল্যান্ডকে পেলে করুণ বোধহয় একটু বেশি তেতে যান। বিলেত সফরের শুরুতেই আজ তাঁর দ্বিশতরানের পর ক্রিকেটমহলে এমন আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল করুণের। সেই সিরিজেই দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে ত্রিশতরান করেছিলেন তিনি। পরে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর করুণ টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। মাঝের সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান করে আট বছর পর ফের ভারতীয় দলে ফিরে করুণ প্রমাণ করেছেন, তিনি এখন আরও পরিণত। ৪৩৫ মিনিট বাইশ গজে কাটিয়ে ২৮১ বলে ২০৪ রানের যে ইনিংস খেলেছেন করুণ, তারপর আপাতত সবচেয়ে সুখী মানুষটার নাম গৌতম গম্ভীর। রোহিত-কোহলিদের পর ব্যাটিংয়ে ভরসা করার মতো কাউকে খুঁজে পেয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ।

জিতলেই ফাইনাল, অপেক্ষায় আরসিবি

চনমনে মুম্বইয়ের যুদ্ধ বিধ্বস্ত পাঞ্জাবের সঙ্গে

আহমেদাবাদ, ৩১ মে : একটা লড়াই হেরেছি, যুদ্ধ নয়। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জঘন্যভাবে ম্যাচ হারের পর বলেছিলেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। একপেশে ম্যাচে হারের যন্ত্রণা এখনও তাড়া করছে পাঞ্জাবকে।

ব্যর্থতার জ্বালা জুড়িয়ে নতুনভাবে শুরু করে অষ্টাদশ আইপিএল ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রবিবার শ্রেয়সদের সামনে হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল দল। পাঁচবারের ট্রফি জয়ী। শুধু তাই নয়, মুম্বই আইপিএল ইতিহাসের এমন একটা দল, যারা শুরু করে খুঁড়িয়ে। একবার ছন্দ পেয়ে গেলে রোহিতদের আর রোখা যায় না। এভাবেই গতরাতে গুজরাট টাইটান্সকে 'এলিমিনেট' করে দিয়ে মুল্লানপুর থেকে শনিবার বিকেলে আহমেদাবাদ পৌঁছে গিয়েছেন হার্দিকরা।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব-মুম্বইয়ের কোয়ালিফায়ার টু ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। যার মূলে রয়েছে নিখাদ ক্রিকেটীয় কারণ। এক, গতরাতে রোহিতের স্বপ্নের ব্যাটিংয়ের অ্যাকশন রিপ্লে দেখা। দুই, জসপ্রীত বুমরাহর ছন্দ ধরে রাখা। মিশন ইংল্যান্ডের আগে বুমরাহর ছন্দ মুম্বইয়ের জন্য তো বটেই, টিম ইন্ডিয়ার জন্যও মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তিন, বিস্তর আলোচনা হলেও ইংল্যান্ড সফরের

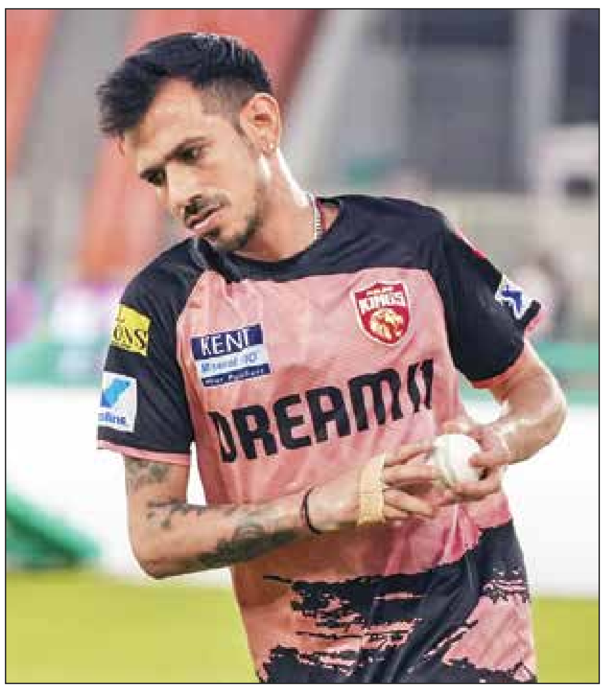

দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন পাঞ্জাব কিংসের যুযবেন্দ্র চাহাল। শনিবার আহমেদাবাদে।

ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা হয়নি পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়সের। শেষ মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল ট্রফি দেওয়া অধিনায়ক শ্রেয়সের জন্য মুম্বই ম্যাচ প্রমাণের মঞ্চ। আরসিবি ম্যাচে জোশ হ্যাজেলউডের বলে যেভাবে আউট হয়েছিলেন শ্রেয়স, সেই ভুল নিশ্চিতভাবেই শুধরে নিতে চাইবেন তিনি।

নানা ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণের পাশে রয়েছে পাঞ্জাব-মুম্বই ম্যাচের আরও কিছু মুহূর্তও। বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের প্রিয়াংশ আর্য-প্রভসিমরান সিং জুটি কেমন করেন, অর্শদীপ সিংয়ের সামনে রোহিত-জস বাটলার জুটি কীভাবে নিজেদের মেলে ধরেন— এসবের উপরও নির্ভর করে রয়েছে ফাইনালে বিরাট কোহলিদের প্রতিপক্ষ দল কারা হবে। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আজ সন্ধ্যায় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শ্রেয়সরা অনুশীলন করেছেন। আর সেই অনুশীলনের আসর থেকে পাঞ্জাবের জন্য এসেছে সুখবরও। কবজির চোট সারিয়ে ফিট যুযবেন্দ্র চাহাল। মুম্বই ম্যাচে চাহাল নিশ্চিতভাবেই পাঞ্জাবের প্রথম একাদশে ফিরছেন।

মুম্বই শিবিরে রিচার্ড গ্লিসন গতরাতের ম্যাচে শেষ ওভার বোলিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর চোট কতটা গুরুতর, স্পষ্ট নয়। দীপক চাহারও চোটের কারণে গুজরাট ম্যাচ খেলতে পারেননি। আগামীকাল ফিট হয়ে তিনি প্রথম একাদশে ফেরেন কিনা, সেটাই দেখার। গ্লিসন-দীপকরা না পারলেও হার্দিকদের ভরসা দেওয়ার জন্য বুমরাহ রয়েছেন। গুজরাট দখলের পর মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে মুম্বই কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে দুনিয়াকে চমকে দিয়ে বলেছেন, 'খেলার শেষের দিকে টেনশন তৈরি হয়েছিল। আমি বুমরাহকে বাউন্ডারির ধার থেকে কিছু বলতে চাইছিলাম। ও ইশারায় আমায় বলে, রিল্যাক্স। ওর মতো বোলার দলের সম্পদ।'

INDIAN PREMIER LEAGUE **আইপিএলে আজ**

কোয়ালিফায়ার-২

পাঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

উনিশের দুয়ের তেজে চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

প্যারিস সাঁ জাঁ-৫
(হাকিমি, দুয়ে-২, কাভারাতস্কেইয়া ও মায়ুলু)
ইন্টার মিলান-০

মিউনিখ, ৩১ মে : তিনদিন পরই ২০তম জন্মদিন পালন করবেন দেজিরে দুয়ে। তার আগেই প্রথমবার প্যারিস সাঁ জাঁ-র ঘরে তিনি এনে দিলেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। যা তারা লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে ও নেইমারকে একসঙ্গে খেলিয়েও ঘরে তুলতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সঙ্গে পিএসজি এদিন চলতি মরশুমে ত্রিমুকুটও (আগেই জিতেছে লিগ ওয়ান ও ফ্রেঞ্চ কাপ) জিতে ফেলল।

আলিয়াঞ্জ এরিনায় উনিশ বছরের ফরাসি উইঙ্গার এদিন জোড়া গোল করা ছাড়াও ১২ মিনিটে আচরাফ হাকিমির গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। সেইসঙ্গে দুয়ে তৃতীয় টিন এজার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গোল করলেন। তাঁর আগে টিন এজার থাকতে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্যাট্রিক ক্লুইভার্ট (১৯৯৫ সালে আয়াখস আমস্টারডাম) ও কার্লোস আলবের্তো (২০০৪ সালে বেনফিকা)। দুইক্ষেত্রেই চ্যাম্পিয়ন হয় তাদের দল। শনিবারও ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে চূর্ণ করে কাপ নিয়ে গেল দুয়ের পিএসজি। যা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে বৃহত্তম ব্যবধানে জয়।

১৯৯৩ সালে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নামে ইউরোপ সেরার ফুটবল শুরুর বছরই খেতাব জিতেছিল মার্সেইঁ। তাদের পরই ফ্রান্সের দ্বিতীয় দল হিসেবে তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল।

২০ মিনিটে দুয়ের প্রথম গোলটা এসেছে পিএসজি-র বিদ্যুৎগতির প্রতি আক্রমণ থেকে। প্যারিস সাঁ জাঁ-র বক্সে সেট পিস ডিফেন্ড করেই আক্রমণে

গোল করার পর হুংকার দেজিরে দুয়ের। উচ্ছ্বসিত সঙ্গী জোয়াও নেভেসও।

উঠেছিলেন কভিচা কাভারাতস্কেইয়া। এরপর তিনি পাস বাড়ান ওসমানে ডেম্বেলেকে। তাঁর বাড়ানো বল থেকেই গোল দুয়ের।

সুযোগ এসেছিল ইন্টারেরও। ২৩ মিনিটে হাকান কালহানোগ্লুর আউটসুইংয়ে রাখা ক্রসে ফ্রান্সেসকো আসেরবির হেডার বাইরে যায়। ৩৭ মিনিটে কর্নার থেকে মার্কাস থুরামের হেডারও একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

এদিন গোল করার সুবাদে অনন্য কীর্তি গড়লেন হাকিমিও। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনালের পর ফাইনালেও তাঁর নাম স্কোরকার্ডে উঠল। ৬৩ মিনিটে ভিতিনহার অ্যাসিস্ট থেকে দুয়ে আরও একটি গোল করলেন। এরপরই হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল ইন্টার। ৭৩ মিনিটে কাভারাতস্কেইয়া ৪-০ করেন। ৮৪ মিনিটে পিএসজি-র পঞ্চম গোলটি করেন উনিশের আরও এক তরুণ সেন্নি মায়ুলু।

চতুর্থ রাউন্ডে সিনার, জকো

প্যারিস, ৩১ মে : ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে জয় পেলেন শীর্ষবাছাই জানিক সিনার। তিনি চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেচকাকে হারিয়েছেন ৬-০, ৬-১, ৬-২ গেমে। এই জয়টা নিজের কোচ সিমোনে ভাগনোজিকে উৎসর্গ করে ইতালিয়ান তারকা বলেছেন, 'আজ আমি ভালো খেলেছি। আমার পারফরমেন্সে কোচ খুশি হয়েছেন। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার খেলায় খুব বেশি উন্নতি হয়নি। পরের রাউন্ডে আন্দ্রে রুবলেভের বিরুদ্ধে ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে।' তৃতীয় রাউন্ডে রুবলেভ ওয়াকওভার পেয়েছেন আর্থার ফিলসের বিরুদ্ধে। চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন নোভাক জকোভিচও। শনিবার রাতের ম্যাচে তিনি ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ গেমে হারান অস্ট্রিয়ার ফিলিপ মিসোলিচকে।

৪ সেট খেলতে হল আলকারাজকে

তৃতীয় রাউন্ডে অবশ্য জয়টা সহজ হয়নি গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই এই স্প্যানিশ তারকা দামির জুমহুরকে হারান ৬-১, ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪ গেমে। ম্যাচের পর আলকারাজ বলেছেন, 'আমি ম্যাচটা মোটেও উপভোগ করিনি। দামিরের বিরুদ্ধে জিততে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। এই জন্য গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা সবসময় কঠিন। তিন-চার ঘণ্টা নিজের মনঃসংযোগ ধরে রাখতে হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'প্রথম দুই সেট আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু তৃতীয় সেট থেকে দামির আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তখন আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা জিততে পেরেছি।' পরের রাউন্ডে আলকারাজ মুখোমুখি হবেন প্রতিযোগিতার ১৩তম বাছাই বেন শেলটনের।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেসিকা পেগুলা ৩-৬, ৬-৪, ৬-২ ফলে চেক প্রজাতন্ত্রের মার্কেটা ভন্ড্রুসোভাকে হারিয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে শীর্ষবাছাই মার্সেলো আরভালো-মাতে পাভিক জুটি তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁরা হারিয়েছেন ফাবিয়ান মার্জোসান-মাতিয়া বেলুক্কিকে ৬-৪, ৬-৪ ফলে। মহিলাদের ডাবলসে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই জেসমিন পাওলিনি-সারা ইরানি জুটি উয়া উয়ান-লুলু সান জুটিকে ৭-৫, ৬-২ ফলে পরাজিত করেছেন।

তৃতীয় রাউন্ডে জয়ের পথে জানিক সিনার।

নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতায় খেলার ফাঁকে 'কাউবয়' সাজে ফোটোসেশনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ।

সাই সুদর্শন দুর্দান্ত প্রতিভা : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁদের শূন্যস্থানপূরণ কীভাবে হবে, লিডসে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ইংল্যান্ড পাঁচ টেস্টের সিরিজে কেমন করবে শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় দল?

শনিবার রাতের দিকে ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মতে, শুভমানের

'শুভমানের তরুণ দলকে দুর্বল ভাববেন না'

নেতৃত্বে তরুণ ভারত ভালোই করবে ইংল্যান্ডে। সিনিয়ারদের অনুপস্থিতিতে তরুণ ভারতীয় দলের সাফল্যের খিদে থাকবে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ মঞ্চে নিজেদের মেলে ধরার তাগিদ থাকবে। মাঠে সেই খিদে দেখাতে পারলেই সফল হবেন শুভমানরা। সৌরভের কথায়, 'খুব ভালো দল হয়েছে। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে যখন ভারত টেস্ট ও সিরিজ জিতেছিল, সেই সিরিজে মেলবোর্ন টেস্টে একেবারে অনভিজ্ঞ ভারতকে দেখেছিলাম আমরা। ওরা খারাপ করেনি। তাই এই তরুণ দলকে দুর্বল ভাববেন না।'

ইচ্ছা থাকলেও ব্যক্তিগত নানা কাজের চাপে আপাতত ইংল্যান্ড যাওয়া হচ্ছে না সৌরভের। কলকাতায় থেকেই শুভমানদের বিলেত সফরের দিকে নজর রাখবেন তিনি। আর আসন্ন সফরে শুভমানের পাশে সৌরভের নজর থাকবে বি সাই সুদর্শনের দিকেও। সৌরভের কথায়, 'সাই দুর্দান্ত প্রতিভা। ও সফল হবে বলেই আমার বিশ্বাস। ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ড সফরেই আমি, রাহুল দ্রাবিড় দুর্দান্ত পারফর্ম করে পথ চলা শুরু করেছিলাম। এই দলে শুভমান, সাইদেরও সেই ক্ষমতা রয়েছে।' ইডেন গার্ডেন্স থেকে সরে গিয়েছে আইপিএল ফাইনালও। যা নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কয়েকদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন এই ব্যাপারে। কেন ইডেন থেকে সরে গেল আইপিএল ফাইনাল? জবাবে সৌরভ বলছেন, 'বৃষ্টির জন্যই ম্যাচ সরেছে। আর কিছু বলার নেই।'

জ্যাভলিন যুদ্ধে সোনা হাতছাড়া ভারতের

গুমি, ৩১ মে : এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সের জ্যাভলিনে সোনা জিতলেন পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম। রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল শচীন যাদবকে। এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে অংশ নেননি দেশের সেরা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া ও কিশোর জেনা। ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন শচীন এবং যশবীর সিং। তাঁদের পিছনে ফেলে ৮৬.৪০ মিটার ছুড়ে সোনা জিতে নেন আর্শাদ। ৮৫.১৬ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে রুপো পেলেন শচীন। যশবীর শেষ করেন পাঁচ নম্বরে।

শনিবার দেশকে প্রথম পদক দেন অনিমেষ কুজুর। ২০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড গড়ে ২০.৩২ সেকেন্ড সময়ে ব্রোঞ্জ জেতেন। এদিন চলতি এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সের দ্বিতীয় পদক জিতলেন ভারতের পারুল চৌধুরী। ৫ হাজার মিটার স্টিপেলচেজে রুপো পেলেন তিনি। ৪০০ মিটার হার্ডলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভিত্যা রামরাজ। এছাড়া মহিলাদের ৮০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন পূজা। পদক তালিকায় ভারত শেষ করল দুই নম্বরে। ৮টি সোনা সহ ঝুলিতে মোট পদকের সংখ্যা ২৪। ৩২ পদক নিয়ে শীর্ষে চিন। ২৮টি পদক জিতলেও সোনা জয়ের নিরিখে পিছিয়ে থাকায় তিন নম্বরে জাপান।

সেরা প্রত্যুষ, রানার্স দয়িতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ মে : কালিম্পং জেলা রাজ্য র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রত্যুষ মান্না। ফাইনালে তার কাছে ৩-০ গেমে উত্তর ২৪ পরগনার প্রিন্স সরকার হেরে যায়। অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের বিভাগে রানার্স দয়িতা রায়। ফাইনালে দয়িতা ২-৩ গেমে হেরে যায় উত্তর ২৪ পরগনার দেবান্না আড়ির কাছে। শিলিগুড়ি তিস্তা-তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি ও বিবেকানন্দ ক্লাবের দুই শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের কোচ মৃন্ময় চৌধুরী।

সেরা মোলানি

চোপড়া, ৩১ মে : দাসপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মোলানি আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব। শনিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ হারিয়েছে আয়োজকদের। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ফাইনালের সেরা হয়েছেন প্রকাশ সিংহ। প্রতিযোগিতার সেরা ডিফেন্ডার মজিবর রহমানও সেরা গোলকিপার ফ্রান্সিস কিস্কু।

স্মৃতির উদ্দেশে

ঁরেনুবালা সাহা

আগমন ঃ ১৬/০৩/১৯৩৬
প্রয়াণ ঃ ০১/০৬/২০১২

১৩তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে শোকাহত চিত্তে তোমাকে প্রণাম জানাই। গত ১৩ বছর প্রতিদিন তোমার অভাব অনুভব করেছি। মঙ্গলময় ঈশ্বরের চরণে তোমার অমর আত্মার স্থান হোক এই প্রার্থনা।

–পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজন
১নং ডাবগ্রাম কলোনী, শিলিগুড়ি

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা শেখ নাসির আলী - কে 17.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87E 88385 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার এলাকায় অনেক লোকের মতো, আমিও মাঝে মাঝে অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতাম। ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে এবং আমি এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জয়লাভ করেছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

হার চিরাগদের

সিঙ্গাপুর, ৩১ মে : সিঙ্গাপুর ওপেনে ব্যাডমিন্টনে সেমিফাইনালে হেরে গেলেন সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। মালয়েশিয়ার অ্যারন চিয়া-উই শো ইকের বিরুদ্ধে ১৯-২১, ২১-১০, ২১-১৮ পয়েন্টে তাঁরা হেরে যান। চিরাগদের হারে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের চ্যালেঞ্জ শেষ হয়ে গেল।

জয়ী নরেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার গ্রুপ 'এ'-তে নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ৪-২ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘকে। নরেন্দ্রনাথের হয়ে তাপস রায়, অমিত রায়, দোলন সরকার ও কুঙ্গা তাশি লামা গোল করেন। কিশোরের গোলস্কোরার আমির লামা ও আয়ুষ ছেত্রী। ম্যাচের সেরা হয়ে দোলন পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

সৌভিক দে-র স্মরণসভায় সুব্রত রায়, রজত দাস, মান্তু ঘোষরা। শনিবার।

আর্য সমিতিতে সৌভিকের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ মে : জাতীয় দলের প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও কোচ সৌভিক দে-র স্মরণসভা শনিবার বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করল আর্য সমিতির অডিটোরিয়ামে। সেখানে তাঁর কোচ অসিতাভ দত্ত, মিক্সড ডাবলস পার্টনার মান্তু ঘোষ, ডাবলস পার্টনার সুব্রত রায়, অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব রজত দাস, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী স্মৃতিচারণ করেন। সভায় সৌভিকের সমসাময়িকরা ছাড়াও শিলিগুড়ির বর্তমান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও তাদের অভিভাবকরা এসেছিল। উপস্থিত ছিল আর্য সমিতি, শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থা, ভেটেরান্স টেবিল টেনিস সংস্থা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদ, ওয়াইএমএ, বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সদস্যরা।